



कला शिक्षा

चतुर्थ श्रेणी





টেলি-মানস হেল্পলাইন

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪x৭ বিনামূল্যে এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

শাসন নির্ণয় ক্রমান্ব : ভূদ্যাস 2116 (প্র.ক্র. 43/16) এসভী-4 তারিখ-25.04.2016
অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ-19.05.2026-এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক
শিক্ষাগত বর্ষ 2026-27 থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

কলা শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণী



মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে 4



হকের মধ্যে দেওয়া Q.R. Code টি স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করলে তোমার কাছে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত দৃশ্য, শ্রাব্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষণ সামগ্রী উপলব্ধ হবে।

এই বইটির সকল অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডলের সঞ্চালকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ উদ্ধৃত করা যাবে না।

*** কলা শিক্ষা বিষয় সমিতি ***

শ্রী শশিকান্ত দেশমুখ (অধ্যক্ষ)
শ্রী শিবাজি হান্ডে (সদস্য)
শ্রী গোরক্ষনাথ আবুজ (সদস্য)
শ্রী শ্রীকান্ত ঢালকর (সদস্য)
শ্রীমতি পুনম ভোপলে (সদস্য)
শ্রীমতি ছায়া মালবাল (সদস্য)
শ্রীমতি স্নেহা গাড়ে (সদস্য)
ড. সুমেধা ঠাকুর (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী নন্দকিশোর নগরকর (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি মৃগয়া মোরে (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী অমোল জাধব (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী নতিন মহামুনি (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি বৃষালী লেলে (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি নিতালি হরগুড়ে (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী ওংকার বৈরাগকর (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রী অমোল বোধে (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি জুই দেশিংকর (আমন্ত্রিত সদস্য)
শ্রীমতি রশ্মি জোশি (আমন্ত্রিত সদস্য)
ডা. গীতাঞ্জলি বোরুড়ে (অভ্যাসক্রম সমন্বয়কারী)
ডা. অজয়কুমার লোলগে (সদস্য-সচিব)

*** গুণমান সমীক্ষক ***

ডা. এম. জি. গুরভ (গুণমান পরীক্ষক)
অ্যাড. সন্দেহ সাখরে (আইন বিশেষজ্ঞ)
ডা. অতুল জাধব (CWSN বিশেষজ্ঞ)

*** সংযোজক ***

ডা. অজয়কুমার লোলগে
বিশেষাধিকারী, কার্যানুভব (বি.কা.)
প্র. বিশেষাধিকারী, কলা (বি.কা.)

*** বাংলা ভাষা সংযোজক ***

ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী (বি.কা.)

শ্রী কৃষ্ণপদ গোপাল বিশ্বাস
সহায়ক বিশেষাধিকারী বাংলা (বি.কা.)

*** বাংলা ভাষান্তর বিষয়তত্ত্ব ***

শ্রী মহিতোষ মন্ডল শ্রী শংকর মন্ডল
শ্রী নারায়ণ মল্লিক শ্রী তপন সরকার

অভ্যন্তরীণ চিত্রাঙ্কন- শ্রী লক্ষ্মীকান্ত কালে,
শ্রীমতী প্রাজক্তা কেরকর, শ্রী মনোহর বাবিস্কর,
শ্রীমতী প্রাচী পোতদার, শ্রী সোহম ওতারী,
শ্রী অজয় পরাডকর

অক্ষরাঙ্কন- সমৃদ্ধী, পুণে

কাগজ : 70 জিএসএম, ক্রিমওভ

মুদ্রণাদেশ :

মুদ্রক :

*** নির্মিতি ***

শ্রীমতী মিতালী শিতপ
প্র. প্রধান নির্মিতি আধিকারী
শ্রী প্রশান্ত হরণে
নির্মিতি আধিকারী

*** প্রকাশক ***

শ্রী হেমন্ত বাবর
প্র. নিয়ন্ত্রক

পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি মণ্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বই-25

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম,
সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে
গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ
১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী,
সম্মত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ,
বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

ভারতের সংবিধান

ভাগ ৪ক

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫১ ক্র.

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে তাকে -

- সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।
- যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।
- ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বত হলে সাড়া দিতে হবে।
- ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদা হানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।
- আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।
- জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।
- সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
- মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে ॥

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার
ভাই-বোন ।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি । আমার দেশের
সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর
আমার গর্ব ।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি
সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো ।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি
সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও
দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো । তাদের কল্যাণ এবং
সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত ।

প্রস্তাবনা

প্রিয় শিশু বন্ধুরা,

চতুর্থ শ্রেণীতে তোমাদের স্বাগত! আমরা তোমাদের সামনে চতুর্থ শ্রেণীর শিল্পকলা শিক্ষার এই পাঠ্যপুস্তকটি উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত।

তোমাদের এই শিল্পকলা শিক্ষার পুস্তকটি শিল্প শেখার পাশাপাশি আনন্দ দেবে এবং তোমাদের কল্পনাশক্তিকে আরও শক্তিশালী করবে। চিত্র আঁকা, রঙ করা, গান গাওয়া, অভিনয় করা, নৃত্য করা বা বিভিন্ন গতিবিধির মাধ্যমে আবেগ প্রকাশ করা এই সব শিল্প আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

এই পুস্তকটিতে চারটি ভিন্ন শিল্পকলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দৃশ্যশিল্প, নাট্যকলা, সঙ্গীত, নৃত্য এবং গতিবিধি। দৃশ্যশিল্পে তোমার অঙ্কন, স্কেচিং, বস্তু চিত্রাঙ্কন, খোদাই, ভাস্কর্য, ক্যালিগ্রাফি এবং শিল্প সংস্কৃতির মতো বিষয়গুলি শিখবে। নাট্যকলার মাধ্যমে তোমরা অভিনয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। সঙ্গীতে তোমরা গান গাইতে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখবে আর নৃত্য ও গতিবিধির মাধ্যমে তোমরা শারীরিক লয় ও তাল অনুভব করবে।

এই পুস্তকের কার্যকলাপগুলো তোমাকে নিজে থেকে ভাবতে, কল্পনা করতে এবং নতুন কিছু তৈরি করতে সাহায্য করবে। কিছু কার্যকলাপ তুমি একা করবে, আবার কিছু করবে বন্ধুদের সাথে দলবদ্ধভাবে। এতে শেখাটা আরও মজাদার ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

এই পুস্তকটিতে চিত্র আঁকা ও শিল্পকর্ম তৈরির সময় বিভিন্ন সরঞ্জাম, উপকরণ এবং কৌশল ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যথাসম্ভব পরিবেশ-বান্ধব উপকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। তোমরা উপলব্ধি করবে যে, নিজের চারপাশে থাকা জিনিসপত্র দিয়েও সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করা যায়।

তোমাদের এলাকার স্থানীয় শিল্পকলা, শিল্পী ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে কিছু প্রস্তাবিত কার্যকলাপ ও ভ্রমণসূচি দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সুন্দর শৈল্পিক মহিমা কাছ থেকে দেখতে পাবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই স্বতন্ত্র এবং তাদের নিজস্ব অনন্য গুণাবলী রয়েছে। তাই এই পুস্তকের কার্যকলাপগুলো করার সময় নির্দিধায় নিজের ধারণা প্রকাশ করো। ভুল করতে ভয় পাবে না। চেষ্টা চালিয়ে যাও এবং এই শিল্প শেখার আনন্দ উপভোগ করো। আমরা নিশ্চিত যে এই পুস্তকটি তোমাদের ভেতরের শিল্পীকে জাগিয়ে তুলবে এবং শেখার যাত্রাকে আরও সুন্দর করে তুলবে।

এসো, আনন্দের সাথে শিল্পকলা শিখি আর আমাদের কল্পনাকে রঙে রাঙিয়ে তুলি!

সুখ কমল

(অনুরাধা ওক)

সঞ্চালক

পুণে

তারিখ : 19 এপ্রিল 2026

ভারতীয় সৌর তারিখ : বৈশাখ শু. 2, শকে 1948,
অক্ষয় তৃতীয়া

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ ও
পাঠ্যক্রম গবেষণা মণ্ডল, পুণে-4

শিক্ষকদের জন্য

নতুন শিক্ষা নীতি ২০২০-এর নির্দেশিকা অনুসারে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য শিল্পকলা শিক্ষাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিল্পকলা শিক্ষা পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার সুযোগ দেওয়া, তাদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করা, আত্মপ্রকাশে উৎসাহিত করা এবং শেখার প্রক্রিয়াকে আনন্দদায়ক করে তোলা।

এই পাঠ্যপুস্তকে চারটি শিল্পকলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-দৃশ্যশিল্প, নাট্যকলা, সঙ্গীত, নৃত্য এবং গতিবিধি। প্রতিটি শিল্পকলা শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ, পরিবেশন, উদ্ভাবন এবং তাদের নিজস্ব ধারণা প্রকাশের সুযোগ করে দেবেন।

সৃজনশীল কার্যকলাপ, দলগত কাজ, আলোচনা এবং ভূমিকাভিনয়ের মতো শিল্পকলা শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করা উচিত। প্রতিটি কার্যকলাপে আনন্দময় শেখার প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেওয়া উচিত। দৃশ্যকলা, নাট্যকলা, সঙ্গীত, নৃত্য এবং গতিবিধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজেই তাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং ধারণা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

যদিও এই বইটি দৃশ্যকলা, নাটক, সঙ্গীত এবং নৃত্য এই চারটি বিভাগে বিভক্ত, আমাদের বার্ষিক পরিকল্পনায় চারটি বিভাগ থেকেই সমান অনুপাতে উপাদান নেওয়া উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা সারা বছর ধরে এই চারটি শিল্পকলাই উপভোগ ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

শিক্ষকদের জন্য নির্দেশাবলী :

দৃশ্যকলা

- সুন্দর হাতের লেখা তৈরি করতে বিভিন্ন ধরনের রেখা ও আকৃতি, সেইসাথে বিভিন্ন অক্ষরের গঠন অনুশীলন করুন।
- প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন এবং উদাহরণ দিন।
- স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ছবি তোলার ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন। তবে, ছবি তোলার সময় অন্যের ছবি নকল না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। এছাড়াও, পরিস্থিতিটি বর্ণনা করুন এবং তাদেরকে একটি স্মৃতিচিহ্নমূলক ছবি তুলতে উৎসাহিত করুন।
- স্মৃতির ছবি ও কল্পনার ছবির মধ্যে পার্থক্য উভয়ের উদাহরণ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত। গল্প বা বিভিন্ন বিষয় বলার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা উচিত যা তাদের কল্পনাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেবেন।
- বিভিন্ন ধরনের চিত্রকর্ম, আলোকচিত্র ও ভাস্কর্য সংগ্রহ করে শিক্ষামূলক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন।
- সব শিক্ষার্থী দৃশ্যকলায় আগ্রহী হবে না, কিন্তু তাদের মধ্যে আগ্রহ জাগানোর জন্য প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি অনুপ্রেরণামূলক শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, কোনো শিক্ষার্থী যদি নতুন কোনো দৃশ্যশিল্প উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, তবে তাকে উৎসাহিত করা এবং যথাযথ নির্দেশনা দেবেন।
- স্থানীয় শিল্পকলা ও শিল্পীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। সম্ভব হলে, স্থানীয় শিল্পীদের কর্মশালা পরিদর্শনের আয়োজন করুন।

রঙ্গমঞ্চ

- শ্রেণীকক্ষে একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করুন এবং সহজ ও স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি, নড়াচড়া ও নীরব অভিনয়ে উৎসাহিত করুন। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে পরিস্থিতিগুলো অভিনয় করে দেখাতে বলুন।
- পশু, পাখি এবং প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা অভিনয় করিয়ে নেবেন।
- তাদেরকে তাদের নিজস্ব সংলাপ ও কার্যকলাপ উপস্থাপন করার সুযোগ দিন। তাদেরকে ছবি দেখান এবং প্রশ্ন করুন।
উদাহরণস্বরূপ- ‘এই ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?’

- প্রত্যেককে একটি ভূমিকা দেবেন এবং উপস্থাপনায় তাদের সহভাগী করে নেবেন। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাথে প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বেছে নিন।
- উপস্থাপনার সময় নড়াচড়া করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত। উপলব্ধ উপকরণগুলো বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তোলবেন।
- অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীদের একটি দলের পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেবেন। তাদেরকে পর্যবেক্ষণমূলক মতামত দিতে উৎসাহিত করুন। শ্রেণিকক্ষ নাটকের ধারণাটি বাস্তবায়ন করুন।

সঙ্গীত

- শ্রেণিকক্ষে একটি মনোরম ও উৎসাহব্যাঞ্জক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়ে নেবেন।
- গান শেখানোর সময়, আপনার নিজের গানটি শোনাবেন। গান শেখানোর সময়, তা ছোট ছোট অংশে শেখাবেন।
- সহজ উদাহরণের মাধ্যমে ছন্দ, তাল ও সুরের ধারণা দেবেন। ছন্দের জন্য হাততালি ব্যবহার করে গানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবেন এবং একক ও দ্বৈত গানকে উৎসাহিত করবেন।
- বাসুদেব গীত, পোওয়াড়া, ভারুড়, ভজন এবং উপজাতীয় গানের মতো লোকসংগীত প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিচিত ও চর্চা করবেন।
- উপলব্ধ বাদ্যযন্ত্রগুলো (ঢোল, তাল, করতাল, হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি) ব্যবহার করে ছন্দের আবহ তৈরি করবেন। গানগুলো ছোট ছোট দলে পরিবেশন করবেন।
- প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য তাদের গান গাওয়া বা কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সুযোগ দেবেন।
- উপলব্ধ উপকরণ বা ভিডিও ব্যবহার করে ছন্দের সাথে স্বর ও অলঙ্কার অনুশীলন করাবেন।
- কিউআর কোড ব্যবহার করে গান বাজনা শেখাবেন। দলগত ও একক উপস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নৃত্য ও গতিবিধি

- শ্রেণিকক্ষে একটি আনন্দময় ও উৎসাহব্যাঞ্জক পরিবেশ তৈরি করুন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নৃত্যে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করুন।
- সহজ ও স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নাচের সূচনা করবেন।
- তাদেরকে দৈনন্দিন চলাফেরাকে (যেমন- হাঁটা, লাফানো, ঘোরানো) নৃত্যে রূপান্তরিত করতে বলুন।
- ছন্দ, তাল ও গতি সম্পর্কে সচেতনতা খেলার ছলে তুলে ধরবেন।
- তাদেরকে বিভিন্ন মুখের অভিব্যক্তি (আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময়) প্রকাশ করতে নির্দেশনা দিন।
- ছোট ছোট দলে ভাগ করে সহজ কিছু নাচের পরিবেশনা করতে উৎসাহিত করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নাচে অংশগ্রহণের সুযোগ দিন।

এই পাঠ্যপুস্তকের কার্যক্রমগুলো প্রণয়নের সময় সব ধরনের শিক্ষার্থীর কথা সার্বিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষকদের একটি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা উচিত, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের প্রতিভা উৎসাহিত হয়।

আশা করা যায়, প্রতিটি শিল্পকলা গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও সক্ষমতা এবং শিখনফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষকেরা আরও কার্যকরভাবে পাঠদান করবেন। এর উদ্দেশ্য হলো এমন একজন দক্ষ শিক্ষার্থী তৈরি করা, যে শিল্পকলাকে সামগ্রিকভাবে দেখবে এবং সুখী জীবনযাপন করতে পারবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এর জন্য কাজ করি।

কলা শিক্ষা বিষয় সমিতি

পাঠ্যপুস্তক মন্ডল, পুণে

চতুর্থ শ্রেণি - দৃশ্যকলা	
দৃশ্যকলা	
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG -1 : শিল্পের মাধ্যমে মানবীয় অনুভূতির অনুসন্ধান, চিত্রাঙ্কন এবং আত্মপ্রকাশের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা।	
দক্ষতা : C-1.1 : দৈনন্দিন জীবনের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনাকে চিত্রের মাধ্যমে উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশ করে।	
ক্রমিক নং	শিখন ফলাফল
04AE01	আশেপাশের ছোট ছোট উপাদানের ভিত্তিতে স্মৃতি থেকে ছবি আঁকে।
04AE02	বিভিন্ন কাল্পনিক গল্পের ঘটনা নিজের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে ছবিতে উপস্থাপন করে।
04AE03	প্রাকৃতিক উপাদানের বিভিন্ন আকারের কারুকার্য নকশা তৈরিতে কল্পনাশক্তির ব্যবহার করে।
04AE04	আশেপাশের ছোট উপাদানের স্মৃতিচিত্র আঁকে।
দক্ষতা : C - 1.2 : দৃশ্যকলায় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে বিভিন্ন কল্পনা ও মতামত নিয়ে আলোচনা করে।	
04AE05	সংখ্যা ও অক্ষরের গঠন অনুশীলন করে এবং আঙুল বুলিয়ে দেখে।
04AE06	সংখ্যা ও অক্ষরের অনুপাত বুঝে লিখতে শেখে।
04AE07	বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সংখ্যা ও অক্ষরের কারুকার্য তৈরি করে।
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG -2 : শিল্পচর্চায় নিজের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার স্বাধীন ব্যবহার করা।	
দক্ষতা : C-2.1 : দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে চিত্রায়িত করতে রেখা, আকার, রং, স্থান ও টেক্সচারের সৃজনশীল ব্যবহার করে।	
04AE08	বিভিন্ন ধরনের রেখা আঁকার অনুশীলন করে।
04AE09	কোনো যন্ত্র ছাড়াই সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন আকৃতি আঁকে।
04AE10	দৈনন্দিন ব্যবহারের পরিচিত বস্তু সহজভাবে আঁকে।
দক্ষতা : C-2.2 : শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্ত শিল্পকর্মের দৃশ্য উপাদান, ধারণা ও বৈপরীত্য ব্যাখ্যা করে।	
04AE011	জ্যামিতিক আকৃতি ও আশেপাশের অন্যান্য বস্তুর আকৃতির মিল-অমিল ব্যাখ্যা করে।
04AE12	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু শ্রেণিবদ্ধ করে তার চিত্র অঙ্কন করে।
04AE13	ছবিতে স্বাধীনভাবে নিজের কল্পনা প্রকাশ করে এবং তার বর্ণনা দেয়।
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG -3 : শিল্পের মৌলিক প্রক্রিয়া, উপকরণ ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।	
দক্ষতা : C-3.1 : দৃশ্যকলায় কাজ করার সময় উপযুক্ত উপকরণ, সরঞ্জাম ও কৌশল নির্বাচন করে।	
04AE14	ছাপচিত্র (প্রিন্ট) তৈরির জন্য বিভিন্ন রঙের মাধ্যম ব্যবহার করে।
04AE15	বিভিন্ন ধরনের টেক্সচার (পৃষ্ঠের গঠন) তৈরি করে।
দক্ষতা : C-3.2 : ব্যক্তিগত ও দলগত শিল্পকর্ম তৈরিতে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং উপস্থাপনার ধাপগুলি অনুসরণ করে।	
04AE16	সহজলভ্য উপকরণ সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করে সাজসজ্জা করে।
04AE17	পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম তৈরি করে।
04AE18	মাটির সাহায্যে ত্রিমাত্রিক প্রতীকী আকৃতি তৈরি করে।
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG -4 : চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্বেষণ করা এবং স্থানীয় শিল্পধারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।	
দক্ষতা : C-4.1 : প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য উপাদান শনাক্ত করে এবং তাদের শিল্পগুণ বর্ণনা করে।	
04AE19	প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের শিল্পসম্মত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে।
দক্ষতা : C - 4.2 : স্থানীয় শিল্পধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করে।	
04AE20	পছন্দের স্থানীয় শিল্পধারার ছবি, আলোকচিত্র বা পত্রিকার কাটিং সংগ্রহ করে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করে।
04AE21	বিভিন্ন শিল্পধারার সঙ্গে স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে এবং বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করে।

রঙ্গমঞ্চ

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 1 : শিল্পের মাধ্যমে মানবীয় অনুভূতির আত্মঅনুসন্ধান, উপস্থাপন ও প্রকাশের আত্মবিশ্বাস অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গড়ে তোলা।

দক্ষতা : C - 1.1 : নাট্যকলার বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন উপাদান ও চরিত্রের মাধ্যমে উৎসাহের সঙ্গে উপস্থাপন করে।

03AE22	আশেপাশের দৈনন্দিন ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করে তার উপস্থাপনা করে।
--------	---

দক্ষতা : C - 1.2 : নাট্যকলায় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে নিজের ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

04AE23	সহপাঠীদের উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানায়।
--------	--

04AE24	আশেপাশের পরিচিত বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর ছব্বহ অনুকরণ করে।
--------	---

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 2 : শিল্পচর্চায় নিজের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার স্বাধীন ব্যবহার করা।

দক্ষতা : C - 2.1 : দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিত্তিতে সৃজনশীলভাবে বিভিন্ন নাট্য উপাদানের সমন্বয় করে।

04AE25	নাট্য উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে।
--------	---

04AE26	নাট্য উপস্থাপনার পূর্বপ্রস্তুতির জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করে।
--------	--

04AE27	আশেপাশে পাওয়া শব্দ উৎপন্নকারী বস্তু সংগ্রহ করে নাটকের আবহসংগীত তৈরি করে।
--------	---

দক্ষতা : C - 2.2 : বিভিন্ন চরিত্র, ভূমিকা, ঘটনা, সময়কাল ও মঞ্চসামগ্রী ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের উপর ভিত্তি করে নাটক প্রস্তুত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করে।

04AE28	উপস্থাপনার পর আলোচনায় পাওয়া পরামর্শ বিবেচনা করে পুনরায় উপস্থাপন করে।
--------	---

04AE29	অন্যদের উপস্থাপনার উপর ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে প্রতিক্রিয়া প্রদান করে।
--------	--

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য : CG - 3 : শিল্পের মৌলিক প্রক্রিয়া, উপকরণ ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

দক্ষতা : C - 3.1 : নাট্যকলায় কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরঞ্জাম ও কৌশল নির্বাচন করে।

04AE30	বিভিন্ন উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তথ্য জেনে বিকল্প উপকরণ তৈরি করে।
--------	--

04AE31	চরিত্র অনুযায়ী পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন করে এবং তা ব্যবহার করে উপস্থাপনা করে।
--------	---

04AE32	নাটকের চরিত্র অনুযায়ী কাগজের মুখোশ তৈরি করে।
--------	---

দক্ষতা : C - 3.2 : ব্যক্তিগত ও দলগত নাট্য উপস্থাপনার সময় পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও উপস্থাপনার ধাপগুলি অনুসরণ করে।

04AE33	ব্যক্তিগত অথবা দলগত উপস্থাপনার জন্য সহপাঠীদের সঙ্গে অনুশীলন করে।
--------	--

04AE34	প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের সাহায্যে নাট্য উপস্থাপনার অনুশীলন করে।
--------	--

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য : CG - 4 : চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্বেষণ করা এবং স্থানীয় শিল্পখারা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

দক্ষতা : C - 4.1 : প্রকৃতির নাটকীয়তা ও বিভিন্ন গতিবিধির উপাদান শনাক্ত করে এবং তাদের শিল্পগুণ বর্ণনা করে।

04AE35	প্রকৃতির বিভিন্ন সময় (সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ইত্যাদি) উপস্থাপনের জন্য প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার করে।
--------	--

04AE36	পাঠ্যপুস্তকের পাঠ বা কবিতার উপস্থাপনায় প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে।
--------	--

04AE37	মানবদেহের ভঙ্গিমার মাধ্যমে উপস্থাপনায় প্রাকৃতিক উপাদানের আকৃতি সৃষ্টি করে।
--------	---

দক্ষতা : C - 4.2 : স্থানীয় শিল্পী ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে।

04AE38	আশেপাশে উদ্ঘাপিত উৎসব ও অনুষ্ঠানের পর্যবেক্ষণ করে আনন্দ উপভোগ করে।
--------	--

04AE39	স্থানীয় লোকশিল্পী ও তাঁদের শিল্প সম্পর্কে তথ্য জেনে সেই শিল্পের যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রশংসা করে।
--------	---

সঙ্গীত

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 1 : শিল্পের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতির অন্বেষণ, উপস্থাপন ও প্রকাশের আত্মবিশ্বাস অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিকশিত করা।

দক্ষতা : C - 1.1 : পরিচিত সংগীতকলার অনুশীলন করে এবং উৎসাহের সঙ্গে উপস্থাপন করে।

04AE40 মনোযোগ সহকারে সংগীত শুনে তা উপস্থাপন করে।

04AE41 গান অনুশীলনের সময় হাতের অঙ্গভঙ্গি, হাততালি এবং একইভাবে আঙুলের তুড়ি ব্যবহার করে।

দক্ষতা : C - 1.2 : সঙ্গীত কলায় দলগতভাবে কাজ করার সময় নিজের ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

04AE42 দেশাত্মবোধক গানে জাতীয় সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে।

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 2 : শিল্পচর্চার জন্য নিজের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা।

দক্ষতা : C - 2.1 : বিভিন্ন ধরনের গায়ন ও বাদনের-একক, দ্বৈত ও দলগত-সঙ্গীত-সমন্বয়, গান ও তালের অনুশীলন এবং উপস্থাপনার সমন্বয় করে।

04AE43 গায়ন ও বাদনের লয় এবং তাল বুঝে একক সংগীত উপস্থাপন করে।

04AE44 গায়ন ও বাদনের দ্বৈত ও দলগত সংগীতের ধরন অনুশীলন করে উপস্থাপন করে।

দক্ষতা : C - 2.2 : গান ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত বিভিন্ন সংগীতশৈলীতে সংগীতকলার উপাদানগুলোর-লয়, তাল, সুর ও ভাব-তুলনা ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরে।

04AE45 বিভিন্ন ধরনের গান শুনে সেগুলোর পার্থক্য শনাক্ত করে।

04AE46 শাস্ত্রীয় সংগীতের স্বর ও অলংকার সম্পর্কে সংক্ষেপে তথ্য দেয়।

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 3 : শিল্পের মৌলিক প্রক্রিয়া, উপকরণ ও কৌশল অনুসন্ধান করা।

দক্ষতা : C - 3.1 : সঙ্গীতকলা উপস্থাপনের সময় ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয় অনুযায়ী সেগুলো নির্বাচন করে।

04AE47 পরিবেশের সংগীতোপযোগী ধ্বনি শুনে তা অনুকরণ করে।

03AE48 উপলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে বাদ্যসংগীত উপস্থাপন করে।

দক্ষতা : C - 3.2 : উপস্থাপনা ও অনুশীলনে অংশগ্রহণের জন্য সংগীত নির্বাচন করার সময় বিভিন্ন ধারণা প্রস্তাব করে।

03AE49 অভঙ্গ ও পোওয়াড়া উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্র নির্বাচন করে।

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 4 : আঞ্চলিক শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সৌন্দর্যবোধের বিস্তারের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করা।

দক্ষতা : C - 4.1 : প্রকৃতির সংগীতের উপাদানগুলো শনাক্ত করে এবং সেগুলোর শৈল্পিক গুণাবলি বর্ণনা করে।

04AE50 প্রকৃতির বিভিন্ন ধ্বনি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো অনুকরণ করে।

04AE51 স্থানীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত সংগীতের তথ্য জানায়।

দক্ষতা : C - 4.2 : স্থানীয় শিল্পের ধরন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করে।

04AE52 স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ধরন সম্পর্কে তথ্য জানায়।

04AE53 স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সংগীতের মাধ্যমে লোকজীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্ট করে।

নৃত্য

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 1 : শিল্পের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতির অন্বেষণ, উপস্থাপন ও প্রকাশের আত্মবিশ্বাস অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিকশিত করা।

দক্ষতা : C - 1.1 : পরিচিত নৃত্য ও শারীরিক গতিবিধি অনুশীলন করে এবং উৎসাহের সঙ্গে প্রদর্শন করে।

04AE54

পরিচিত নৃত্যের শারীরিক গতিবিধি ক্রমানুসারে ও ছন্দবদ্ধভাবে উপস্থাপন করে।

দক্ষতা : C - 1.2 : নৃত্য ও শারীরিক গতিবিধি দলগত উপস্থাপনার সময় ধারণা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

04AE55

নৃত্য ও শারীরিক গতিবিধি দলগত উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে।

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 2 : শিল্পচর্চার জন্য নিজের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা।

দক্ষতা : C - 2.1 : দৈনন্দিন কার্যক্রম ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নৃত্য ও শারীরিক কার্যক্রমের ক্রম তৈরি করে উপস্থাপন করে।

04AE56

দৈনন্দিন জীবনে করা শারীরিক গতিবিধি নৃত্যের মাধ্যমে ছন্দবদ্ধভাবে মঞ্চে উপস্থাপন করে।

দক্ষতা : C - 2.2 : শ্রেণিকক্ষে পরিচয় করানো বিভিন্ন নৃত্য ও শারীরিক গতিবিধির শৈলীর অভিব্যক্তি, তাল, মুদ্রা ও বিষয়ের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে তুলনা করে।

04AE57

নৃত্যমূলক গতিবিধির মাধ্যমে দুটি তাল বুঝে সেগুলোর তুলনা করে।

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 3 : শিল্পের মৌলিক প্রক্রিয়া, উপকরণ ও কৌশল প্রদর্শন করা।

দক্ষতা : C - 3.1 : নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, নৃত্য-পরিকল্পনা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা নির্বাচন করে।

04AE58

নৃত্য উপস্থাপনের জন্য গান ও বাদ্যযন্ত্র নির্বাচন করে।

04AE59

নৃত্যে ব্যবহারের জন্য বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন শারীরিক গতিবিধি নির্বাচন করে।

দক্ষতা : C - 3.2 : নৃত্য ও শারীরিক গতিবিধির ক্রম নির্বাচন করার সময় উপস্থাপনা ও অনুশীলনে অংশগ্রহণ করে নিজের ভাবনা ও মতামত প্রদান করে।

04AE60

নিজের কল্পনা অনুযায়ী কাহিনিভিত্তিক নৃত্য ও শারীরিক গতিবিধি মাধ্যমে উপস্থাপন করে।

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য : CG - 4 : আঞ্চলিক শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নিহিত সৌন্দর্যবোধের বিস্তারের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করা।

দক্ষতা : C - 4.1 : প্রকৃতিতে বিদ্যমান সংগীতের উপাদানগুলো শনাক্ত করে এবং সেগুলোর শৈল্পিক গুণাবলি বর্ণনা করে।

04AE61

নৃত্যের গতিবিধি ও প্রকৃতির গতিবিধির তুলনা করে সেগুলোর শৈল্পিক বর্ণনা দেয়।

দক্ষতা : C - 4.2 : স্থানীয় শিল্পের ধরন ও সংস্কৃতির প্রতি কৌতূহল প্রকাশ করে।

04AE62

সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরে এমন স্থানীয় শিল্পরূপ উৎসাহের সঙ্গে উপস্থাপন করে।

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥धृ॥

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥

সূচীপত্র

দৃশ্যকলা

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
১. কারুকার্যের আনন্দ.....	১
২. অক্ষরের জগতে.....	১০
৩. বস্তুর জগতে	১৪
৪. আমার চিত্র, আমার কল্পনা..	১৭
৫. ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম	২১

রঙ্গমঞ্চ

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
৬. এসো, অভিনয় করি.....	২৬
৭. এসো, নাটকের প্রস্তুতি করি ..	৩১
৮. এসো, রঙ্গমঞ্চে যাই.....	৩৮

সঙ্গীত

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
৯. এসো, সবাই গান গাই	৪৫
১০. একক, দ্বৈত ও সমূহ গান ..	৫১
১১. গানের পরম্পরা	৫৭
১২. স্বরের লতা	৬৪
১৩. এসো, তাল মিলাই.....	৬৭

নৃত্যকলা

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
১৪. নৃত্য করো আনন্দে	৭৩
১৫. নৃত্যময় জীবন	৭৮
১৬. নৃত্যের সাথী.....	৮৩
১৭. পারম্পরিক নৃত্য	৮৭
১৮. শিল্পকলা সংস্কৃতি	৯১

দৃশ্যকলা





- চিত্রের উপাদান বা বস্তুগুলির মধ্যে থাকা রেখার প্রকার খুঁজে বের করে লেখো।

১) চকলি



২) জলের ঢেউ



৩) উঁচু ভবন



৪) পিঁপড়ার সারি



- এসো রেখা ব্যবহার করে চিত্রকৃতি সম্পূর্ণ করি।

প্রদত্ত চিত্র ‘অ’ পর্যবেক্ষণ করো। ভিন্ন রেখা ব্যবহার করে চিত্র ‘ব’ সম্পূর্ণ করো।



অ



ব

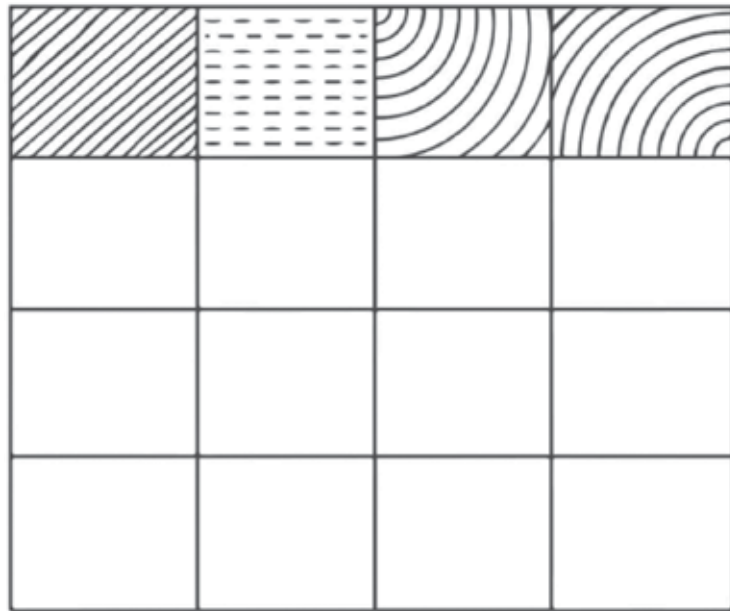
- কারুকার্য করার সময় ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তুলবেন।
ধারণা দেওয়ার জন্য নমুনা চিত্র ও ভিডিও ক্লিপ দেখবেন।

CG -2

C- 2.1

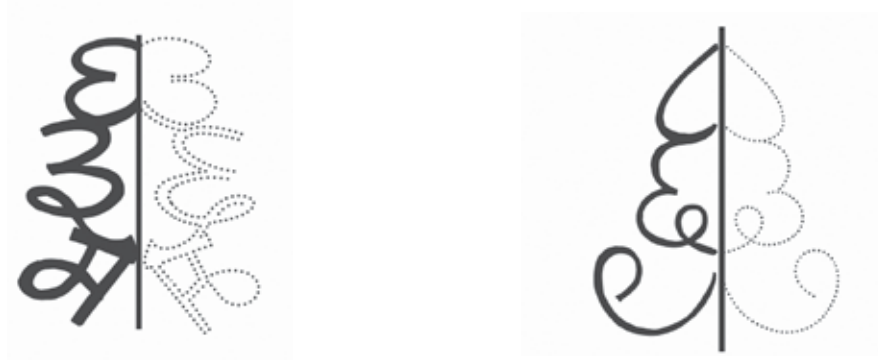
LO-04AE08

- নীচের বড়ো বর্গক্ষেত্রটির ভেতরের ছোটো বর্গক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রেখা ব্যবহার করে চিত্র সম্পূর্ণ করো।



- আকৃতির বিন্যাস সম্পূর্ণ করো।

রেখাটির বাম পাশে সংখ্যা ও অক্ষর দিয়ে রচনা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে ডান পাশের প্রতিবিম্ব বচনা করো।



নীচের আকৃতির বিন্যাস সম্পূর্ণ করে পছন্দের রঙ ভরো।



- রেখা আঁকা ও কারুকার্য অনুশীলন করতে উৎসাহিত করবেন।

CG -1/2
C- 1.2/2.1
LO-04AE07
/08



এসো, প্রাকৃতিক আকারের আকৃতি বিন্যাস তৈরী করি।

পাতা, ফুল বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক আকার ব্যবহার করে আকৃতি বিন্যাস সম্পূর্ণ করো।
তোমার পছন্দমতো গাঢ় বা হালকা রঙ করো।

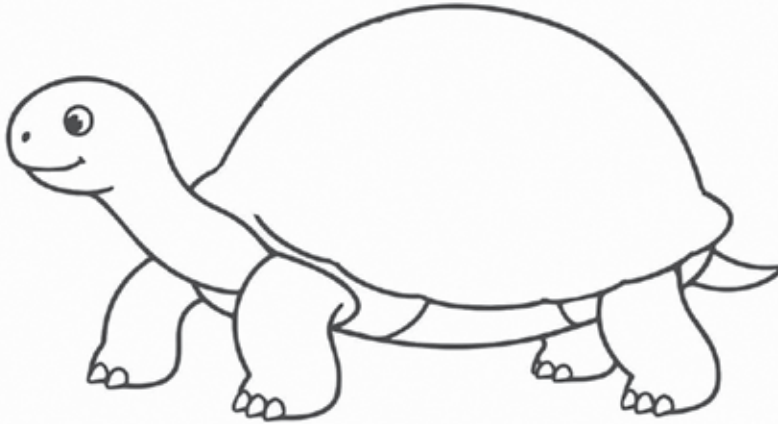
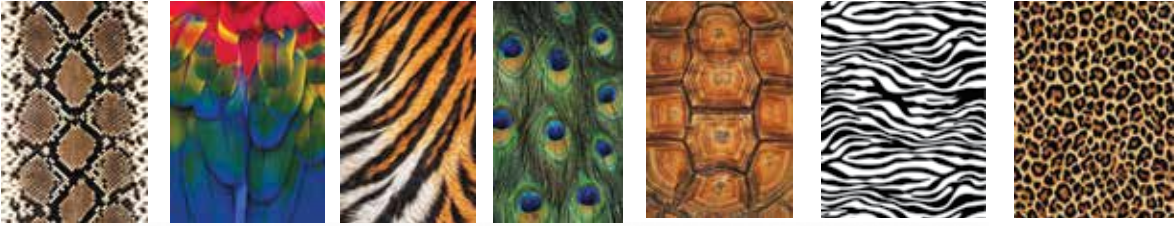


মনে রাখো :

বারবার এক বা দুটি আকৃতি একে তাতে রঙ ভরে সুন্দর কারুকার্য তৈরী করা হয়।

এসো, আকৃতি বিন্যাস দিয়ে কারুকার্য তৈরী করি।

১. নীচে কিছু আকৃতি বিন্যাস দেখানো হয়েছে। সঠিক আকৃতি বিন্যাস ব্যবহার করে নীচের চিত্রটি সম্পূর্ণ করো।



২. একটি ড্রয়িং খাতায় শাড়ির পাড়ের জন্য কারুকার্য তৈরী করে আকর্ষণীয় রঙ ভরে।

- কৃতি করার সময় শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন।

CG -1
C- 1.1
LO-04AE03

পৃষ্ঠতল এবং কারুকার্য

- বস্তুগুলি স্পর্শ করে সেগুলি কেমন বর্ণনা করো।
উদাহরণস্বরূপ- কাচ, তুলা, কাপড়, পাথর ও পাতার মতো বস্তু স্পর্শ করে সেগুলির বর্ণনা দাও। বন্ধুরা, তোমরা স্পর্শের মাধ্যমে সেগুলির অভিজ্ঞতা নিয়েছো এবং তা থেকে কী শিখলে, তবে চিত্রের ভাষায় এই স্পর্শানুভূতিকেই ‘বুনট’ বলা হয়।
- কোনো পৃষ্ঠতল স্পর্শ করলে যদি তা অমসৃণ, মসৃণ, কৌণিক বা নরম বলে মনে হয়, তাকে ‘স্পর্শগত বুনট’ বলা হয়।
- স্পর্শ ছাড়া কোনো পৃষ্ঠতলকে অমসৃণ, মসৃণ বা কৌণিক হিসেবে উপলব্ধি করাকে **দৃশ্যগত বুনট** বলা হয়। কখনও কখনও আমরা কারুকার্য বুনট হিসেবে। ছাপ ছাঁচের ছাপ ব্যবহার করতে পারি। তাহলে এসো, এই ছাপের আনন্দ অনুভব করা যাক।

ছাপা সনাক্ত করো

নীচের চিত্রগুলিতে থাকা ছাপগুলি পর্যবেক্ষণ করে শনাক্ত করো এবং চিত্রের নীচে সেগুলি লেখো।



- এই ধরনের বিভিন্ন ছাপের মাধ্যমেও কারুকার্য করা যেতে পারে। কাগজের উপর বিভিন্ন বস্তুর ছাপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন- চটের বস্তু, আলু, আঙুলের ছাপ ইত্যাদি।
- কাগজের উপর ছাপ দেওয়া যায় এমন অন্যান্য বস্তুর তালিকা তৈরী করো।

মনে রাখো :

ছাপ দেওয়ার কাজে জলরঙ ব্যবহার করতে হবে। ছাপ নেওয়ার সময় খেয়াল রাখো যেন রঙ খুব বেশি পাতলা না হয়ে যায়।

- বিভিন্ন বুনট ব্যবহার করে ডিজাইন তৈরী করো।

CG -3
C- 3.1
LO-04AE14
LO-04AE15



ছাপা দিয়ে কারুকার্য

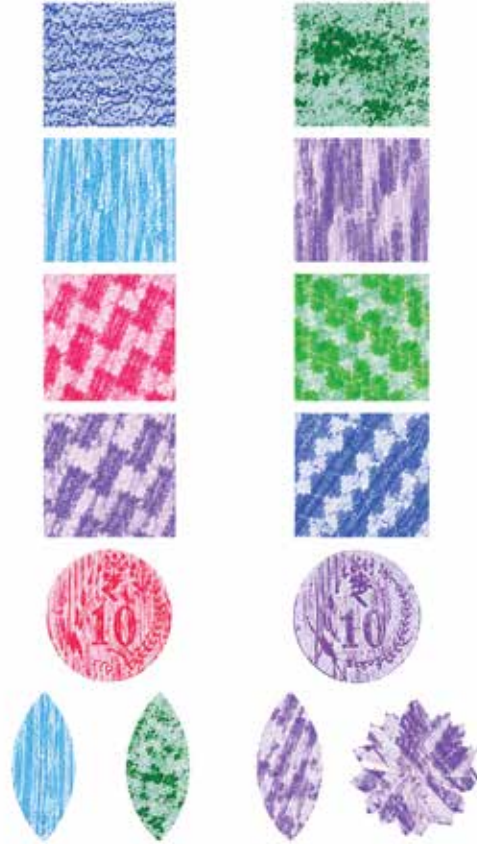
তোমার খাতায় নিজের পছন্দমতো যেকোনো একটি বড়ো আকৃতি আঁকো। তাতে থাকা উপকরণগুলি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ছাপ দিয়ে একটি সুন্দর কারুকার্য তৈরী করো।

পৃষ্ঠতল এবং কোলাজ

এসো, বিভিন্ন ধরনের বুনট নিয়ে সেগুলি দিয়ে একটি কোলাজ তৈরী করি।

বুনট তৈরী করতে আমরা ঘরের অনেক জিনিসপত্র ব্যবহার করতে পারি। যেমন, জানালার কাচ, মুদ্রা, গাছের ছাল ইত্যাদি।

বিভিন্ন বস্তুর উপর কাগজ রেখে তাতে রঙিন পেন্সিল ঘষে তুমি সেগুলির বুনট তৈরী করো। সেগুলির বিভিন্ন আকৃতি কেটে নেও, কাগজের উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেও এবং তোমার কারুকার্যতে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করো। এখন সংযুক্ত নমুনা চিত্রটি দেখো। শুধু পৃষ্ঠতল করলেই চিত্রটির আনন্দ অনেক বেড়ে যায়।



- একটি কাঠামো তৈরী করার জন্য, একটি দলগত আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কল্পনাবিস্তারের সুযোগ দেবেন।

CG -3
C-3.1
LO-04AE14
LO-04AE15

এসো, কৃতি করে দেখি!

বড়ো কাগুসহ একটি গাছের চিত্র আঁকো। পাতা, শিমের খোসা, রঙ্গোলি, মাটি, বালি, লাঠির মতো কোন কোন বস্তু ব্যবহার করে গাছের কাণ্ডের স্পর্শ অনুভব করো। এই কাজটি তোমার আঁকার খাতায় লিখে রাখো।

এসো, প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে কারুকার্য তৈরী করি।

এসো প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কারুকার্য তৈরী করি। যেমন, শামুক, বিনুক, পাতা, ফুল, পাথর ইত্যাদি।



তোমার এলাকার প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে একটি কারুকার্য তৈরী করো এবং তোমার শিক্ষককে দেখাও।

এসো, একটি শুভেচ্ছা কার্ড তৈরী করি।

বাজার থেকে শুভেচ্ছা কার্ড কেনার চেয়ে, বন্ধুদের-হাতে তৈরী কার্ড দিলে তারা বেশি খুশি হয়।

- প্রকৃতিতে প্রাপ্ত উপাদান থেকে সুশোভিত করতে উৎসাহিত করবেন।
- ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহিত করবেন।

CG-3
C- 3.2
LO-04AE16
LO-04AE17



প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে তুমি তোমার বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য কারুকার্য (উপহার কার্ড) তৈরী করো।

এর জন্য পাতা, কাচি, আঙুলের ছাপ, কাগজের টুকরো ইত্যাদি ব্যবহার করো। একটি মোটা কাগজ নেও। নমুনা চিত্রে দেখানো অনুযায়ী তাতে পাতা, ডালপালা ইত্যাদির মতো উপাদান লাগিয়ে একটি সুন্দর শুভেচ্ছা কার্ড তৈরী করো।

মনে রাখো : কার্যকলাপ করার সময় বিভিন্ন রঙের ঝরা পাতা ব্যবহার করতে হবে।



- শিক্ষার্থীদের উপলব্ধ সাধন-সামগ্রীর ব্যবহারে অনুশীলন করবেন।
- নির্দিষ্ট উপকরণের জন্য জেদ ছাড়তে বলবেন।

CG -1/3
C- 1.1/3.2
LO-04AE03
LO-04AE16

এসো, রঙ নিয়ে খেলি!

আজ আমরা রঙের জাদু দেখবো। এটি করে তুমি খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় কারুকার্য তৈরী করতে পারো।

- প্রথমে, একটি সাদা কাগজ নাও। এবং এটিকে অর্ধেক ভাঁজ করে একটি দাগ দাও। কাগজটি আবার খুলে দাও। কাগজের একপাশে তোমার পছন্দের রঙের ছোটো ও বড়ো ফোঁটা দাও। তারপর কাগজটি আবার ভাঁজ করে হাত দিয়ে আলতো করে চাপ দাও। এবার ধীরে ধীরে কাগজটি খোলো। কী আশ্চর্য! তুমি দেখতে পাবে যে কাগজের দুই দিকেই একই রকম সুন্দর কারুকার্য হয়েছে।
- একইভাবে, তুমি বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে নতুন পরীক্ষা করতে পারো। এতে তুমি রঙের একটি ভিন্ন পৃষ্ঠতল পাবে। এই সুন্দর কারুকার্য ব্যবহার করে, তুমি তোমার বন্ধুদের জন্য সুন্দর উপহার কার্ড তৈরী করতে পারো।



আমার কর্ম

- ১) একটি কাগজের ব্যাগ তৈরী করো এবং তোমার শেখা কৌশল ও কারুকার্য ব্যবহার করে সেটি সাজাও।
- ২) বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপাদান ব্যবহার করে সুন্দর বুকমার্ক ও গিফট কার্ড তৈরী করো।
- ৩) সাজানোর জন্য পাতা ও ফুল ব্যবহার করে একটি রঙ্গোলি তৈরী করো।

- উপরের পদ্ধতি অনুযায়ী কাগজের উপর বিভিন্ন রঙের ফোঁটা দিয়ে সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরী করো।

CG -3
C-3.1
LO-04AE14
LO-04AE15



২. অক্ষরের জগতে...



বন্ধুরা, আমাদের হাতের লেখা চিত্রের মতোই সুন্দর হওয়া খুব জরুরি। হাতের লেখা হলো পরিষ্কার, স্পষ্ট এবং পাঠযোগ্যভাবে লেখার একটি শিল্প। কিন্তু এর জন্য অনুশীলন খুব জরুরি। মুক্ত হস্ত রেখা তোমার হাতের নিয়ন্ত্রণ বাড়ায় এবং অক্ষর লিখতে সাহায্য করে।

‘এসো, লাইন ও অক্ষর অনুশীলন করি।’

স্কেচবুকে দেওয়া বিভিন্ন রেখা আঁকার অনুশীলন করো।



চার লাইনের একটি খাতায় ইংরেজি বর্ণমালা ও সংখ্যা লেখার অনুশীলন করো।

গত শ্রেণীতে আমরা বাংলা অক্ষরের বিভিন্ন অংশ, বিভক্তি ইত্যাদি অনুশীলন করেছি। এই বছর- এসো, যৌগিক শব্দ অনুশীলন করি। সাথে দেওয়া অক্ষরগুলি দেখো এবং তোমার খাতায় সেগুলি অনুশীলন করো।

সুস্বাগতম
মহারাজু
শিল্পকলা
পুস্তক

অক্ষর বানাও এবং সাজাও!

এসো তোমার নামের আদ্যক্ষরগুলি

- বিভিন্ন ধরনের চিঠি লেখার অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রত্যেক অক্ষরের আকারের আসল নমুনা ও লেখা দেখাবেন।

CG -1
C- 1.2
LO-04AE05

এসো, বিভিন্ন মাধ্যমে অক্ষর লিখি।

এসো, বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অক্ষর অনুশীলন করি।

১. তোমার আঙুল দিয়ে বাতাসে অক্ষর আঁকো এবং তোমার বন্ধুদের সেগুলি শনাক্ত করতে বলো।
২. বালি বা কাদামাটির উপর অক্ষর আঁকো।
৩. কলম বা পেন্সিল দিয়ে অক্ষর লেখার অনুশীলন করো।
৪. স্কেচপেন বা রঙিন চক ব্যবহার করে অক্ষর লেখান করো।

পেন্সিল দিয়ে লেখা → SAVE WATER

কলমে লেখা → SAVE WATER

স্কেচপেন দিয়ে লেখা → SAVE WATER

রঙীন পেন্সিল লেখা → SAVE WATER

এসো, সুবিচারের পোস্টার তৈরী করি।

আমরা প্রায়ই শ্রেণীকক্ষে বড়ো বড়ো চার্ট বা আইডিয়া বোর্ড প্রদর্শিত হতে দেখি। সেগুলির ওপরের অক্ষরগুলি বড়ো এবং স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এসো, এই উপকরণটি আকর্ষণীয়ভাবে প্রস্তুত করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলি জেনে ও অনুশীলন করে নিই।

১. এক টুকরো চক নেও এবং তা আড়াআড়িভাবে কাটো।
২. হাতে চক ধরে চিত্রতে দেখানো অনুযায়ী লেখার অনুশীলন করো।
৩. অনুশীলন করার পর শ্রেণীর জন্য একটি সুবিচার বা তালিকা তৈরী করো।



- বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অক্ষর লেখার অনুশীলন করাবেন।

CG -1

C- 1.2

LO-04AE05

LO-04AE06

অক্ষর বানাও এবং সাজাও!

ম

এসা, তোমার নামের আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে তোমার পছন্দের মাধ্যমে সাজিয়ে নিই। এর জন্য ব্যবহার করতে পারো সুতো, পাতা, ফুল, বীজ, রঙ্গোলি, পুঁতি, দড়ি, বা তোমার পছন্দের যেকোনো উপকরণ।



মুক্ত হস্ত লেখন

- এসো, সংখ্যা ও অক্ষর তৈরী করি।
- রেখাটির বাম পাশে দেওয়া আকার দেখে ডান পাশে সেটি আঁকো এবং রঙ করো।



- অক্ষরের আকার, উচ্চতা এবং অন্তর প্রাথমিক করাবেন।

CG -1
C- 1.2
LO-04AE07

এসো, অক্ষর ও সংখ্যা দিয়ে চিত্র আঁকি!

এসো, অক্ষর ও সংখ্যা ব্যবহার করে একটি চিত্র আঁকি।

১. এসো, নীচের বাক্যগুলিকে আদর্শ রূপে লেখার অনুশীলন করি।

- আমার অক্ষরই আমার পরিচয়।
.....
- প্রকৃতি আমাদের শিক্ষক।
.....
- ভারত আমার দেশ।
.....
- INDIA IS MY COUNTRY.
.....
- SAVE TREES, SAVE EARTH.
.....

আমার কৃতি

- ১) পাঠ্যবই থেকে কলম, পেন্সিল, স্কেচ পেনের মতো যেকোনো মাধ্যমে একটি অনুচ্ছেদ বা কবিতা লেখো।
- ২) একটি উপহার কার্ড তৈরী করো এবং তাতে উপযুক্ত বাক্য লেখো।
- ৩) একটি ব্যানার তৈরী করো।
- ৪) ব্ল্যাক বোর্ডে সুন্দর ও বড়ো অক্ষরে একটি ভালো সুবিচার লেখো।

- সুন্দর ও স্পষ্ট করে লেখার জন্য, সঠিকভাবে পেন্সিল ধরার অভ্যাস গড়ে তোলাবেন।
- তাদের প্রচুর অনুশীলন করাবেন এবং বোর্ডে লিখতে উৎসাহিত করাবেন।
- তাদেরকে বিভিন্ন শৈলীতে চিঠি লেখার চেষ্টা করতে বলবেন।

CG -1

C- 1.2

LO-04AE05

LO-04AE06

৩. বস্তুর জগতে...

বস্তু চিত্র হলো তোমার চারপাশের বস্তু পর্যবেক্ষণ করে সেগুলিকে নির্ভুলভাবে চিত্রিত করার একটি প্রক্রিয়া। তুমি ফুল, ফল, বাসনপত্র, খেলনা বা স্কুলের জিনিসপত্রের চিত্র আঁকতে পারো। বস্তু চিত্রাঙ্কন করার সময় তোমাকে বস্তুটির আকৃতি, অনুপাত, রঙ, ছায়া, আলো এবং বুনটের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বস্তু চিত্রাঙ্কন করার সময়, তুমি রঙ ব্যবহার করে চিত্রটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারো।

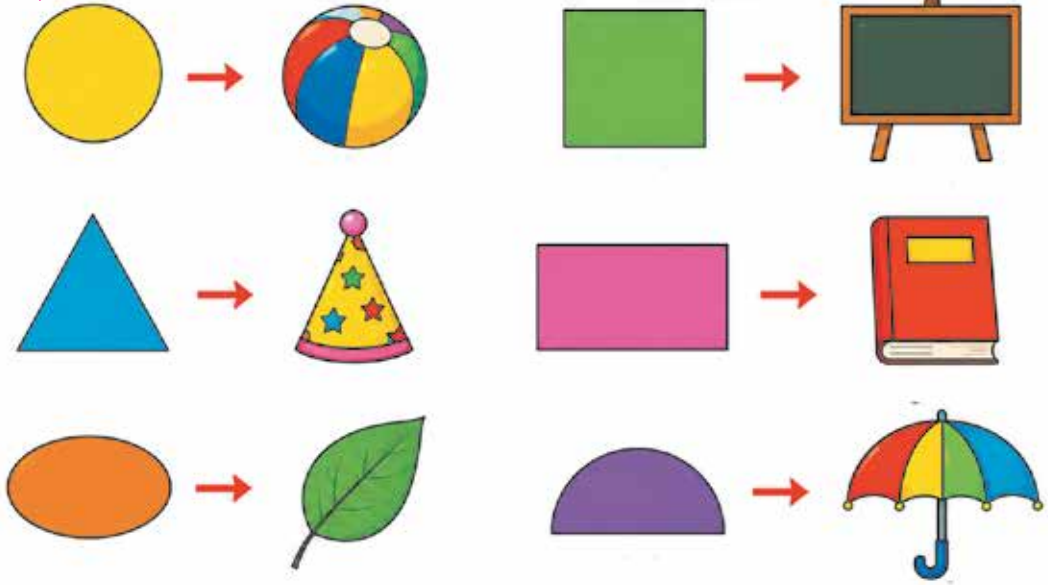
বস্তু অঙ্কনের অনুশীলন পর্যবেক্ষণ দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

এসো, বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে একটি বস্তু আঁকি।

আমরা রেখা দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করতে শিখেছি। এখন আমরা মৌলিক আকৃতি ব্যবহার করে দৈনন্দিন বস্তুর চিত্র আঁকতে পারি। এসো, নীচের কার্যকলাপে এটি দেখি।

নীচে দেওয়া আকৃতিগুলির এক বা একাধিক ব্যবহার করে যতগুলি সম্ভব বস্তুর চিত্র তৈরী করো।

এসো, আমাদের চারপাশের বস্তুর চিত্র আঁকি।



- শিক্ষার্থীদের বাস্তব বস্তু দেখাবেন। এবং সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলির আধার শনাক্ত করতে শেখাবেন।
- সহজ আকারের বস্তুর স্কেচ এঁকে শুরু করাবেন।

CG -2
C- 2.1
LO-04AE09

এসো, আশেপাশে উপলব্ধ বস্তুর স্কেচ করি।

- তোমার ব্যাগে থাকা যেকোনো দুটি বস্তুর চিত্র আঁকো এবং রঙ করো।

ব্যাগে থাকা বস্তুগুলির একটি তালিকা তৈরী করো এবং নীচে প্রদত্ত স্থানে সেগুলির মধ্যে যেকোনো দুই বা তিনটির একটি বাস্তব চিত্র আঁকো। বস্তুগুলি মূলত কোন আকারের অনুরূপ তা উল্লেখ করো।



বস্তুর স্কেচ আঁকার সময় কোনো যান্ত্রিক সরঞ্জাম ব্যবহার করো না।

এসো, বস্তুগুলির আকারের পার্থক্য চিহ্নিত করি।

- চিত্রের থাকা বস্তুগুলির নাম শনাক্ত করো।
- সবচেয়ে বড়ো বস্তু কি?
- চিত্রের থাকা সদৃশ বস্তুগুলির নাম লেখ।
- কোন বস্তু গোলাকার দেখায়?
- বালতি এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য কী?
- একটি আপেল এবং একটি বলের মধ্যে কী কী সাদৃশ্য রয়েছে?
- তোমার খাতায় উপরের চিত্রটি আঁকো।



- শিক্ষার্থীকে দৈনন্দিন বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে এবং তার চিত্র আঁকতে বলবেন।
- শ্রেণীকক্ষে বাস্তব বস্তু (ফল, বাসনপত্র, খেলনা) রেখে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিত্র আঁকতে বলবেন।

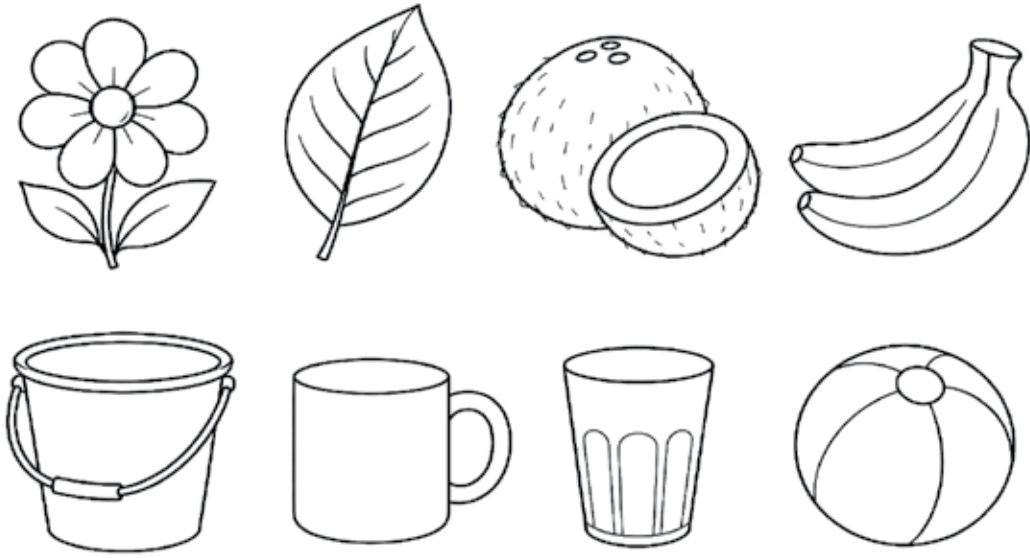
CG -2
C- 2.1/2.2
LO-04AE10
LO-04AE11
LO-04AE12



এসো, বস্তু স্কেচ করা যাক!

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত উপাদানকে প্রাকৃতিক উপাদান বলা হয়। অপরদিকে মানুষ নিজে যা তৈরী করে তাকে ‘মানবসৃষ্ট বস্তু’ বলা হয়। আমরা আগের শ্রেণীতে এ বিষয়টি শিখেছি।

- তোমার পছন্দমতো প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বস্তু পর্যবেক্ষণ করে খাতায় চিত্র আঁকো।
(যেমন- বালতি, মগ, গ্লাস, বল, পাতা, ফুল, নারকেল, কলা ইত্যাদি)



আমার কৃতি

- ১) বাড়ির যেকোনো দুটি বস্তুর চিত্র অঙ্কন করো এবং রঙ করো।
- ২) যেকোনো পাঁচটি বস্তুর আলাদা আলাদা চিত্র আঁকো।

- প্রথমে পেন্সিল দিয়ে একটি হালকা স্কেচ তৈরী করো এবং তারপরে এটি রঙ দিয়ে ভরাট করো।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কোণ থেকে বস্তুগুলি দেখতে বলবেন।
- চিত্রের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি লক্ষ্য করার অভ্যাস গড়ে তোলবেন।

CG -2
C- 2.1/2.2
LO-04AE10
LO-04AE12



৪. আমার চিত্র, আমার কল্পনা...



স্কেচিং হলো : রেখার সাহায্যে কোনো অঙ্কন শুরু করার প্রক্রিয়া। স্কেচিং আমাদের দেখা ঘটনা ও পরিস্থিতি মনে রাখতে এবং সেগুলির চিত্র আঁকতে সাহায্য করে। স্কেচিং আমাদের অঙ্কনের উপাদানগুলির সঠিক বিন্যাস, আকার এবং অনুপাত বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি অঙ্কনের রূপরেখাকে স্পষ্ট এবং সহজে বোধগম্য করে তোলে। প্রথমে হালকা রেখা দিয়ে অঙ্কন করলে ভুল সংশোধন করাও সহজ হয়।

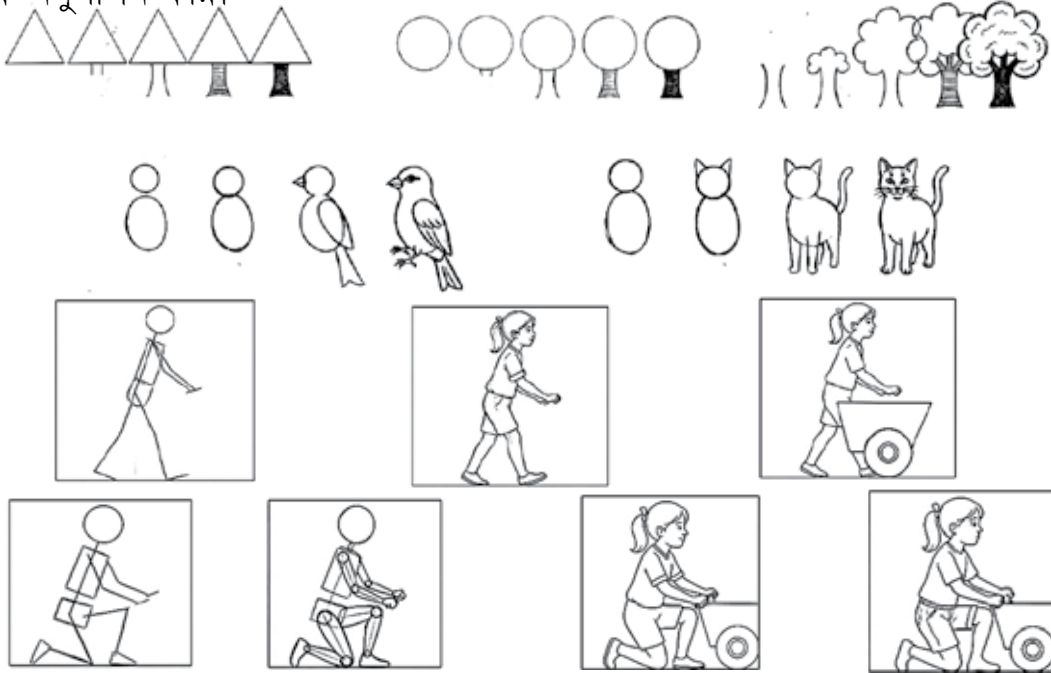
স্মৃতি ও কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য স্কেচিং অনুশীলন অপরিহার্য।

স্মৃতি চিত্র: যখন আমরা স্মৃতির উপর ভিত্তি করে আমাদের দেখা, শোনা বা অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত কোনো কিছুর চিত্র আঁকি, তখন সেই চিত্রটিকে স্মৃতিচিত্র বলা যেতে পারে।

- উদাহরণস্বরূপ-বইয়ের বিষয় বস্তুর ওপর ভিত্তি করে একটি দৃশ্য আঁকা।

এসো, স্মৃতি থেকে একটি চিত্র আঁকি।

• স্কুলে আসার পথে তুমি কোন গাছটি দেখেছিলে? তুমি প্রকৃতির কী কী উপাদান দেখেছিলে? এলাকার গাছগুলি কেমন ছিল? তুমি গাছগুলির উপর কী দেখেছিলে? আমরা এলাকার মানুষের চলাচলও দেখেছি। এসো, পেন্সিলের সাহায্যে খাতায় এই মূল উপাদানগুলি আঁকার অনুশীলন করি।



- প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর আঁকার প্রশংসা করে তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবেন। ভালোমন্দ বিচারের বন্ধনে না রেখে শিক্ষার্থীদের মুক্তভাবে চিত্র আঁকতে বলবেন।

CG -1

C- 1.1

LO-04AE01



স্মৃতি থেকে একটি চিত্র আঁকো

গ্রুপ 'অ'

প্রাকৃতিক উপাদান
পাতা, ফুল, পাখি, গাছ,
নদী, পাহাড়, বৃষ্টি

গ্রুপ 'ব'

ঐতিহ্যগত উপাদান
উৎসব, উদযাপন, ঐতিহ্যবাহী
খেলা, রঙ্গোলি, তোরণ

গ্রুপ 'ক'

আধুনিক উপাদান
কম্পিউটার, টিভি,
মোবাইল, পার্ক, মেট্রো

উপরের যে কোনো গোষ্ঠী থেকে কিছু উপাদান নির্বাচন করো এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করে তোমার খাতায় একটি স্মৃতিচিত্র আঁকো।

- পেনসিল দিয়ে নির্বাচিত উপাদানগুলির একটি খসড়া স্কেচ আঁকো।
- কাগজের সাথে মানানসই করে চিত্রটির গঠন আঁকতে হবে। নির্বাচিত উপাদানগুলির যথাসম্ভব বিস্তারিত বিবরণ আঁকার চেষ্টা করো এবং চিত্রটিতে রঙ করো।

এসো, আমরা যে দৃশ্যটি দেখেছি তার উপর ভিত্তি করে একটি চিত্র আঁকি।

- পরিসরে তুমি যে দৃশ্যটি দেখেছিলে তা স্মরণ করো।
এর খুঁটিনাটিসহ একটি চিত্র আঁকো। বাড়িতে বা স্কুলে বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন খেলাধুলা করার নিজের চিত্র আঁকো এবং রঙ করো।

এসো, দৃশ্যটির বর্ণনা অনুযায়ী একটি চিত্র আঁকি।

- অজয় বাগানে গেল। সে দেখল, একটি লম্বা ছায়া দেওয়া গাছের ডালে একটি পাখি বসে ফল খাচ্ছে। চারপাশে রঙিন ফুল ফুটেছিল। রঙিন প্রজাপতিরা সেগুলির উপর আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

এই উপলক্ষ অনুযায়ী তোমার খাতায় একটি চিত্র আঁকো এবং রঙ করো।

- শিক্ষার্থীদের তাদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পরিস্থিতির চিত্র স্কেচ করতে উৎসাহিত করবেন।
- কোনটা ঠিক বা ভুল, এই বিষয়ে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই তাদের স্বাধীনভাবে আঁকতে দেবেন।

CG -1
C- 1.1
LO-04AE01
LO-04AE04

কল্পনা চিত্র

‘কল্পনা’ হলো চোখের দেখা জগতের বাইরে গিয়ে মন যা উপলব্ধি করে, তাকে দৃশ্যমান করার একটি প্রক্রিয়া। ‘কল্পনা চিত্রের’ কারণে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি এবং চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটি চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাসও বাড়ায়। সুতরাং, চিত্রকলার ক্ষেত্রে কল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক প্রক্রিয়া।

কাল্পনিক চিত্র আঁকার সময় তোমার একটি উদ্ভাবনী ধারণা থাকা উচিত। যেমন, একটি উড়ন্ত সাইকেল বা চাঁদের বুকে একটি স্কুল। তুমি তোমার পছন্দের ধারণাটি রেখা ও রঙের সাহায্যে কাগজে একটি কাল্পনিক চিত্র আঁকতে পারো।

এসো, কল্পনা থেকে একটি চিত্র আঁকি।

উদাহরণস্বরূপ-আকাশে ঘর, স্বপ্নের গ্রাম, যদি আমার ডানা থাকত..., রঙিন মেঘ, ইত্যাদি।



• কল্পনা করো এবং আঁকো

১. তোমার কল্পনায় এমন একটি নতুন প্রাণীর চিত্র আঁকো, যার অস্তিত্ব নেই।
২. চাঁদে ভ্রমণের কল্পনা করে কাগজে একটি চিত্র আঁকো।

- শ্রেণীকক্ষে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করবেন যা শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তিকে বিকশিত হতে সাহায্য করে।

CG- 1
C- 1.1
LO-04AE02
LO-04AE13



আমার কৃতি

১. বাজারে দেখা একটি ঘটনার চিত্র আঁকো এবং রঙ করো।
২. শিশুদের ঘুড়ি ওড়ানো বিষয়ের উপর একটি স্মৃতিচিহ্নমূলক চিত্র আঁকো।
৩. তোমার আর্ট খাতায়, নিজেকে একটি রোবটের সাথে খেলতে কল্পনা করে একটি চিত্র আঁকো।
৪. একটি 'চকলেট হাউস' কল্পনা করো এবং তোমার আর্ট খাতায় তার একটি চিত্র আঁকো।
৫. তোমার আর্ট খাতায় বাতাসে উড়ন্ত গাড়ির কল্পনা করে চিত্র আঁকো।

- কোনো কল্পনাই ভুল নয়, সেটি শিক্ষার্থীদের বলবেন।
- কল্পনা চিত্র বাণাবার সময় শিক্ষার্থীদের ত্রুটি ধরবেন না। কল্পনা করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন, চিত্রের প্রশংসা করবেন।

CG- 1/2
C- 1.1/2.2
LO-04AE01
LO-04AE02
LO-04AE04
LO-04AE13



৫. ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম...



ভাস্কর্য হলো মাটি, কাগজ, কাঠ বা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম তৈরীর শিল্প। ভাস্কর্যের মাধ্যমে তৈরী বস্তু নানাভাবে উপভোগ করা যায়। এই ধরনের বস্তুর দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, প্রস্থ এবং পুরুত্ব থাকে, যে কারণে এদেরকে ত্রিমাত্রিক বস্তু বা কারুশিল্প বলা হয়।

ভাস্কর্যে আমরা মাটি দিয়ে পশু, ফল, ফুল বা বিভিন্ন বস্তু তৈরী করতে পারি। ত্রিমাত্রিকতা আমাদের বস্তুর আকৃতি ও গঠন বুঝতে সাহায্য করে। তাই ভাস্কর্য আমাদের জন্য একটি আনন্দদায়ক ও উপকারী শিল্পকলা।

এসো, উপলব্ধি মাটি দিয়ে একটি প্রতীকী চিহ্ন তৈরী করি।

১. প্রথমে নরম ও পরিস্কার মাটি নাও।
 ২. মাটিটা হাত দিয়ে মেখে নরম করে নাও।
 ৩. একটি সহজ প্রতীকী বস্তু বেছে নাও। যেমন- সূর্য, গাছ, বই, মাছ।
 ৪. মাটির ছোটো বল নাও এবং হাত দিয়ে বা কোনো সরঞ্জাম দিয়ে সেটিকে আকার দাও।
 ৫. নির্বাচিত প্রতীক অনুযায়ী সঠিক আকার দেওয়ার জন্য কাদামাটিকে চাপ বা মোচড়াতে হবে।
 ৬. তৈরী করা প্রতীকটির উপর ছোটো ছোটো বিবরণ ফুটিয়ে তুলতে তোমার আঙুল বা একটি কাঠি ব্যবহার করো।
 ৭. তৈরী করা প্রতীকটি শুকানোর জন্য একটি সমতল জায়গায় আলাদাভাবে রাখো।
 ৮. মাটির প্রতীকটি শুকিয়ে গেলে, এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রঙ করো।
- এই কার্যকলাপ সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি এবং হাতের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।



- শিক্ষার্থীদের হস্তশিল্পের দক্ষতায় উৎসাহ দেবেন।
- তাদেরকে সরল আকারের দিয়ে বস্তু তৈরী করতে শেখাবেন।

CG -3

C- 3.2

LO-04AE17

LO-04AE18

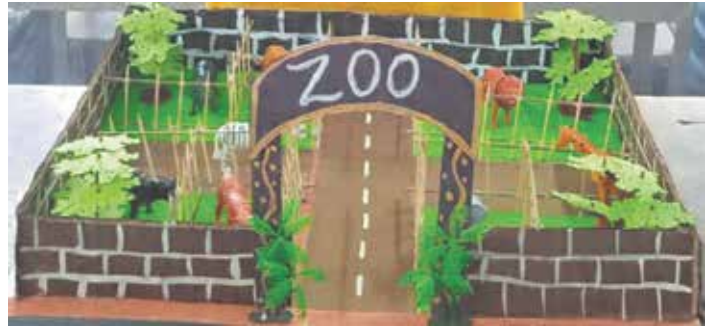


প্রকৃতির উপাদানসমূহের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য -

চিত্রকর্ম বা ভাস্কর্য তৈরীর আগে আমাদের উচিত এলাকার প্রকৃতি ও ভৌত উপাদানগুলি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যেমন- জলের ঢেউ-ছন্দময়, গাছের ডালপালা-বিস্তৃত, অশোক গাছ-শঙ্কু আকৃতির এবং নিচ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু, সূর্য-বিকিরণ তীব্রতা ইত্যাদি। এইভাবে সামগ্রী অন্যান্য উপাদানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

এসো, উপলব্ধ সামগ্রী থেকে একটি প্রতিকৃতি তৈরি করি।

এসো নীচের যেকোনো একটির প্রতিকৃতি তৈরি করি-একটি ছোটো গ্রাম, একটি বাগান, একটি বাড়ি, ইত্যাদি। (উদাহরণস্বরূপ-গাছের পাতা, ডালপালা, ঘরের জন্য খালি বাস্ক, একটি রাস্তা, সাজানোর জন্য পাথর বালি ব্যবহার করা যেতে পারে)



- শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ করতে অভ্যস্ত করবেন।
- নিরাপত্তামূলক সতর্কতা অবলম্বন করে যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাখ্যা করবেন।
- প্রকৃতির উপাদান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপাদানের শৈল্পিক সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেবেন।

CG -3
C- 3.2
LO-04AE17
LO-04AE18
LO-04AE19

ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্মের জগতে

আমরা আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের ত্রিমাত্রিক কাঠামো দেখতে পাই।

- দৈনন্দিন ছোটো ছোটো জিনিসপত্র দিয়ে তৈরী ত্রিমাত্রিক কাঠামোগুলি দেখো এবং তালিকাভুক্ত করো।



তোমার আশেপাশে বা বাড়িতে দেখা এমন যেকোনো চারটি ত্রিমাত্রিক কাঠামোর নাম ও বর্ণনা দেও।

- | | |
|----------|----------|
| ১) | ২) |
| ৩) | ৪) |

প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে তৈরী শিল্পকর্ম

পরিবেশ-বান্ধব উপকরণ হলো এমন উপাদান ও বস্তু যা প্রকৃতির কোনো ক্ষতি করে না।

- এসো, প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে রচনা করি।
উদাহরণস্বরূপ-পাতা, ফুল, বীজ, গাছের শুকনো ডাল, রসেলি, পাথর, মাটি ইত্যাদি।



উপরে উল্লিখিত উপায়ে তোমার এলাকায় উপলব্ধ উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরী করো।

- বাস্তব বস্তু দেখিয়ে ত্রিমাত্রিক আকৃতির ধারণাটি ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের তৈরী জিনিসগুলির একটি প্রদর্শনী আয়োজন করবেন।

CG -3

C- 3.2

LO-04AE17



এসো, একটি ত্রিমাত্রিক চরিত্র তৈরী করি।

- মাটি দিয়ে তোমার নামের প্রথম অক্ষরটি তৈরী করো।



আমার কৃতি

১. প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে একটি রঙ্গোলি আঁকো।
২. পরিসরের উপলব্ধ মাটি ব্যবহার করে তোমার পছন্দমতো গয়না তৈরী করো।
৩. পরিসরের পরিবেশবান্ধব উপাদান ব্যবহার করে একটি আকর্ষণীয় ত্রিমাত্রিক কাঠামো তৈরী করো।
৪. মাটি দিয়ে ট্রাফিক নিয়মের চিহ্ন তৈরী করো।
৫. মাটি দিয়ে কোন প্রাণী বা পাখি তৈরী করো।

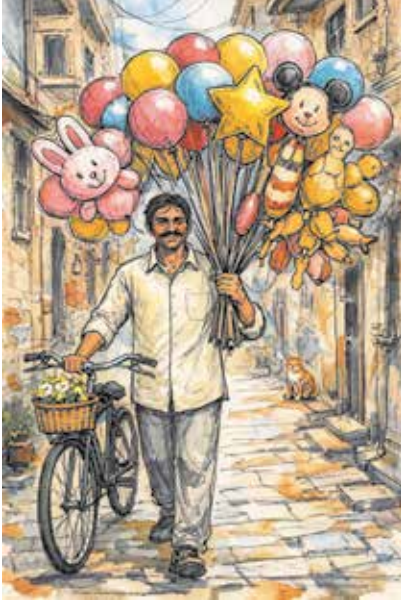
- সংগৃহীত প্রকৃত বস্তুর নমুনা দেখান। শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তিকে বিকশিত হতে দিন। সহজ বস্তু দিয়ে শুরু করুন। পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার দিকে মনোযোগ দেবেন।

CG -3
C-3.2
LO-04AE18



বঙ্গমাতা

এখন তোমারা নিম্নলিখিত পেশাদারদের অনুকরণ করে দেখো, তো ।



সাথে দেওয়া ছবির ব্যক্তিদের
কণ্ঠস্বর অনুকরণ করো ।



বিভিন্ন পেশাদার কণ্ঠস্বরের ওঠানামা অনুশীলন করো এবং শ্রেণীতে তা উপস্থাপন করো।
উপস্থাপনাটিকে আরও ভালো করার জন্য আর কী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করো এবং
এটি পুনরায় উপস্থাপন করো ।

ওটা কার গলার স্বর?

এসো, একটা খেলা খেলি!

একজন ছেলে বা মেয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়াবে। তার আরেক বন্ধুকে তার পিছনে দাঁড়াতে বলবেন । পিছনে দাঁড়ানো বন্ধুটি শুধু একজন স্থানীয় ব্যবসায়ীর মতো আওয়াজ করবে। পরের বন্ধুটি শনাক্ত করবে যে কণ্ঠস্বরটি কার এবং তার কোন সহপাঠী এই আওয়াজটি করেছে। যে বন্ধুটি কণ্ঠস্বরটি শনাক্ত করতে পারবে না, তাকে আরও দুইবার সুযোগ দেবেন। এরপরও যদি সে কণ্ঠস্বরটি শনাক্ত করতে না পারে, তবে শিক্ষক তাকে যা করতে বলবেন, সে যেন তা অনুকরণ করে।

- শিশুদের পারদর্শিতার প্রশংসা করে তাদের আত্মবিশ্বাসের তারিফ করবেন ।
তাদের কণ্ঠস্বরের ওঠানামার দিকে মনোযোগ দেবেন।

CG - 1/2

C - 2.1/1.2

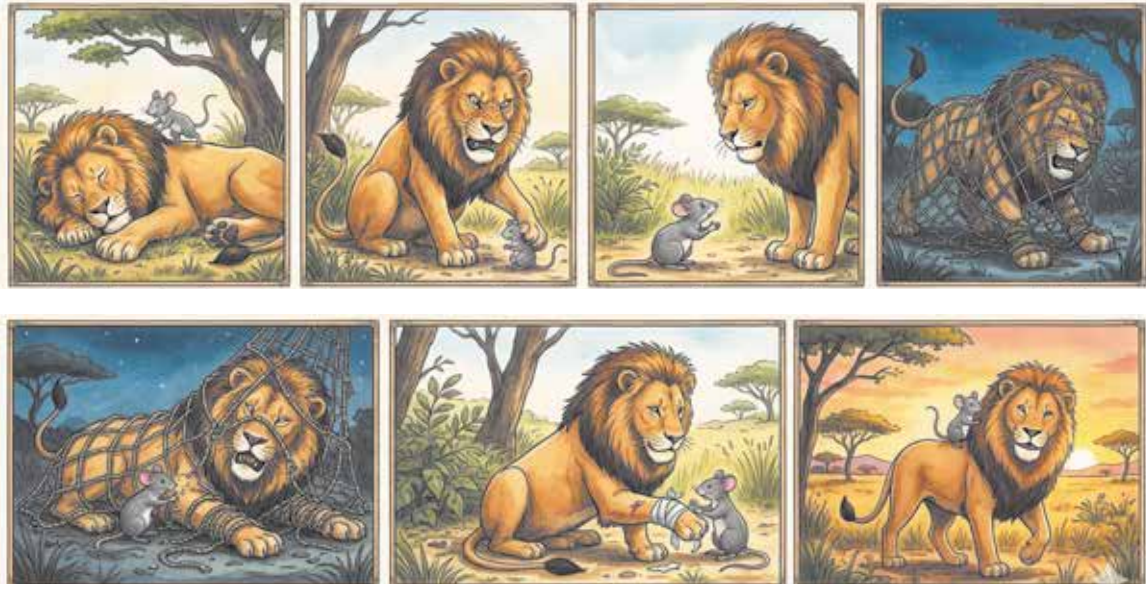
LO-04AE24/

28



পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বর্ণনা কর।

আমরা কি আমাদের পরিবারের কোনো সদস্যের কণ্ঠস্বর বা অঙ্গভঙ্গি দেখে বলতে পারি যে সে রাগান্বিত না খুশি? পশু বা পাখিরা খুশি না রাগান্বিত, তা বোঝার জন্য আমরা এমন এক জগতে যাব যেখানে মানুষ নয়, পশুরাই কথা বলে! পশুরা একেবারেই কথা বলে না! ঠিক তাই। তবে, আমরা তাদের অঙ্গভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর দেখে বলতে পারি যে তারা রাগান্বিত না খুশি। এখন নীচের ছবিগুলি দেখো!



ছবিগুলির দিকে তাকাও এবং ছবিতে থাকা পরিস্থিতিগুলি নিয়ে ভাব, আর কোনো কথা না বলে শুধু অঙ্গভঙ্গি ও ইশারার মাধ্যমে পরিস্থিতিটি তুলে ধরো। এই ধরনের অভিনয়কে ‘মূকাভিনয়’ বলা হয়।

এসা, করে দেখি!

১. মূকাভিনয়ের জন্য, দুই-তিনটি পশু বা পাখির ভিডিও দেখে তাদের অঙ্গভঙ্গি অনুশীলন করো।
২. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে মূক নাটকের মাধ্যমে বিদ্যালয় প্রস্তুতির একটি দৃশ্য উপস্থাপন করো।
 - পিঠে খাতা-বই গোছানো, চুল আঁচড়ানো, টিফিন বাক্স নেওয়া, জলের বোতল ভরা, জুতো বা চপ্পল পরে স্কুলের জন্য বের হওয়া।

- তাদেরকে বিভিন্ন পশু ও পাখির অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করার সুযোগ দেবেন। তাদেরকে মূক অভিনয়ের মাধ্যমে সেই অঙ্গভঙ্গিগুলি করে দেখাতে বলবেন।
- দামশেরা ছবি দেখে পড়া বা মূক অভিনয়ের মতো বিভিন্ন খেলা পারিবারিক অনুষ্ঠান মূক অভিনয়ের মাধ্যমে করাবেন।

CG -1
C - 1.1
LO-04AE22

এসো, একটা খেলা খেলি!

আমি তোমার আয়না

দুই-দুইজনের জোড়া তৈরী করো। একজন হবে অভিনেতা এবং অন্যজন আয়না। অভিনেতা একটি কাজ করবে। যে বন্ধুটি আয়না হবে, তাকে ঠিক একই সময়ে একই কৃতি এবং মুখের অভিব্যক্তি করতে হবে।

নীচের ছবিটি দেখো। ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে চরিত্রগুলি নির্বাচন করো। দলবদ্ধভাবে সংলাপ উপস্থাপনের জন্য কাগজের মুখোশ ব্যবহার করো।

জঙ্গল বন্ধুদের ভ্রমণ

(পাত্র-গাছ, ময়ূর, হাতি, খরগোশ, বাতাস, বৃষ্টি, পাহাড়, সূর্য, জঙ্গল)

পাহাড় : আমি অনেক বছর ধরে নড়াচড়া না করে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

সূর্য : আমিই সূর্য। যখন আমি উদিত হই, আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

গাছ : আমি একটি বড়ো গাছ। সবাইকে ছায়া দিই।

হাতি : আমি আমার শুঁড় দিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা পাথর আর ডালপালা সরিয়ে দিয়ে সবাইকে সাহায্য করি।

ময়ূর : আমি আমার সুন্দর পালক মেলে নেচে বনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলি।

খরগোশ : আমি দ্রুত দৌড়াই। আমি গাজর খেতে ভালোবাসি!

বাতাস : আমি শীতল হাওয়া নিয়ে আসি। আমি সকলের জন্য আনন্দ বয়ে আনি।

বৃষ্টি : আমি জল দিই। তাই বন সবুজ থাকে।

জঙ্গল : এই জঙ্গল আমাদের এবং আমরা সবাই একে অপরের বন্ধু।



- দলগুলিকে বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য সংলাপ তৈরী করার এবং মুখোশ ব্যবহার করে সেগুলি পরিবেশন করার সুযোগ দেবেন।
- পশুদের অভিনয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের মুখোশ তৈরী করতে উৎসাহিত করবেন।
- পশু ও পাখিদের শব্দ এবং নড়াচড়া হুবহু অনুকরণ করতে তাদের নির্দেশনা দিন।

CG -3/4

C - 3.1/4.1

LO-04AE31/32
/37



জন্মদিনে উপহার হিসেবে পাওয়া কাগজের মুখোশগুলি এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ বা কার্ড দিয়ে মুখোশ তৈরী করো।

পশু ও পাখিদের উপর ভিত্তি করে মুখোশ ব্যবহার করে নির্বাচিত কাহিনীগুলি উপস্থাপন করো।

আমার কর্ম

- পাঠ্যবইয়ের যেকোনো একটি বিষয় থেকে একটি সংলাপ তৈরী করো, চরিত্র নির্বাচন করো এবং মুখোশ ও পোশাক ব্যবহার করে দলবদ্ধভাবে সংলাপটি উপস্থাপন করো।
- তোমার এলাকার পেশাদারদের পর্যবেক্ষণ করো এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নাও।
- পেশাজীবীদের সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতি নির্বাচন করে একটি মূকাভিনয় পরিবেশন করো।



৭. এসো, নাটকের প্রস্তুতি করি...



এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই অনেকবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছ, তাই না? শ্রেণীতেও আমরা পশু, পাখি, পরিবারের সদস্যদের আওয়াজ ও অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করেছি এবং মূক অভিনয় করেছি। এখন আমরা একটি বিশেষ উপলক্ষে পরিবেশন করতে যাচ্ছি। তোমরা কি প্রস্তুত?

উপস্থাপনার ধাপ

ও হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে, আমাদের অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। ঠিক যেমন আমরা যখন বাড়িতে বা স্কুলে কোনো অনুষ্ঠান করি, তখন পরিবারের সবাই একসাথে বসে ভাবে যে সেই অনুষ্ঠানের জন্য কী কী উপকরণ লাগবে? কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে? আর তাদের মধ্যে কে কোন কাজ করবে? অনুষ্ঠানের জন্য কী পোশাক পরতে হবে? আমরা এই ধরনের অনেক কিছুর পরিকল্পনা করি এবং তারপর আসল অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি শুরু করি। যখন সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে, তখন সেই অনুষ্ঠানটিও সুন্দরভাবে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানটি জন্মদিন হোক বা বিয়ে, পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি অপরিহার্য।

একইভাবে, নাটকের মাধ্যমে কোনো দৃশ্য উপস্থাপন করতে চাইলে প্রথমে আমাদের দৃশ্যটি বেছে নিতে হয়। দৃশ্যের বিষয়বস্তু বিবেচনা করে চরিত্রগুলি নির্ধারণ করতে হয়। কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে, সেটাও ঠিক করতে হয়। চরিত্রের জন্য উপযুক্ত পোশাক এবং দৃশ্য অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ করাও প্রস্তুতির একটি অংশ।

এর পাশাপাশি সংলাপ সূচস্তু ও অনুশীলন করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত অনুশীলনের পর আমরা মঞ্চে কার্যকরভাবে পরিবেশন করতে পারি।

এই সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি হলো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনের বিভিন্ন পর্যায়। সংযুক্ত চিত্রটি থেকে তুমি বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

সুতরাং এসো, একটি প্রসঙ্গ বেছে নিই এবং পরিস্থিতি উপস্থাপনের সমস্ত ধাপ অনুসরণ করে তা উপস্থাপন করি।



- প্রসঙ্গ উপস্থাপনের বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা কবরেন।

CG -2/3
C - 2.1/3.1
LO-04AE25/30



আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক মানুষের সাথে মেলামেশা করি। বাজারে গেলে একজন ক্রেতা সবজি বিক্রেতার সাথে কথা বলে। এই আলাপচারিতার মাধ্যমে আমরা কোনো জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করতে, তা নির্ধারণ করতে, লেনদেন করতে এবং নশ্রভাবে কথা বলতে শিখি। আজ আমরা একজন সবজি বিক্রেতা ও একজন ক্রেতার মধ্যকার আলাপচারিতা দেখবো।

প্রসঙ্গ- সবজির বাজার (সবজির বাজার নানা রকম সবজিতে পরিপূর্ণ)।

(চরিত্র- সবজি বিক্রেতা ও ক্রেতা)

- গ্রাহক : ও মাসিমা, তুমি আমাকে বেগুনটা কত দামে দেবে?
- সবজি বিক্রেতা : এই তাজা বেগুনগুলি দেখো! পাও কেজি মাত্র ৩০ টাকা। এগুলি আজ সকালেই পেড়ে আনা হয়েছে।
- গ্রাহক : আরে বাবা! গতকাল তো ২০ টাকা ছিল। আজ হঠাৎ করে এত বেড়ে গেল? দামটা একটু কমাতে পারো?
- সবজি বিক্রেতা : আরে বাপু, দেখো তো কত বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা মাঠ থেকে বেগুন পাচ্ছি না, তাই সেগুলির দাম একটু বেড়ে গেছে।
- গ্রাহক : ঠিক আছে, কিন্তু আমি সবসময় তোমার কাছ থেকেই কিনি। আমাকে ৫০ টাকায় আধা কেজি আর এই ধনেপাতাটাও ১০ টাকায় দাও।
- সবজি বিক্রেতা : (হেসে) আরে বাপু, আমরা ও ৬০ টাকায় পাই না! আচ্ছা, তোমার আর আমার মিলে ১৫ টাকায় এক আঁটি ধনে পাতা আর ৫৫ টাকায় বেগুন, সব আমাকে মোট ৭০ টাকা দাও।
- গ্রাহক : আচ্ছা এই ৭০ টাকাটা নাও। আচ্ছা, তুমি এই টেঁড়স কত দামে দেবে?
- সবজি বিক্রেতা : টেঁড়সের দাম প্রতি কেজি ৬০ টাকা। টেঁড়সগুলি খুব নরম, যদি নিতে চাও হাত লাগিয়ে দেখো।
- গ্রাহক : আমাকে আধা কেজি টেঁড়স দাও এবং হ্যাঁ, কাঁচা লঙ্কা আর কারি পাতা দিতে ভুলবে না!
- সবজি বিক্রেতা : হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুমি বলার আগেই আমি ব্যাগে লঙ্কা আর কারি পাতা ভরে দিয়েছি। এই নাও তোমার সবজি।
- গ্রাহক : ধন্যবাদ, মাসিমা। আমি আসছি।
- সবজি বিক্রেতা : এসো, অবশ্যই আবার এসো!

- ঘটনা উপস্থাপনার জন্য নির্বাচিত প্রসঙ্গী পড়িয়ে নেবেন।

CG-1
C-1.2
LO-04AE23

চরিত্র ও চরিত্রের পছন্দ –

এখন, যদি আমরা এই দৃশ্যটি উপস্থাপন করতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে এই দৃশ্যে কয়টি চরিত্র আছে। এই দৃশ্যে দুটি প্রধান চরিত্র আছে, সবজি বিক্রেতা এবং ক্রেতা। এই চরিত্রগুলি ঠিক করার ক্ষেত্রে, সবজি বিক্রেতা হলেন একজন বৃদ্ধ। ক্রেতা হলেন একজন মধ্যবয়সী পুরুষ। দৃশ্যের সংলাপ থেকে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ, এই দুটি চরিত্রের জন্য দুজন ছাত্রছাত্রী, একজন মেয়ে এবং একজন ছেলে, নির্বাচন করতে হবে। তাহলে বলো, তোমাদের মধ্যে ঠিক করো কে সবজি বিক্রেতা আন্টি এবং কে ক্রেতা হবে এবং তোমাদের সংলাপগুলি বলো। ততক্ষণে, এসো আমরা আরও প্রস্তুতি নিই।

এই চরিত্রগুলির কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা তাদের সংলাপগুলি ভালোভাবে অনুশীলন করবে, যাতে তারা সেগুলি সহজে বলতে পারে।

সাজপোশাক –

এখন যেহেতু চরিত্রগুলি ঠিক করা হয়ে গেছে, তাদের বয়স ও ভূমিকা বিবেচনা করবো। লক্ষণীয় যে, সবজি বিক্রেতা ক্রেতার চেয়ে বয়সে বড়ো একজন মহিলা হবে। সবজি বিক্রেতার পরনে ষড়ভুজ বা নয়ভুজ শাড়ি থাকবে। তার কপালে একটি বড়ো কুমকুমের টিপ, কোমরে টাকার থলে বা মানিবাগ এবং সামনে সবজির ঝুড়ি থাকবে।

ক্রেতা হলেন একজন মধ্যবয়সী পুরুষ, যিনি শার্ট ও প্যান্ট পরে আছেন এবং একটি শপিং ব্যাগ বহন করছেন। উপলক্ষ অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে হবে। নাটকের ভাষায় একেই সাজপোশাক বলা হয়।

রূপসজ্জা –

পোশাকের পাশাপাশি, দৃশ্যের উপস্থাপনাকে নিখুঁত করে তোলার জন্য মেকআপও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- নির্বাচিত চরিত্রটি একজন সবজি বিক্রেতা এবং তার বয়স একটু বেশি। অর্থাৎ তার চুলে কিছুটা পাক ধরেছে, ইত্যাদি। এখন তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করোছ যে, চরিত্রটির ভূমিকা অনুযায়ীই তার মেকআপ করা হয়।

এখন পর্যন্ত আমাদের বলা হয়েছে যে, অনুষ্ঠানের জন্য কিছু উপকরণ, অর্থাৎ পোশাক ও মেকআপের প্রয়োজন হবে। এসো, অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনের জন্য উপকরণগুলি বাছাই ও সংগ্রহ করার মাধ্যমে শুরু করা যাক।

- উপস্থাপনার জন্য নির্বাচিত প্রেক্ষাপট অনুযায়ী চরিত্র নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করবেন।
- উপলক্ষ অনুযায়ী রূপসজ্জা ও সাজপোশাক কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, তা নিয়ে আলোচনা করবেন।
- উপলক্ষ অনুযায়ী রূপসজ্জা ও সাজপোশাক বেছে নেওয়ার সুযোগ দেবেন।

CG -3

C -3.1/3.2

LO-04AE31/

34



উপকরণ নির্বাচন করা যাক

এখন, এই সবজি বিক্রেতা ও ক্রেতার পরিস্থিতিটি উপস্থাপন করতে আমাদের কী কী উপকরণের প্রয়োজন হবে?

দাঁড়িপাল্লা, সবজি, ছোটো ঝুড়ি, ব্যাগ, টাকা, মানিব্যাগ, শাড়ি ইত্যাদি। সুন্দর তালিকা বনিয়েছ।

তাহলে এসো, এই উপকরণগুলি সংগ্রহ করা শুরু করা যাক।

নাটক অনুযায়ী নিম্নলিখিত উপকরণগুলি ব্যবহার করো।



উপরোক্ত সামগ্রীর পর্যবেক্ষণ করে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলিতে শ্রেণিবদ্ধ করো এবং লেখো।

১. হাসপাতালের ঘটনা

২. রান্নাঘরের ঘটনা

৩. ক্লাসরুমের ঘটনা

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- নির্বাচিত পরিস্থিতি অনুযায়ী উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির তালিকা তৈরী করতে বলবেন।
- উপকরণ বাছাই করার সময়, সেগুলি প্রাকৃতিক বা পরিবেশবান্ধব হওয়া উচিত, সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করবেন।

CG -2/4
C - 2.1/4.1
LO-04AE25/
36

বিকল্প উপকরণ ব্যবহার

দেখো, আমরা প্রায় সবকিছুই প্রস্তুত করে ফেলেছি, কিন্তু উপস্থাপনার জন্য সব সবজি, দাঁড়িপাল্লা, ব্যাগ, টাকা-পয়সা নিয়ে আসা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে? না, তাই না? তাহলে এর একটা বিকল্প খুঁজে বের করা যাক।

এখন, তুমি যদি সবজি বিক্রেতার মতো বিভিন্ন সবজি দেখাতে চাও, তাহলে ভেবে দেখো কীভাবে সেগুলি দেখাতে পারবে।

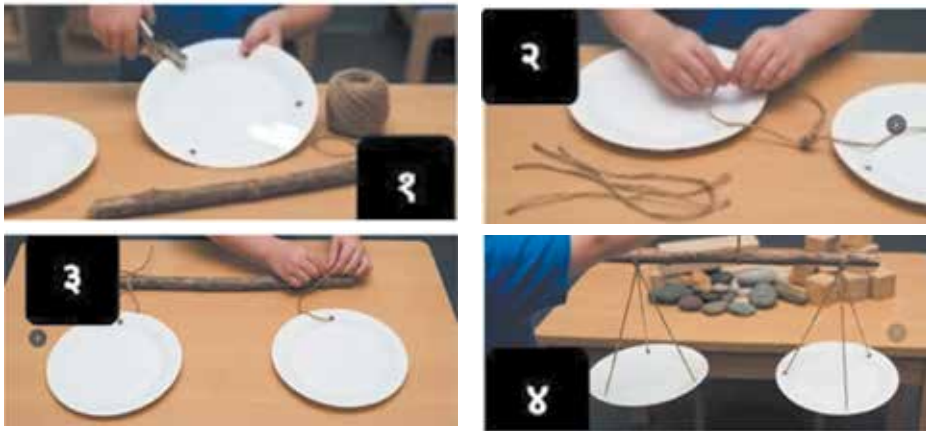
সবজি হিসেবে তুমি তোমার এলাকার গাছের রঙিন পাতা, ফুল, শাঁট এবং ঘাস ব্যবহার করতে পারো। এসো, খুচরা পয়সা হিসেবে চ্যাপ্টা পাথর সংগ্রহ করি, নোটের জন্য কাগজের টুকরো ব্যবহার করি। দেখো উপকরণগুলি তৈরী হোলো কি না? মজা হচ্ছে কি না! আমরা তো পুতুলের ‘ঘর-ঘর’ খেলায়ও একই রকম উপকরণ সংগ্রহ করি, তাই না?

বিভিন্ন সামগ্রী নির্মিতি

ওহ! আমি এই এলাকায় অনেক উপকরণ খুঁজে পেয়েছি। তাই আমি সেগুলির কিছু বিকল্প উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু আমি জানি না দাঁড়িপাল্লা হিসেবে কী বিকল্প উপকরণ ব্যবহার করব, তাই না?

তাহলে এসো, একটি দাঁড়িপাল্লা তৈরী করি।

এটা সহজ। আমরা বাজারে দাঁড়িপাল্লা দেখেছি। এর দুই পাশে দুটি দাঁড়িপাল্লা থাকে এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দণ্ড থাকে। এখন দাঁড়িপাল্লার জন্য দুটি কাগজের পাত্র নাও। দণ্ড হিসেবে একটি কাঠি নেও। এখন ছবিতে দেখানো ধাপগুলি অনুসরণ করে দাঁড়িপাল্লাটি প্রস্তুত করো। ওজন হিসেবে ছোটো, হালকা এবং বড়ো পাথর ব্যবহার করো। অর্থাৎ, অনুষ্ঠানটি করার জন্য যখন প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া যায় না এবং বিকল্প উপকরণও পাওয়া যায় না, তখন কিছু উপকরণ প্রস্তুত করে ব্যবহার করা যেতে পারে।



- প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া না গেলে বিকল্প উপকরণ বিবেচনা করবেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী কী কী বিকল্প উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে, তা আলোচনা করবেন।
- বিকল্প উপকরণ বেছে নেওয়ার সময়, সেগুলি প্রাকৃতিক বা পরিবেশবান্ধব কিনা তা অবশ্যই যাচাই করে নেবেন।

CG -2/3/4
C - 2.1/3.1/4.1
LO-04AE/25/
30 /36



উপকরণ সাজানোর সময়

দলে আলোচনার পর একটি দৃশ্য বা নাটক উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন করা হয়েছে। এসো, প্রাপ্ত উপকরণগুলি সংগ্রহ করে অনুশীলন শুরু করি। এছাড়া, এসো দেখে নেওয়া যাক উপস্থাপনার সময় মজার কিছু ঘটনার জন্য প্রত্যেকের কী কী মনে রাখা এবং কী কী এড়িয়ে চলা উচিত।

- উপাদানটি ব্যবহারে সহজ এবং হালকা হওয়া উচিত।
- তোমার কাছে যে উপকরণগুলি নেই, সেগুলির জন্য কাগজের ফালি বা কাঠির মতো জিনিস দিয়ে দেখতে একই রকম জিনিস তৈরী করে নেও।
- অনুশীলনের সময়ও এই উপাদানটি একইভাবে ব্যবহার করতে হবে, তাই খেয়াল রাখো যেন এটি ভেঙে না যায়।
- ধারালো ও সূচালো জিনিস ব্যবহার করার সময় আমাদের এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকা উচিত যাতে আমরা নিজেদের কেটে বা আহত না করি।
- অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই আমরা উপকরণগুলি গুছিয়ে রাখব, যাতে আমাদের শিল্পী বন্ধুরা সেগুলি যথাযথভাবে মঞ্চে নিয়ে আসতে পারে।
- সেগুলিকে মঞ্চের বাম ও ডান দিকে রাখতে হবে, কিন্তু এমন জায়গায় নয় যেখান থেকে দর্শকরা দেখতে পায়। উপকরণ দিয়ে অনুশীলন করার সময় শিক্ষক ও অন্যান্য বন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করো।
- অনুশীলনের পর সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে সঠিক জায়গায় রেখে দেওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।
- এই জিনিসটি নিয়ে অযথা খেলা করো না।

এখন তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, কোনো ঘটনাকে নাট্যরূপ দিতে হলে ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, সাহিত্য, পোশাক ও সাজসজ্জা বেছে নিতে হয় এবং পরিবেশনের আগে অনুশীলন করতে হয়। সুতরাং এসো, আমরা আগে পড়া ঘটনাটির জন্য প্রস্তুতি নিই এবং তা পরিবেশন করি।

শ্রেণীতে দৃশ্যকল্পটি অনুশীলন ও উপস্থাপন করার সময়, শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে বলো এবং প্রয়োজনীয় উন্নতির জন্য পরামর্শ নিতে বলবে। প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী উপস্থাপনাটিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনো এবং তা উপস্থাপন করো।

- পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগৃহীত বা প্রস্তুতকৃত উপকরণগুলি কীভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করবেন।
- উপকরণসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দেবেন।

CG -2/3/4

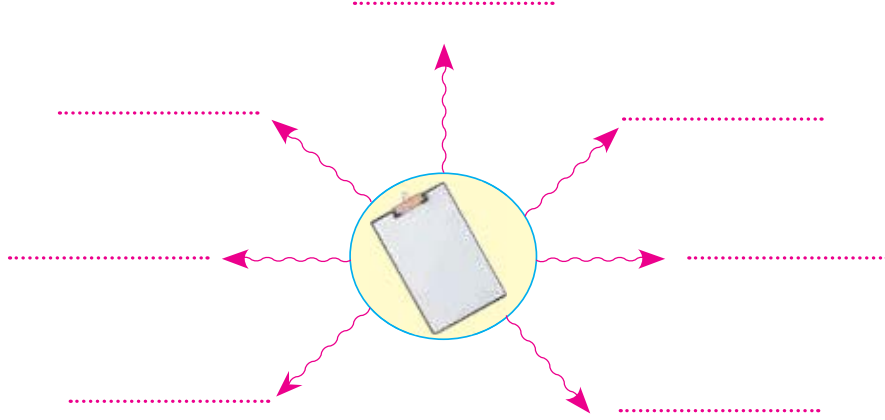
C-2.1/3.1/3.2/ 4.1

LO-04AE26/28/29

/33/34/36

আমার কৃতি

১) তোমার কাছে অবশ্যই একটি লেখার কলম থাকতে হবে। নাটকে আমরা কোন কোন বস্তু বদল করতে পারি, তা এটি দিয়ে লিখে রাখো।



২) পাঠ্যবই থেকে যেকোনো একটি ঘটনা বেছে নাও এবং উপস্থাপনার ধাপগুলি অনুসরণ করে একসাথে উপস্থাপন করো।

- উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উপলব্ধ না থাকলে, দেখতে একই রকম বস্তু কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে তা আলোচনা করবেন এবং সেই অনুযায়ী সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ দেবেন।
- একই বস্তু ব্যবহারের বিভিন্ন উপায় আলোচনা করবেন।

CG -2/3

C - 2.1/3.1/3.2

LO - 04 AE 25 /

26/30/29/31/33

/36



৮. এসো, রঙ্গমঞ্চে যাই...



এসো, এই গল্পটি পাড়ি এবং উপস্থাপন করি।



ভরতপুর নামে একটি নগর ছিল। সেই নগরে বিজয় সিং নামে এক রাজকুমার বাস করতেন। তিনি খুব সাহসী ছিলেন। একদিন তিনি একা বনে যাওয়ার কথা ভাবলেন। সকালে মোরগ ডাকার সাথে সাথেই রাজকুমার ঘুম থেকে উঠলেন। তিনি স্নান করে তৈরী হলেন। তিনি তাঁর তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর ঘোড়াটি নিয়ে ধীরে ধীরে ভরতপুর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এখন শহর শেষ হয়ে গেছে। বিজয় সিং তাঁর ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলেন। মাঠ শেষ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বন শুরু হলো। এক জায়গায়, বিজয় সিং তাঁর ঘোড়াটিকে একটি

গাছের সাথে বেঁধে পায়ে হেঁটে বনের দিকে রওনা দিলেন। পাতার মর্মর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যতই এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বাতাসের গতি ততই বাড়ছিল। ঝড় বইতে শুরু করল। গাছের ডালপালা কাঁপতে লাগল। শুকনো গাছগুলি ঝরে পড়তে লাগল। বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। হঠাৎ একটি বিশাল কুৎসিত দৈত্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। সে বলল, রাজকুমার, আমি আপনায় কোনো ক্ষতি করব না। কিন্তু আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। এটা একটা মায়াবী জঙ্গল। আপনি এখানে টিকতে পারবেন না, এমনকি আপনার তরবারিও কিছু করতে পারবে না। ঐ জাদুকর আসার আগেই আপনার দ্রুত ফিরে যাওয়া উচিত।

কিন্তু বিজয় সিং ভয় পেলেন না। তিনি কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় দৈত্য অদৃশ্য হয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। একে একে বনের গাছগুলি অদৃশ্য হতে লাগল। ধীরে ধীরে পুরো বনটাই অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সেখানে একটি জনশূন্য ফাঁকা, অনুটর জমি দেখা দিল। বিজয় সিং যেখানে ঘোড়াটি বাঁধা ছিল সেখানে ছুটে গেলেন। বিজয় সিং ঘোড়াটিকে চাবুক মেরে ভরতপুরের দিকে রওনা দিলেন। ঘোড়াটি জোরে হেঁসে চলতে লাগল। রাজকুমার নিরাপদে শহরে পৌঁছালেন।

- দলের ছাত্রছাত্রীদের পালাক্রমে গল্পটি বলার সুযোগ দেবেন। এই গল্পে কেস স্টাডি উপস্থাপনে উৎসাহিত করো।
- সঙ্গীত তৈরীর সরঞ্জাম খুঁজে পেতে তাদের নির্দেশনা দেবেন।

CG -2

C - 2.2

LO-04AE27

বাচ্চারা, গল্পটা তোমাদের কেমন লাগলো? তোমরা কি গল্পটা মনোযোগ দিয়ে পড়েছো? এখন, গল্পটা বলার সময় এসো এতে থাকা শব্দগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করি, যাতে গল্পটা যতটা সম্ভব বাস্তব মনে হয়। তার আগে এসো, এই গল্পে থাকা শব্দগুলির একটি তালিকা তৈরী করি।

গল্পটিতে ব্যবহৃত হওয়া শব্দগুলির তালিকা

.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

এই সব শব্দ তৈরী করতে কী ব্যবহার করা যেতে পারে? আমরা আমাদের মুখ দিয়ে কিছু শব্দ তৈরী করতে পারি। আমরা পরিবেশের বস্তু ব্যবহার করেও কিছু শব্দ তৈরী করতে পারি। দেখো কোন কোন বস্তু দিয়ে আমরা এই শব্দগুলি তৈরী করতে পারি। তোমার খাতায় সেগুলির একটি তালিকা তৈরী করো।

দল থেকে একজন সবাইকে গল্পটি জোরে বলবে এবং দলের অন্য ছেলেমেয়েরা চারপাশের জিনিসপত্র ব্যবহার করে গল্পটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করবে। এসো অনুশীলন করি এবং বন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনি। এসো আবার উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত হই।

এই সমস্ত বিষয় মাথায় রাখলে, বিষয়বস্তু নিয়ে অনুশীলন দারুণ হবে এবং উপস্থাপনা সহজ ও আকর্ষণীয় হবে।

- শ্রেণীকক্ষে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি তুলে ধরে একটি উপস্থাপনা করত বলবন। অন্য শিশুদের এর উপর পরামর্শ ও মতামত দিতে বলবেন। প্রাপ্ত পরামর্শগুলি অনুসরণ করে তাদের পুনরায় উপস্থাপনা করার সুযোগ দেবেন।
- উপস্থাপনার বিভিন্ন ধাপের গুরুত্ব বোঝার জন্য, নানা অনুষ্ঠানে দলগতভাবে একক উপস্থাপনা করার সুযোগ দেবেন।

CG -2
C - 2.1
LO-04AE27
04AE28
04AE29



প্রযুক্তিগত উপাদান সনাক্তকরণ

শিল্পী যিনি শিল্পকলা পরিবেশন করে থাকেন তিনি,
মঞ্চ বা প্ল্যাটফর্মটি এখন একটি রঙ্গমঞ্চ হবে।
নাটকে অভিনেতাদের বলা হয় পাত্র,
অনুশীলন মানে প্রাক্তিস করা দিবারাত্র।
মঞ্চটি বিভিন্ন আলো দিয়ে আলোকিত করা হয়,
তাই আলোকসজ্জাটি ভালোভাবে লক্ষ্য হয়।
আমরা যে চরিত্রে অভিনয় করি, সেই অনুযায়ী পোশাক পরি,
নাটকের ভাষায় একে সাজপোশাক বলি।
এসো মুখে রঙ মাখি, সাজগোজ করতে বসি,
নাটকের আগের এই কাজটিকেই বলা হয় সাজগোজ।
হেয়ারড্রেসিং মানে নতুন কোনো চুলের স্টাইল করে দেখা,
এবং হেয়ারপিস মানে মাথায় পরচুলা পরা।
সংলাপ বলার সময় পটভূমিতে সঙ্গীত শোনা যায়,
নেপথ্য সঙ্গীত পরিস্থিতিকে আরও বাস্তব করে তোলে।
মঞ্চে/নাটকে ব্যবহৃত সমস্ত উপকরণই
সাজসরঞ্জামের অন্তর্ভুক্ত।
এই সবকিছুই অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত,
এখন আমরা কারিগরি দিকটির সঙ্গে পরিচিত হব।

– অমল যাদব



নাটকে ব্যবহৃত কারিগরি দিকগুলির সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ক্রমান্বয়ে আমরা এই সমস্ত কারিগরি দিক ব্যবহার করব। এখন একটি ঘটনা দেখা যাক।

- কবিতার মাধ্যমে কারিগরি দিকগুলি তুলে ধরবেন।
- শিক্ষার্থীদের কারিগরি দক্ষতা ব্যবহার করে পরিবেশন করার সুযোগ দেবেন।

CG -3

C - 3.2

LO-04AE34

প্রসঙ্গ

রাজু, সুলতানা ও রিতা মাঠে খেলছিল। খেলতে খেলতে তারা একটি পঞ্চাশ টাকার নোট পেল। সুলতানা নোটটি তাদের দুজনকেই দেখাল। তারা চারপাশে তাকিয়ে দেখল, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তাই তারা বুঝতে পারল না নোটটি কার। রাজু বলল, যখন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, তাহলে ধরে নিই এই টাকাটা আমাদের। সে রাস্তার ওপারের একটি দোকানে গিয়ে কিছু খাওয়ার প্রস্তাব দিল। কিন্তু রিতা রাজি ছিল না। সে ভয় পেয়েছিল। সুলতানাও রাজুকে না বলে দিল, অন্যের টাকা কেন নেব? যা আমাদের নয়, তার উপর আমাদের কোনো অধিকার নেই, এবং সবাই মিলে ক্লাসরুমের ম্যাডামকে টাকাটা দিয়ে দিল। পরের দিন, প্রার্থনার সময়, তাদের জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়েছিল নোটটি কার, এবং যারই হোক না কেন, সে নিজের পরিচয় দিয়ে নোটটি নিয়ে নেবে।

এই দৃশ্যে রাজু, সুলতানা, রিতা এবং ম্যাডাম নামে চারজন ব্যক্তি আছেন। অর্থাৎ, চারটি চরিত্র আছে। এখন এই চরিত্রগুলির জন্য সংলাপ তৈরী করা যাক, যাতে আমরা দৃশ্যটি উপস্থাপন করতে পারি।

সংলাপ

(রাজু, সুলতানা ও রিতা মাঠে খেলছে।)

রাজু - ধরো, ধরো, এটা ধরো।

সুলতানা - দাঁড়াও, তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমাকে ধরতে পারব না? কিন্তু তার আগেই রিতা কে আউট করছি।

রিতা - কেন? আমাকে আউট করবে? করে দেখাও।

সুলতানা - হ্যাঁ, আমি করব, তাও আবার তোমাদের দুজনকে।

রাজু - এই, এদিকে। দেখ, আমি কী পেয়েছি।

রিতা - কী পেলে?

রাজু - দেখো, এটা কী।

সুলতানা - হায় ভগবান! পঞ্চাশ টাকার নোট।

রিতা - এটা কার? এখানে এলো কি ভাবে?

রাজু - আমি জানি না, আর আশেপাশে কাউকে দেখিনি। সব বাচ্চারা শ্রেণীতে চলে গেছে। আমার মনে হয়, আমাদের এই নোটটা নিয়ে রাস্তার ওপাশের দোকানটা থেকে কিছু খাবার কিনে নেওয়া উচিত।

সুলতানা - না বাবা, আমরা কেন অন্যের টাকা নেব? যে জিনিসের ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই, তা কেন নেব? আমি তোমাদের সাথে যাব না।

রিতা - সুলতানা যা বলছে তা সত্যি। আমি অন্যের টাকায় কেনা খাবার খাব না।

- প্রেক্ষাপট অনুযায়ী চরিত্র, ঘটনা ও পর্যায়গুলির যথাযথ ব্যবহার করাবেন।
শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে একটি উপস্থাপনা তৈরী করাবেন।

CG -3

C - 3.2

LO-04AE33



রাজু- ওহ, তাহলে এই পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আমরা কী করব?

সুলতানা, এসো এই টাকাটা আমার ম্যাডামকে দিই।

রিতা - হ্যা চলো, শ্রেণীতে যাই।

(সবাই ম্যাডামের কাছে যায়।)

ম্যাডাম - কী খবর, বাচ্চারা? তোমরা এখানে কেন?

সুলতানা- ম্যাডাম, আমরা এই টাকাটা মাঠে পেয়েছি। আমরা এটা আপনাকে দিতে এসেছি।
ম্যাডাম, আমরা জানি না এই টাকাটা কার। আমরা কাল প্রার্থনার সময় সব বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করব। যার টাকাটা হবে, সে নিজের পরিচয় দিয়ে তা নিয়ে যাবে।

ম্যাডাম - তোমরা সত্যিই সৎ ছাত্রছাত্রী। আমাদের স্কুলে তোমাদের মতো ছাত্রছাত্রী জন্য।
আমরা গর্বিত।

এটি শ্রেণীকক্ষেই পরিবেশন করা যেতে পারে, যার জন্য আমাদের একটি থিয়েটার তৈরী করতে হবে। এর জন্য, আমরা বেঞ্চগুলির বিন্যাস কিছুটা পরিবর্তন করব এবং বোর্ডের সামনের জায়গাটি খালি করে দেবো, যাতে চরিত্রদের নড়াচড়া করার এবং আসা-যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে। আমরা শিশুদের শরীরের আকৃতির একটি পর্দা তৈরী করব যখন পর্দাটি একপাশে সরানো হবে, তখন শিশুরা ডানে-বামে চলাচল করবে এবং পরিবেশনাটি করা যাবে।

আলোক পরিকল্পনা প্রকৃতি

আমরা গল্পটা বেছে নিলাম। আমরা এর জন্য সংলাপ তৈরী করলাম। আমরা চরিত্রগুলি বেছে নিলাম এবং অনুশীলন শুরু করলাম। আমরা এর জন্য উপযুক্ত সঙ্গীত দেওয়ার উপকরণও বেছে নিলাম। এবার আমরা চরিত্রগুলিকে যথাযথ পোশাক পরিয়ে অনুশীলন শুরু করলাম। আমরা আমাদের বন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু পরিবর্তন আনলাম এবং এখন আমরা শ্রেণীকক্ষে আমাদের নিজস্ব থিয়েটার তৈরী করে তার অনুশীলন শুরু করেছি। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নাটকে বা সেই পরিস্থিতিতে রাত, সকাল এবং বিকেলের সময় দেখাতে হবে, তাহলে কী করবে?

এর জন্য একটা কৌশল করা যাক। শ্রেণীকক্ষের দরজা ও জানালা বন্ধ করে দাও যাতে রাত মনে হয়। এতে অন্ধকার হয়ে যাবে এবং তুমি রাত দেখতে পাবে। যখন দরজা-জানালাগুলি ধীরে ধীরে খুলবে, তখন ভোর হবে। যখন পুরোপুরি আলো এলো, তখন সকাল।

তারপর, একইভাবে ধীরে ধীরে দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করে দিলে, আমাদের নাটকে রাত হয়ে যাবে।

- উপস্থাপনায় মানব অঙ্গসংস্থানবিদ্যা যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন।
- মঞ্চে প্রাকৃতিক আলোর জন্য শ্রেণীকক্ষের দরজা ও জানালার ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের তথ্য দেবেন।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি কেস স্টাডি বেছে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনা করার সুযোগ করে দেবেন।

CG -3/4
C - 3.2/4.1
LO-04AE33/
34 /35/36

মনে রাখো

ব্ল্যাক আউট

নাটকের দুটি দৃশ্যের মাঝে কয়েক সেকেন্ডের জন্য মঞ্চ অন্ধকার থাকে, তারপর আবার আলো জ্বলে ওঠে এবং পরবর্তী দৃশ্য শুরু হয়। মাঝের এই অন্ধকার সময়কালকে নাট্য পরিভাষায় ব্ল্যাকআউট বলা হয়।



আমার কৃতি

১. পাঠ্যবই থেকে একটি দৃশ্যকল্প বেছে নাও এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি সংলাপ তৈরী করো। প্রয়োজনীয় উপকরণ, পোশাক, শব্দ ও আলোকসজ্জা ব্যবহার করে একটি দলগত উপস্থাপনা দাও।

ਸਾਜ਼ੀਤ





৯. এসো, সবাই গান গাই...



আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের গান শুনি। যেমন- স্কুলে প্রার্থনা করার সময়, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময়, অন্তাষ্করী খেলার সময়। এমনই কিছু চমৎকার গানের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি। তাহলে এসো, সবাই মিলে গাই, নাচি এবং উপভোগ করি!

পরিচিত সঙ্গীত

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেবী সরস্বতীকে শুধু জ্ঞানেরই নয়, সকল চারুকলারও জননী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং প্রাচীন পরম্পরা অনুযায়ী কোন শিক্ষা-কার্য বা সাংস্কৃতিক অনুশীলন বন্দনার সঙ্গে শুরু করা হয়। এসো, দেবী সরস্বতীর উদ্দেশে একটি বন্দনার মাধ্যমে শুরু করা যাক।

নমস্তে শারদে দেবী, সরস্বতী মতিপ্রদে।

বস ত্বং মম জিহ্বাগ্রে, সর্ব বিদ্যা প্রদাভব।

(অর্থ) : হে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দেবী সরস্বতী, আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার জিহ্বার অগ্রভাগে অধিষ্ঠান করো এবং আমাকে সর্বপ্রকার বিদ্যা দান করো।

নমস্তে শারদে দেবী, বীণাপুস্তক ধারিণী।

বিদ্যারংভং করিষ্যামি, প্রসন্না ভব সর্বদা ॥

(অর্থ) : হে দেবী শারদা, যিনি হাতে বীণা ও গ্রন্থ ধারণ করে, তোমাকে আমার প্রণাম। আমি এখন আমার পড়াশোনা শুরু করতে যাচ্ছি। অতএব, অনুগ্রহ করে সর্বদা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকে।



- সরস্বতী বন্দনা ছন্দে ছন্দে অনুশীলন করবেন।
- সরস্বতী বন্দনা উপস্থাপনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- প্রথম পৃষ্ঠার কিউ-আর কোডটি স্ক্যান করো এবং সুরও তাল সহ অনুশীলন করো।

CG - 1

C - 1.1

LO-04AE40

দেশাত্মবোধক গান

আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম, সাহস ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হয়। তাই এসো, আমরা এমন দেশাত্মবোধক গান শুনি এবং করতালির সাহায্যে তালে তালে গাই।

উঠা রাষ্ট্রবীর হো

উঠা রাষ্ট্রবীর হো, সজ্জ ব্হা, উঠা চলা,
সশস্ত্র ব্হা, উঠা চলা, উঠা রাষ্ট্রবীর হো ॥১॥

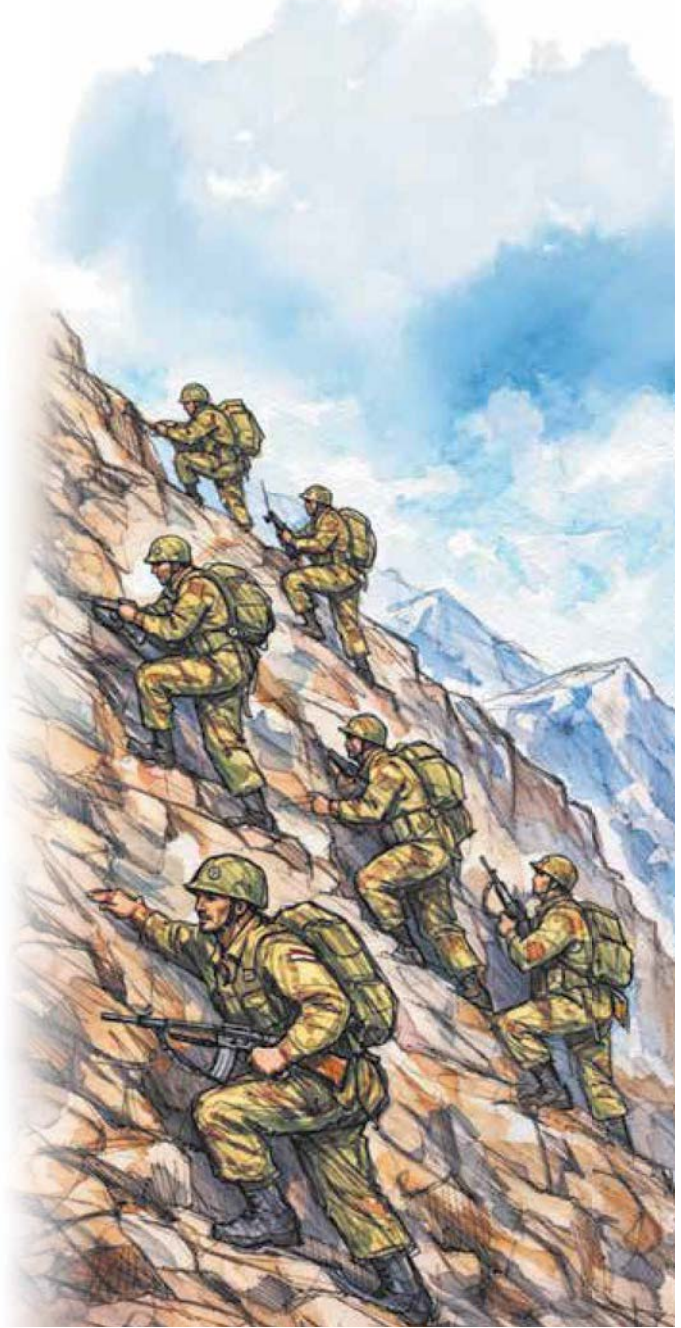
যুদ্ধ আজ পেটলে, জবান চাললে পুটে,
মিলুন সর্ব শত্রুলা ক্ষণাত চারু যা খড়ে
একসঙ্ঘ হোউনী লঢ় চলা, লঢ় চলা
উঠা উঠা, চলা চলা ॥১॥

বায়ুপুত্র হোউনী ধরু মুঠীত ভাস্করা
হোউনী অগস্তীহী পিউন টাকু সাগরা
রামকৃষ্ণ হোউ যা, সমর্থ হোউ যা চলা
উঠা উঠা, চলা চলা ॥২॥

চন্দ্রগুপ্ত বীর তো ফিরুন আজ আঠবু
শূরতা শিবাজীচী নসানসান্ত সাঠবু।
দিব্য হী পরম্পরা, অখণ্ড চালবু চলা
উঠা উঠা, চলা চলা ॥৩॥

যজ্ঞকুণ্ড পেটলে প্রচণ্ড হে সভোবতী
দুষ্ট শত্রু মারুনী তয়াত দেউ আহতী
শ্রীদেবভূমী হী অজিন্য, দাখবু জগা চলা
উঠা উঠা, চলা চলা ॥৪॥

কবি - রবিন্দ্র ভট্ট



- দেশাত্মবোধক দলীয় গান ছন্দে ছন্দে গাওয়া উচিত।
- জাতীয় ঐক্যের গুরুত্বের ওপর জোর দেবেন।
- করতালির ভিত্তিতে তাল দেবার জন্য বলুন এবং তাদের দিয়ে গান গাওয়ান।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করো এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করায়ো নেবেন।

CG-1
C- 1.1/1.2
LO-04AE41
/42

প্রকৃতির গান

বৃষ্টিতে ভিজতে কার ভালো লাগে? বৃষ্টি হলে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠি, তখন আমরা কী করি? আজ আমরা অভিনয়ের সাথে বৃষ্টি নিয়ে এই গানটি গাইব।

ধোয় ধোয় পাউস

ধীত্ৰা ত্ৰা, ধীত্ৰা ত্ৰা, ধীত্ৰা ত্ৰা ধীত্ৰা
ধোয় ধোয় ধোয় ধোয়
পাউস পডত্ৰোয় রে।
ধীত্ৰা ত্ৰা, ধীত্ৰা ত্ৰা
মারুয়া মনীচা মোর কসা মাচত্ৰোয় রে
তকিট থা, তকিট থা ॥১॥

পাউস রানাত, পাউস পানাত
পাউস বারু্যাত, ডোঙ্গর-দরু্যাত
টেরেস, বান্ধনী ভিজবুন জাত্ৰোয় রে ॥১॥

বিন্ন্মাড পাউস, বেল্হাল বাটত্ৰো
নদীত তুফান দুথডী বাহত্ৰোয়
রেনকোট নসতানা পাউস গাঠত্ৰোয় রে ॥২॥

মুসলখারানী পডত্ৰো পাউস
বাকডাতিকডা কোসলত্ৰো পাউস
চারহী দিশানী পাউস ঝোডত্ৰোয় রে ॥৩॥

কবি - চারুতা প্রভুদেসাঈ



- অভিনয়ের সঙ্গে সাথে গানটির অনুশীলন করাবেন ।
- সকলের অংশগ্রহণে, অভিনয়ের সঙ্গে গানটি ছন্দোবদ্ধভাবে পরিবেশন করাবেন ।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করো এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করোবেন

CG - 1

C - 1.1

04AE40/ 41



এসো, আরও কিছু পরিচিত গান গাই

প্রার্থনা

তু বুদ্ধি দে, তু তেজ দে, নবচেতনা বিশ্বাস দে
জে সত্য সুন্দর সর্বথা আজন্ম ত্যাচা ধ্যাস দে ॥১॥

হরবলে আভাল জ্যাঞ্চে, হো তয়ান্চা সোবতী
সাপডেনা বাট জ্যালা হো তয়ান্চা সারথী
সাথনা করিতী তুবী জে নিত্য তব সহবাস দে ॥১॥

জাণবায়ী দুর্বলান্চে দুঃখ আণি বেদনা
তেবত্যা রাহো সদা রম্ভ তুনী সংবেদনা
ধমন্যান্তল্যা রুধিরাস যা খল ভেদগ্যাচী আস দে।
সামর্থ্য যা শব্দাস আণি অর্থ যা জগগ্যাস দে ॥২॥

সন্মার্গ আণি সন্মতী লাভো সদা সৎসঙ্গতী
নীতী না হী ভ্রষ্ট হো জরী সংকটে আলী কতী
পঞ্জাত ইয়া বল দে নবে, ঝোপাবগ্যা আকাশ দে ॥৩॥

কবি - গুরু ঠাকুর



- বিভিন্ন ধরনের গান শুনিye সেগুলির মধ্যে পার্থক্য বোলবেন।
- বিভিন্ন গান অনুশীলন করায়ে এবং সবাইকে পরিবেশন করার সুযোগ দেবেন।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করায়ে সুর-তাল সহ অনুশীলন করোবেন।

CG - 1

C - 1.1

LO-04AE40

বালগীত-শালেলা ছান ছান বনবায়চং

সার্থানী মিলুন ঠরবায়চং
শালেলা ছান ছান বনবায়চং ॥১॥
করায়চা নাহী কাগদ-কচরা
শালেচা চেহরা ঠেবায়চা হাসরা
ঝাডা-ফুলানী নটবায়চং ॥১১॥
থেষ থেষ পাণ্যাচা বাচবায়চা
জপায়চা আণি সাচবায়চা
তাঈদাদালা সাংগায়চং
শালেলা ছান ছান বনবায়চং ॥২২॥

কবি - রাজেন্দ্র সোমবংশী



অভঙ্গ

বৃক্ষবল্লী আম্হা সোয়রী বনচরে। পক্ষী হী সুস্বরে আলবিতি ॥১॥
য়েণে সুখে রুচে একান্তাচা বাস। নাহী গুণদোষ অঙ্গা ইয়েত ॥১১॥
আকাশ মণ্ডপ পৃথিবী আসন। রমে তেথে মন ক্রীড়া করী ॥২২॥
কহ্না, কমণ্ডলু দেহ উপচারা। জাণবিতো বারা অবসর ॥৩৩॥
হরিকথা ভোজন পরবতী বিস্তার। করোনি প্রকার সেবু রুচী ॥৪৪॥
তুকা ম্হণে হোয় মনাসী সংবাদ। আপুলাচি বাদ আপণাসী ॥৫৫॥

- সন্ত তুকারাম



দলে দলে বিভিন্ন গানের ধারা নিয়ে আলোচনা করো এবং সেগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করো।

- শিক্ষার্থীদের গানটির ভালো-মন্দ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করে সুর-তাল সহ অনুশীলন করাবেন।

CG-1/2

C- 1.1/2.2

LO-04AE40

/45



১০. একক, দ্বৈত ও সমূহ গান...



ছবিতে থাকা গানটির ধরন শনাক্ত করো।



যখন আমরা একা কোনো গান গাই, তখন তাকে ‘একক গান’ বলা হয়। যখন দুজন মিলে কোনো গান গায়, তখন তাকে ‘দ্বৈত গান’ বলা হয়।

এসো, এমন কিছু একক ও দ্বৈত গান উপভোগ করি!

একল গীত

মারু বেড়ুকউডী গড্যামো, ঘালু যা লংগডী।
লপাছপী খেলতা দেউ যা, ঝাডামাগে দডী!
সুট্টী লাগলী, সরলী শালা
কোণ পহাটে উঠতো খুলা!
“অভ্যাসালা বসা!” কুণী না ওরডতে, ঘডীঘডী ॥১॥

গাবাবাহের বাহে নদী
ঝাডে বঘতী পাণ্যামধী
সলসলগার্যা লাটামখে, ঘেইল কোণী বুডী? ॥২॥

কুণী পাডতীল চিন্চা-বোরে,
এক আকডা মলাহী দে রে।
ঝাডাখালী কুণী বাপডা, লাবীল লাডীগোডী! ॥৩॥

গীত - শান্তা শেলকে



মনে রাখো :

একজন ব্যক্তি যে গান করেন তাকে একক গান এবং দুইজন ব্যক্তি যে গান করেন তাকে দ্বৈত গান বলা হয়।

- ছাত্রছাত্রীদের সাথে একক ও দ্বৈত গান নিয়ে আলোচনা করো।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করে সুর-তাল সহ অনুশীলন করাবেন।

CG -2
C - 2.1
LO-04AE43



একল গীত

চন্দারাণী, চন্দারাণী,
কা গং দিসতেস থকল্যাবাণী ॥ধু॥

শালা তে ঘর, ঘর তে শালা
আম্হাঁ ইয়েতো কন্টানা।
রাত্রভর তু চাল চালসী
দিবসা তরী মগ কোঠে নিজসী? ॥১॥

বারা-বাদল ছপ্নন বেলা,
থারা নাই আভালা,
কসা গড়ে তু তোল রাখিসী,
পুঢ়তী পুঢ়তী পায় টাকিসী ॥২॥

কাঠী দেখিল নসতে হাতী,
থোড়ী নাই বিশ্রান্তী,
চঢ়তী কৈসী, কশী উতরসী,
নিল্যা ডোঙ্গরী অখণ্ড ফিরসী ॥৩॥

বাডা, ঘরকুল, ঘরটে নাই,
আই নাই অঙ্গাঙ্গী।
ম্হণুনিচ কা তু অবচিত দডসী,
লিহ্নামাগে জাউন রডসী ॥৪॥

কবি - গ. দি. মাদগুলকর

একক গানের উদাহরণ -

- | | |
|--------------------------|--|
| ১) ধনধান্য পুষ্পভরা | ২) আমি প্রজাপতি হয়ে গেছি, আমি প্রজাপতি হয়ে গেছি। |
| ৩) এক হও, দুই হও, চার হও | ৪) গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ। |

- হাততালির সাহায্যে ছন্দে একক গানটি অনুশীলন করাবেন।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করাবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করাবেন।

CG-1/2
C- 1.1/2.1
LO-04AE41
/43

যুগলগীত “আলা আলা বারা

আলা আলা বারা, সঙ্গে পাবসাচ্যা ধারা
পাঠবণী করা সয়া, নিঘাল্যা সাসুরা ॥১॥

নব্যা নবতীচং বাঈ লকাকতং রূপ
মাখলং গং উন, জগু হলদীচা লেপ
ওঠী হসু, পাপগীত আসব বারা ॥১॥

আজবরী যান্না কতী জপলং জপলং
কালজাচং পাণী কতী শিম্পলং শিম্পলং
চেতবুন প্রাণ যান্না দিলা গং উবারা ॥২॥

য়েগলী মাতি, আতা গং য়েগলী দুনিয়া,
আভালাচী মায়া বাঈ, করীল কিময়া।
ফুললং বাঈ পাবসানং মুলখ গং সারা ॥৩॥

কবি - সুধীর মোঘে

- দ্বৈত সঙ্গীতটি তাল ও সুরসহ অনুশীলন করিয়ে পরিবেশন করতে বলবেন।
- ছাত্রছাত্রীদের সাথে দ্বৈত সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করবেন।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করাবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করাবেন।

CG-2

C - 2.1/2.2

LO-04AE44

/45



যুগলগীত

নাহী খর্চলী কবডীদমডী,
নাহী বেচলা দাম
বিকত যেতলা শ্যাম,
বাঈ মী বিকত যেতলা
শ্যাম! ॥ধৃ॥

কুণী ম্হণে হী অসেল চেরী
কুণা বাটতে অসে উধারী
জন্মভরীচ্যা শ্বাসাইতুকে, মোজিয়লে হরিনাম!

বাল গুরাখী যমুনেবরচা
গুলাম কালা সন্তাঘরচা
হাচ তুক্যাচা বিঠঠল আণি দাসাচা শ্রীরাম

জিতকে মালক তিতকী নাবে
হৃদয়ে তিতকী যাচী গাবে
কুণী ন ওলখী তরীহী ইয়ালা দীন অনাথ অনাম!

গীত - গ. দি. মাদগুলকর



যুগল উদাহরণ :

- ১) আমার পরা যাহা চায়
- ২) পূর্বে অনুষ্ঠিত লেজওয়ালা প্রাণীদের সভা
- ৩) একটা ঝাঁকুনি... ভগ্ন হৃদয়ের একটা ধুকধুকানি
- ৪) তুমি একা থাকতে ভয় পেতে, তাই না? আমারও তাই মনে হয়েছিল, মা... তাই আমি তোমাকে ছেড়ে দূরে যাইনি।

- ছন্দে দ্বৈতগানটি অনুশীলন করবেন এবং তারপর পরিবেশন করতে বলবেন।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করবেন।

CG -1/2
C - 1.1/2.1
LO-04AE40
/44

সমূহ গীত

স্কুলে আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে যখন আমরা প্রার্থনা সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং রাজ্য সঙ্গীত গাই, তখন আমরা সবাই এক সুরে, ছন্দে গাই, তাই না? তিন বা ততোধিক ব্যক্তি একসাথে যে গান গায়, তাকে দলগত গান (সমূহ গীত) বলা হয়। দলগত গান সহযোগিতার অনুভূতি বাড়ায় এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। তাই এসো, কিছু দলগত গান উপভোগ করা যাক।

শূর আম্হী সরদার...

শূর আম্হী সরদার আম্হালা কায় কুগাচী ভিত্তি?
দেব দেশ অন্ ধর্মাপরীং প্রাণ যেতলং হাতী! ॥১॥

আইচ্যা গর্ভাত উমগলী বুঞ্জারাচী রীত
তলবারীশী লগীন লাগলং জডলী ইয়েডী প্রীত।
লাখ সংকটং ঝেলুন ঘেইল অশী পহাডী ছাতী! ॥১॥

জিঙ্কাবে বা কাটুন মরাবং হেংচ আম্হালা ঠাং
লটুন মরাবং মরুন জগাবং হেংচ আম্হালা ঠাং
দেশাপায়ী সারী বিসরু মায়া-মমতা-নাতি! ॥২॥



গীত - শান্তা শেলকে



য়া ভারতাত বন্ধুভাব...

য়া ভারতাত বন্ধুভাব নিত্য বসু দে, দে বরচি অসা দে
হে সর্ব পত্ন-সম্প্রদায় এক দিসু দে, মতভেদ নসু দে ॥

নান্দোত সুখে গরীব-অমীর এক মতানী
মগ হিন্দু অসো খ্রিস্টন বা হো ইসলামী
স্বাভিন্য-সুখা যা সকলামাজি বসু দে
দে বরচি অসা দে ॥

গীত - রাষ্ট্রসন্ত তুকডোজী মহারাজ

- দলগত গান নিয়ে আলোচনা করো।
- বিভিন্ন দলীয় সঙ্গীতকে ছন্দের অনুষ্ঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে অভ্যাস করাবেন।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করাবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করবেন।

CG-2

C - 2.1

LO-04AE44



আমার কৃতি

১) তোমার পছন্দের একক গানগুলির একটি তালিকা তৈরী করো। তোমার প্রিয় গানটি অনুশীলন করে শ্রেণীতে উপস্থাপন করো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২) তোমার পছন্দমতো একটি দ্বৈত সঙ্গীত রচনা করো। তোমার সহপাঠীদের সাহায্যে গানটি অনুশীলন করো এবং ছন্দের সাথে পরিবেশন করো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



১১. গানের পরম্পরা...



লোকসঙ্গীত হলো জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য সৃষ্ট সংগীত।



এখনো সেই বৃন্দাবনে...



নাও ছাড়িয়া দে, পাল
উড়াইয়া, দে ছল ছলাইয়া...



মিলন হবে কত দিনে আমার
মনের...



মাঝি বাইয়া যাও রে...



ও জীবন রে আরে ও জীবন...

শ্রেণীকক্ষে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করো :

তুমি কি উপরোক্ত ধরনের গানগুলি শুনেছ? কোন কোন অনুষ্ঠানে তুমি সেগুলি শুনেছ? উপরোক্ত গানগুলিতে কী কী বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়? তোমার গ্রামে কী কী উৎসব পালিত হয়? সেগুলিতে কী কী গান গাওয়া হয়?

আজ আমরা এই ধরনেরই কিছু গানের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব। আমাদের গ্রামে উৎসব বা আনন্দের অনুষ্ঠানে যে গানগুলি গাওয়া হয়, সেগুলিকে লোকগান বলা হয়। যেমন- বাউল গীত, পল্লী গীতি, ভাটিয়ালী, কবিগান ইত্যাদি।

- লোকসংগীত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করাবেন।
- লোকগানে লোকজীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করাবেন।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করাবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করাবেন।

CG-4

C- 4.1/4.2

LO-04AE51/

53



কোন্ধনের বিভিন্ন উৎসবের শুরুতে গাওয়া একটি নমন গীত

গণা ধাব রে, মলা পাব রে ॥১॥
তুঝ্যা প্রেমাচে কিত্তী গুণ গাউ রে
তু দর্শন আম্হালা দাব রে ॥১॥
তুঝ্যা কুপেটী ছায়া অসু দে
ধ্যানী-মনী নাম তুঝে ঠসু দে ॥২॥
মাকী বাদলাত সাপডলী নাব রে,
দূর কিনারী হায় মাঝা গাব রে ॥৩॥



তুমি কি জানো?

এই গানটি মূলত কোন্ধনে বিভিন্ন উৎসবের শুরুতে নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। একে জাখড়ী নৃত্য বলা হয়। নৃত্যশিল্পীদের দলের মাঝে ঢোলবাদক, মৃদঙ্গম বাদক, করতাল বাদক এবং গায়কেরা থাকেন।

নর্তকীরা (বাল্যা)- তাঁদের চারপাশে নর্তকীরা (বাল্যা) পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বৃত্তাকারে নৃত্য করে।

- গানগুলি অনুশীলন করাবেন। গানগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র ও গীত সেগুলির তথ্য দেবেন।
- কোন্ধনের বিভিন্ন উৎসব নিয়ে আলোচনা করো এবং সেই উৎসবগুলিতে জাখড়ী নৃত্য ও সঙ্গীতকে অন্তর্ভুক্ত করো। বাজানো বাদ্যযন্ত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করো।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করাবেন।

CG-4
C- 4.1/4.2
LO-04AE51
/52/53

গোন্ধল গীত মহারাষ্ট্রের একটি প্রাচীন ও জনপ্রিয় শিল্পকলা। এই গীত দেবী আদিশক্তির আরাধনায় গাওয়া হয়।

গোন্ধল

হোউ দে সর্বদিশী মঙ্গল
ঝড়েবিতো রাত্রন্দিন সম্বল
খুলবিতো দিবটি দীপকলী
আম্‌হী অশ্বেচে গোন্ধলী
(উশ্বে গং অশ্বে উশ্বে)
ঘরোঘরী হিন্দতো ন্ গোন্ধল, আইচা মান্দতো
আইচা মান্দতো ন্ গোন্ধল, দেবীচা মান্দতো
ভবানী বসলী ওঠীগলী
আম্‌হী অশ্বেচে গোন্ধলী ॥

কবি - শাহীর সাবলে



গন্ধল গীতে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি হল প্রধানত হারমোনিয়াম, টুনটুন, সম্বল, তাল, করতাল এবং ডিমদি।

কোলী গীত

চান্দবা আলা নভাঙ্গী... দর্যা উসললা।
ধুন্দ পিঠোরী পুনব হাসলী... আনন্দ গো ঝালা
চন্দেরী দুনিয়া চমকতী... দর্যালা ভাষা উমগতী।
বল্‌হব সারঙ্গা... নাব দে লোটুন, সোডুন জাউ বন্দারাদা
মনাত লাটা ফেসালতী, তুষার সুখাত ভিজবতী।
গার গার বারা... জীব বাওরাঁ... আলীয়া ভরতী কিনার্যালা।
মাখুন ঘেউ চান্দগ্য... পিঠোরী একান্ত সঙ্গতীলা
খর্জাত লাটাজুললংয় গাং... লাগংল মাসলী জাল্যালা।



কবি - রাজেন্দ্র অত্র

কোলী গীতের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি হল ঢোলকি, ঘুংকু, হারমোনিয়াম এবং করতাল।

তুমি কি জানো?

কোন্ধনের কোলি ভাইয়েরা উৎসব ও উদযাপনের সময় তাদের নিজস্ব উপভাষায় এই গানটি গেয়ে থাকেন।

- উপরের গানগুলি অনুশীলন করাবেন।
- বিভিন্ন প্রকার লোকগান নিয়ে আলোচনা করাবেন।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করাবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করাবেন।

CG-4
C- 4.1/4.2
LO-04AE51
/52/53



বাসুদেব মহারাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত প্রাচীন ও অনন্য ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যটি প্রধানত সামাজিক জ্ঞানদান এবং ভক্তি প্রসারের জন্য পরিচিত।

বাসুদেবের গান

বাসুদেব আলা

বাসুদেব আলা...

পহাট ঝালী, স্বারী আলী

অহো সূর্যদেব হা জাগা ঝালা...

বাসুদেব আলা, বাসুদেব আলা...

গলা ঘালুন তুলশীচী মাল

হাতী ঘেউন চিপল্যা টাল

মহণে মুখানে হরিনাম বোলা...

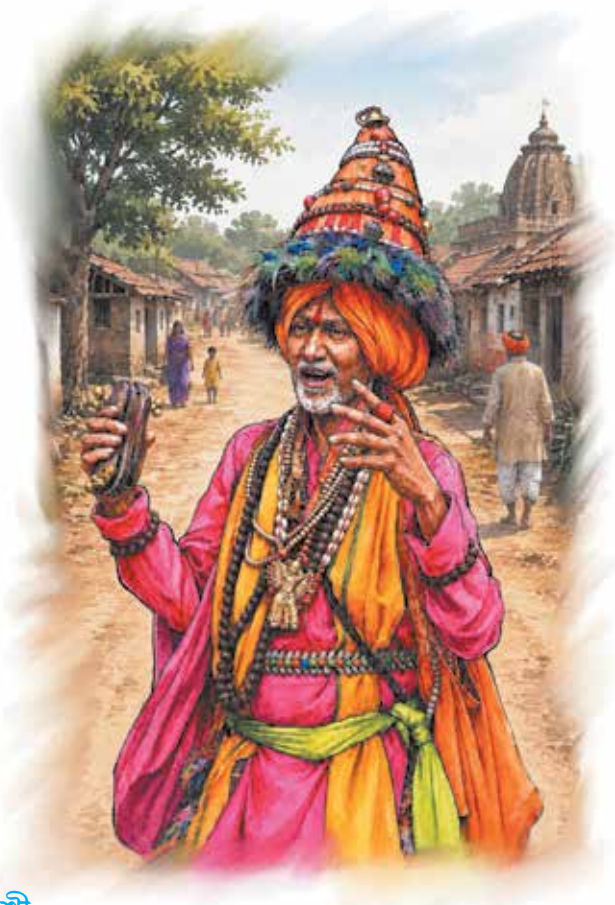
বাসুদেব আলা, বাসুদেব আলা...

জগগ্যাচং দেই ভান

মাগতো পসাভর দান

চলা দেউ ইয়া দুখভাত কালা...

বাসুদেব আলা, বাসুদেব আলা...



গীত - রাজেন্দ্র সোমবংশী

বাসুদেব গান গাওয়ার জন্য করতাল, মঞ্জীরা, বাঁশি, ঢোল এবং পায়ের ঘুঁঙরুর মতো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

- উপলব্ধ উপকরণ ব্যবহার করে বাসুদেব গীতটি গাও।

- বাসুদেব গীতের সম্পর্কে বলবেন।
- লোকগানের প্রকারভেদগুলি আলোচনা করো।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করাবেন।

CG-3/4
C- 3.1/4.2
LO-04AE48 /
52/53

লোকগানের আরেকটি জনপ্রিয় রূপ হলো ভারুড়। গানের মাধ্যমে কুরীতি, কুসংস্কার ইত্যাদির মতো বিষয় সম্পর্কে সমাজকে প্রবোধন করার জন্য ভারুড় পরিবেশন করা হয়।

ভারুড়

(চাল যা শেজারগীনং বরং নাই কেলং গং বয়া..)

হ্যা শালেমন্দী শিকলো আম্হী বয়া।

য়া শালেনং মলা মোঠং কেলং বয়া ॥

শিকু যা সারে শিকু যা

লিখা-বাচায়া! শিকু যা!

জ্ঞানাচ্যা বাটেবর আপণ সারে চালু যা ॥১॥

শালেত খেলু, শিকু, অন্ বাগড় যা

বাচন, লেখন সারং হাস-হাসত শিকু যা ॥২॥

জ্ঞান হেচ খরে ধন আছে

হে স্য সমজুন সাংগু যা।

সুন্দর আপুলা দেশ ঘডবু

পুচে পুচে জাউ যা, হুশার হোউ যা,

মোঠে মোঠে হোউ যা.... ॥৩॥



ভারুড়ের জন্য ব্যবহার
করা হয় হারমোনিয়াম,
মৃদঙ্গম, তাল, ঢোলকি
ইত্যাদি।

তুমি কি জানো?

ষোড়শ শতাব্দীতে সন্ত একনাথ মহারাজ ভারুড় কাব্যধারাকে যথার্থই জনপ্রিয় করেছিলেন এবং এই মাধ্যমে সমাজকে শিক্ষিত করার জন্য কাজ করেছিলেন।

- ছাত্রছাত্রীদের সাথে ভারুড় গানের ধারা নিয়ে আলোচনা করো।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করাবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করাবেন।

CG-4

C-4.2

LO-04AE52



লোকসঙ্গীতের লোকবাদ্যের পরিচিতি



ঢোল



ঢোলক



করতাল (মঞ্জীরা)



তর্পা



ডফলী



লেজিম



সম্বল



একতারা



করতাল (চিপস)



খঞ্জুরী

কোন কোন লোকগানে তুমি ছবির বাদ্যযন্ত্রগুলি দেখেছো? এই বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে কোনগুলির ধ্বনি তুমি শুনেছো? আলোচনা করো।

নীচের ছবিতে দেখানো বাদ্য যন্ত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং সেগুলির সঠিক নাম লেখো।



.....



.....



.....



.....



.....

- ছবিতে থাকা বাদ্যযন্ত্রগুলি সম্পর্কে তথ্য দিন এবং সেগুলির ধ্বনি শোনান।
- এই বাদ্যগুলিতে বাজানো সঙ্গীতের প্রকার নিয়ে আলোচনা করবেন।

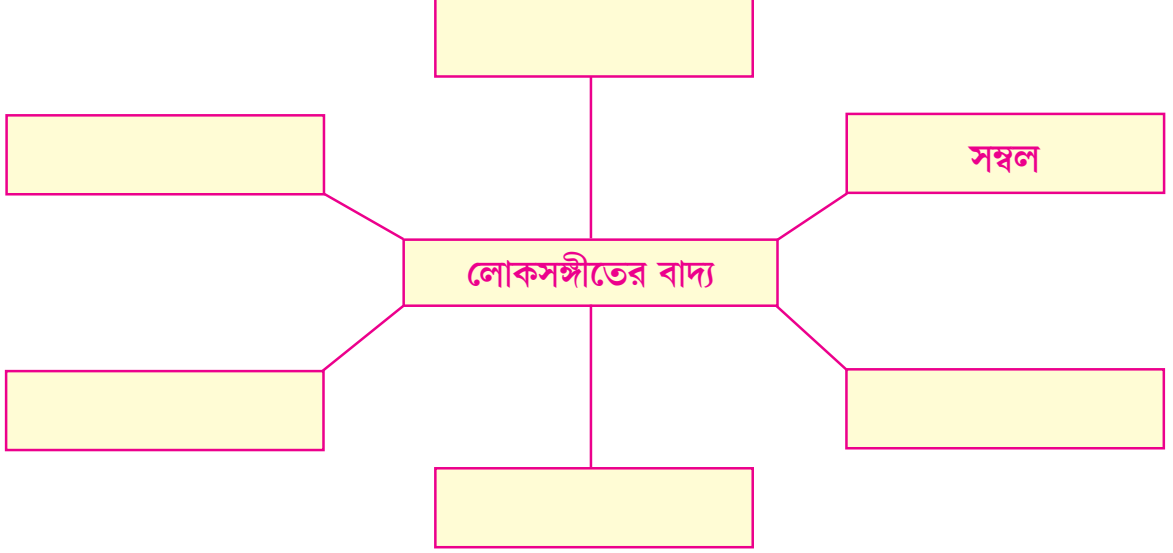
CG - 3

C - 3.2

LO-04AE 49

আমার কৃতি

১) লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলির নাম লেখো।



২) তোমার এলাকায় গাওয়া একটি প্রিয় লোকগান লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

৩) নিম্নলিখিত লোকসঙ্গীতে কোন বাদ্য গুলি ব্যবহার করা হয়েছে তা লেখো।

- ক) অভঙ্গ-ভজন-
- খ) পোয়াড়া
- গ) কবি গান
- ড) বাউল গান

- লোকসংগীতের বাদ্যযন্ত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সেগুলির নাম বলবেন।
- তাদেরকে তাদের প্রিয় লোকগানটি লিখতে বলবেন।

CG-3
C- 3.2
LO- 04AE49

১২. স্বরের লতা...

প্রকৃতির ধ্বনি হলো বিভিন্ন সুর ও ছন্দে পরিপূর্ণ এক বিশাল অর্কেস্ট্রা। আমরা আমাদের পরিবেশে নানা রকম শব্দ শুনি, যেমন- পাখির কিচিরমিচির, পশুপাখির ডাক, বৃষ্টির শব্দ, জলপ্রবাহের শব্দ, পাতার মর্মর ধ্বনি ইত্যাদি।

নীচের ছবিগুলি থেকে কোন ধ্বনিগুলি প্রাকৃতিক এবং কোনগুলি মনুষ্যসৃষ্ট, তা বলো ও লেখো।



এছাড়াও, সারণিতে লিখে রাখো, যে তুমি ঐ এলাকায় কোন শব্দগুলি শুনেছো তার কোনগুলি মিষ্টি এবং কোন শব্দগুলি কর্কশ ছিল।

মিষ্টি ধ্বনি	কর্কশ ধ্বনি

উপরের তালিকা থেকে তোমার পছন্দের ধ্বনি অনুকরণ করো।

মনে রাখো :

আমাদের পরিবেশে শোনা অনেক ধ্বনিই সঙ্গীতের সুরের অনুরূপ। যে ধ্বনি কানে শ্রুতিমধুর এবং যা অনির্দিষ্টকাল ধরে স্থায়ী থাকে, তাকে সঙ্গীতিক ধ্বনি বলা হয়।

সঙ্গীতে উপযোগী ধ্বনি

শব্দের ধ্বনি, ঘণ্টার ধ্বনি, বাঁশির সুর এবং ঢাকের আওয়াজ সঙ্গীতে ব্যবহৃত কিছু ধ্বনি। এগুলি ছাড়াও, সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে এমন অন্যান্য ধ্বনির তালিকা তৈরী করো এবং আলোচনা করো।

- মধুর ধ্বনি ও কর্কশ ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করো।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উপযোগী ধ্বনিসমূহের উদাহরণ আলোচনা করবেন।

CG-3/4
C- 3.1/4.1
LO-04AE47/
50

স্বর এবং স্বরের প্রকার

মনে রাখো :

যেসব ধ্বনি কানে শ্রুতিমধুর এবং যেগুলির একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক রয়েছে, সেগুলিকে স্বর বলা হয়।

তুমি অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি অক্ষরগুলি চেনো।

যেমন- বাংলাতে লিখতে ও পড়তে বারটি স্বর বর্ণ প্রয়োজন, তেমনি সঙ্গীতে সাতটি স্বর রয়েছে, যেগুলিকে ‘সপ্তক’ বলা হয়।

সা রে গা ম পা ধ নি

সঙ্গীতে এই সাতটি স্বরের পাশাপাশি আরও পাঁচটি স্বর পাওয়া যায়।

স্বরের প্রকার। স্বর তিন প্রকারের হয়-

১) শুদ্ধ স্বর- মৌলিক সাতটি স্বরকে ‘শুদ্ধ স্বর’ বলা হয়। সা রে গা ম পা ধ নি

২) কোমল স্বর- যে স্বরগুলি মূল স্বরের চেয়ে অর্ধ স্বর নীচে গাওয়া হয়, সেগুলিকে ‘কোমল স্বর’ বলা হয়।

কোমল স্বর লেখার সময়, স্বরের নীচে অনুভূমিক রেখা ‘-’ (এই ধরনের প্রতীক) একটি দেওয়া হয়।
যেমন- রে গা ধ নি

৩) তীব্র স্বর- যে স্বর তার মূল স্বরের চেয়ে অর্ধ স্বর উঁচুতে গাওয়া হয়, তাকে তীব্র স্বর বলা হয়।
তীব্র স্বর শনাক্ত করার জন্য স্বরটির শুরুতে একটি উল্লম্ব রেখা। দেওয়া থাকে।

সাতটি শুদ্ধ স্বর + চারটি কোমল স্বর + একটি তীব্র স্বর = বারোটি স্বর গঠিত হয়।

শুদ্ধ, কোমল ও তীব্র --- এই ১২টি স্বরের ক্রমটি নিম্নরূপ -

সা	রে	রে	গা	গা	মা	ম	প	ধ	ধ	নি	নি
শুদ্ধ	কোমল	শুদ্ধ	কোমল	শুদ্ধ	শুদ্ধ	তীব্র	শুদ্ধ	কোমল	শুদ্ধ	কোমল	শুদ্ধ

স্বর-অলঙ্কার

স্বরবর্ণের নিয়মিত ক্রমিক বিন্যাসকে স্বর-অলঙ্কার বলে।

নিম্নলিখিত শুদ্ধ স্বর-অলঙ্কারগুলির অনুশীলন করো।

১) স্বরের আরোহী ক্রম (অরোহ) - সারেগ রেগম গামাপ মপাধ পাধানী ধনীসঁ

স্বরবর্ণের অবরোহ ক্রমঃ (অবরোহ) - সঁনিধ নিধপ ধপম পামগ মাগরে গরেসা

২) আরোহ - সারেগামা রেগামাপা গামাপধ মপধনি পধনিসাঁ।

অবরোহ - সাঁধপ নিধপম ধপমগ পামগরে ম গ রে সা

এইভাবে স্বরগুলিকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে অলঙ্কার তৈরী করো।

- স্বরের আরোহী ও অবরোহী ক্রম আলোচনা করো।
- স্বর এবং স্বরের প্রকারভেদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।
- প্রথমে পৃষ্ঠায় থাকা কিউ-আর (QR) কোডটি স্ক্যান করাবেন এবং সুর-তাল সহ অনুশীলন করো।

CG-2
C- 2.2
LO-
04AE46





১৩. এসো, তাল মিলাই...



আমাদের প্রিয় গানের তালে তালে অজান্তেই আমরা পা নাড়ি, কখনও কখনও তাল বজায় রাখতে বেঞ্চে হাত দিয়ে টোকা দিই বা হাততালি দিই।

একটা খেলা খেলা যাক।

একটা প্লেট আর চামচ অথবা একটা বাটি আর চামচ নিয়ে এক দুই তিন চার..., এক দুই তিন চার ছন্দে বাজাই, অথবা একটা খালি প্লাস্টিকের বোতলে বালি বা ডাল ভরে এক দুই তিন চার..., এক দুই তিন চার.. তালে বাজাই।

মনে রাখো :

গায়ন, বাদন ও নাচের ক্ষেত্রে সময় পরিমাপের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ‘তাল’ বলা হয়।

সঙ্গীতে বিভিন্ন ধরনের তাল রয়েছে। প্রত্যেক তালের মধ্যে মাত্রা, বিভাগ, সম ও কাল (খালী) মতো প্রকার থাকে। এই গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক!

১) মাত্রা - তাল পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি ঠেকা (বীট) বা স্পন্দনকে ‘মাত্রা’ বলা হয়।

২) বিভাগ - তালের মধ্যে মাত্রার ছোটো ছোটো দলকে ‘বিভাগ’ বলা হয়।

৩) সম - তালের প্রথম মাত্রাটিকে ‘সম’ বলা হয়। প্রথম মাত্রায় জোরে হাততালি দিয়ে এটি করা হয়।

‘সম’ কে ‘X’ চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়।

৪) কাল - হাততালি না দিয়ে বাতাসে হাত তুলে যে পরিমাণ তাল প্রকাশ করা হয়, তাকে ‘কাল’ বলা হয়। কালকে ‘o’ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

আজ আমরা সঙ্গীতের দুটি তাল সম্পর্কে জানব এবং হাততালি দেওয়ার অনুশীলন করব।
তাল কেহারওয়া

মাত্রা - ৮, বিভাগ- ২ (প্রতিটিতে - ৪-৪ মাত্রা)

সম - প্রথম মাত্রায়

কাল (খালী) - পঞ্চম মাত্রায়

মাত্রা ১ ২ ৩ ৪

৫ ৬ ৭ ৮

ঠেকা ধা গে ন তী

ন ক ধী ন

চিহ্ন x

o

পাঠ্যবইয়ের ‘চন্দারানী, চন্দারানী...’ মারাঠী গানটি কেহারওয়া তালে রয়েছে। তালের সঙ্গে তালি বাজিয়ে গানগুলি অনুশীলন করো।

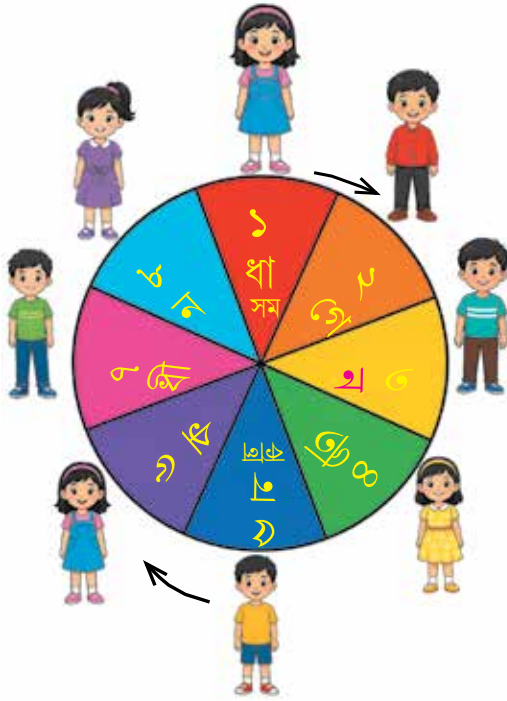
- হাততালি দিয়ে এবং সংখ্যা বলে তালের অনুশীলন করাবেন।
- তাল স্বর = অলঙ্কারের ব্যবহার অনুশীলন করাবেন।
- তালি বাজাতে বাজাতে কেহারওয়া তালে গান গাওয়ার অনুশীলন করাবেন।
- ছাত্রছাত্রীদেরকে খেলাটি কীভাবে খেলতে হয় তা বুঝিয়ে দেবেন।

CG-1/3

C - 1.1/3.2

LO-04AE41

/43



কেহারওয়া তালের বৃত্ত

- মাঠে বা শ্রেণীকক্ষে চক দিয়ে একটি বড়ো বৃত্ত আঁকো।
- ছবিতে দেখানো অনুযায়ী বৃত্তটিকে ৮টি সমান ভাগে ভাগ করো এবং সেগুলিকে যথাক্রমে ১ থেকে ৮ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করো।
- ১ সংখ্যার অংশে বড়ো হাতের অঙ্করে 'ধা' (সম- X) লেখো।
- ৫ নম্বর অংশে বড়ো হাতের অঙ্করে 'ন' (কাল/খালী) - O) লেখো।

- **দল গঠন করো :** এর জন্য শ্রেণীর ৮ জন ছাত্রছাত্রী বৃত্তের ৮টি অংশে দাঁড়াবে। (যেমন- ছবিতে শিশুরা দাঁড়িয়ে আছে)। শ্রেণীর বাকি ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তের বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করবে।
- **কার্যকলাপ ও গতিবিধি :** প্রতিটি সংখ্যার (মাত্রার) জন্য বৃত্তের মধ্যে থাকা শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত কার্যকলাপগুলি সম্পাদন করে।
- **প্রথম মাত্রা (সম- ধা) :** ১ নম্বরে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীকে দুই হাত উপরে তুলে জোরে 'ধা' বলতে বলতে লাফ দিতে হবে। (অন্য সব শিক্ষার্থীও জোরে হাততালি দেবে)।
- **২, ৩, ৪ মাত্রা (গে, না, তী) :** যথাক্রমে ২, ৩ এবং ৪ নম্বরে দাঁড়ানো ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ জায়গায় শুধু হালকা তালি দিয়ে তাদের বোল বলবে।
- **৫ মাত্রা (কাল/খালী - ন) :** যখন ৫ নম্বরে দাঁড়ানো শিক্ষার্থী হাততালি না দিয়ে 'ন' বলবে, তখন দুই হাত দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে কাল (খালি) এর সংকেত দেখাবে।
- **৬, ৭, ৮ মাত্রা (ক, ধি, ন) :** যথাক্রমে ৬, ৭ এবং ৮ নম্বরে দাঁড়ানো ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ জায়গায় হালকা তালি দিয়ে গানটি শেষ করবে।

খেলার দ্বিতীয় পর্যায় (ঘূর্ণায়মান বৃত্ত)

যখন তুমি তোমার স্থানের জন্য নির্ধারিত বোলগুলি মুখস্থ করে ফেলবে, তখন সঙ্গীতের তালে বা হাততালির সাথে তাল মিলিয়ে বৃত্তাকারে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে থাকবে।

- শিক্ষক যখন ‘১’ বা ‘ধা’ বলবেন, তখন যে ছাত্র বা ছাত্রীর ঘরে ১ (সম) তে আছে, সে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে জোরে হাততালি বাজাবে।
- শিক্ষক যখন ৫ বা ‘কাল’ বলবেন, তখন ৫ নম্বর ছাত্রটি হাততালি না দিয়ে হাত ছড়িয়ে কাল (খালী) এর সংকেত দেখাবে। খেলাটি এইভাবে খেলো।
শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রী দলবদ্ধভাবে এই তালের খেলাটি খেলবে।

তাল দাদরা

মাত্রা : ৬ বিভাগ : ২ (৩-৩ মাত্রা তে)

সম : প্রথম মাত্রায় কাল (খালী) : চতুর্থ মাত্রায়

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬
ঠেকা	ধা	ধী	না	ধা	তী	না
(চিহ্ন)	x			o		



১	২	৩	৪	৫	৬
ধা	ধী	না	ধা	তী	না
x			o		
সম			কাল		

পাঠ্যবইয়ের ‘ম্মা ভারতাত বন্ধুভাব নিত্য বসু দে...’ গানটি দাদরা তালে রয়েছে। তালের সাথে তালী বাজিয়ে গানটি অনুশীলন করো।



দাদরা তালের বেলগাড়ী

দাদরা তালের ৬টি মাত্রা এবং ৩-৬ মাত্রার ২টি ভাগ রয়েছে। ১ নং-এ রয়েছে ‘সম’ (তালি) এবং ৪ নং-এ রয়েছে ‘কল’ (খালি)।

- ছবিতে দেখানো অনুযায়ী শ্রেণীর ৬ জন ছাত্রছাত্রীকে পাশাপাশি একটি সরলরেখায় দাঁড় করাও।
- ওদের যথাক্রমে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত সংখ্যা দাও।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট ‘বোল’ (ঠেকা) বরাদ্দ করো -
- ১ সংখ্যা = ধা (সম)
- ২ সংখ্যা = ধী
- ৩ সংখ্যা = না
- ৪ সংখ্যা = ধা (কাল/খালী)
- ৫ সংখ্যা = তী
- ৬ সংখ্যা ৬ = না
- ধাপ ১ : ধীরে ধীরে অনুশীলন : শিক্ষক অথবা শ্রেণীর অন্য শিশুরা ধীরে ধীরে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি গুনবে। যার যে নম্বরটি আসবে সে বোল বলার সাথে সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে।
- প্রথম নম্বর (ধা-সম) : এই শিক্ষার্থীকে জোরে ‘ধা!’ বলতে হবে, জোরে হাততালি দিতে হবে এবং এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছোটো করে লাফ দিতে হবে।
- ২ ও ৩ নং (ধি, না) : এই শিক্ষার্থীকে নিজের বোল বলার সময় শুধু মৃদুস্বরে চুটকী বাজাবে অথবা পা দিয়ে মাটিতে হালকা টোকা দেবে।
- ৪ নং (ধা-কাল) : এটি হলো এই তালের কাল (খালী)। তাই, ৪ নং-এ শিক্ষার্থী ‘ধা!’ বলার সময় হাততালি দেবে না, বরং দুই হাত বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে মাথা নাড়বে (এটা ‘খালী’র সংকেত)।
- ৫ ও ৬ নম্বর (তী, না) : ২ ও ৩ নম্বরের মতোই, তাদেরও ধীরে চুটকী বাজিয়ে নিজেদের বোল শেষ করতে হবে।
- ধাপ ২ : গতি বাড়ান : যখন শিক্ষার্থীদের ক্রম ভালভাবে মুখস্ত হয়ে যাবে, তখন শিক্ষক তালি দেওয়ার গতি বাড়িয়ে দেবেন। ১ থেকে ৬ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি একটানা পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন। এতে শিশুদের মধ্যে একটি সুন্দর লয় তৈরী হবে- “ধা (তালি) - ধি- না | ধা (হাত ছড়ানো) তি না।”

আমার কৃতি

১) শূন্যস্থানে সঠিক প্রতীকটি লেখো।

অ) 'সম'কে এই প্রতীক দ্বারা দেখানো হয়।

ব) এই প্রতীকটি দ্বারা কাল (খালী) কে বোঝানো হয়।

২) নীচের চিত্রটি সম্পূর্ণ করো।

ক)

ধা	গে		
----	----	--	--

 |

ন	ক		
---	---	--	--

খ)

ধা	ধী	না
----	----	----

 |

--	--	--

৩) প্রদত্ত তালগুলির তথ্যের সারণিটি পূরণ করো।

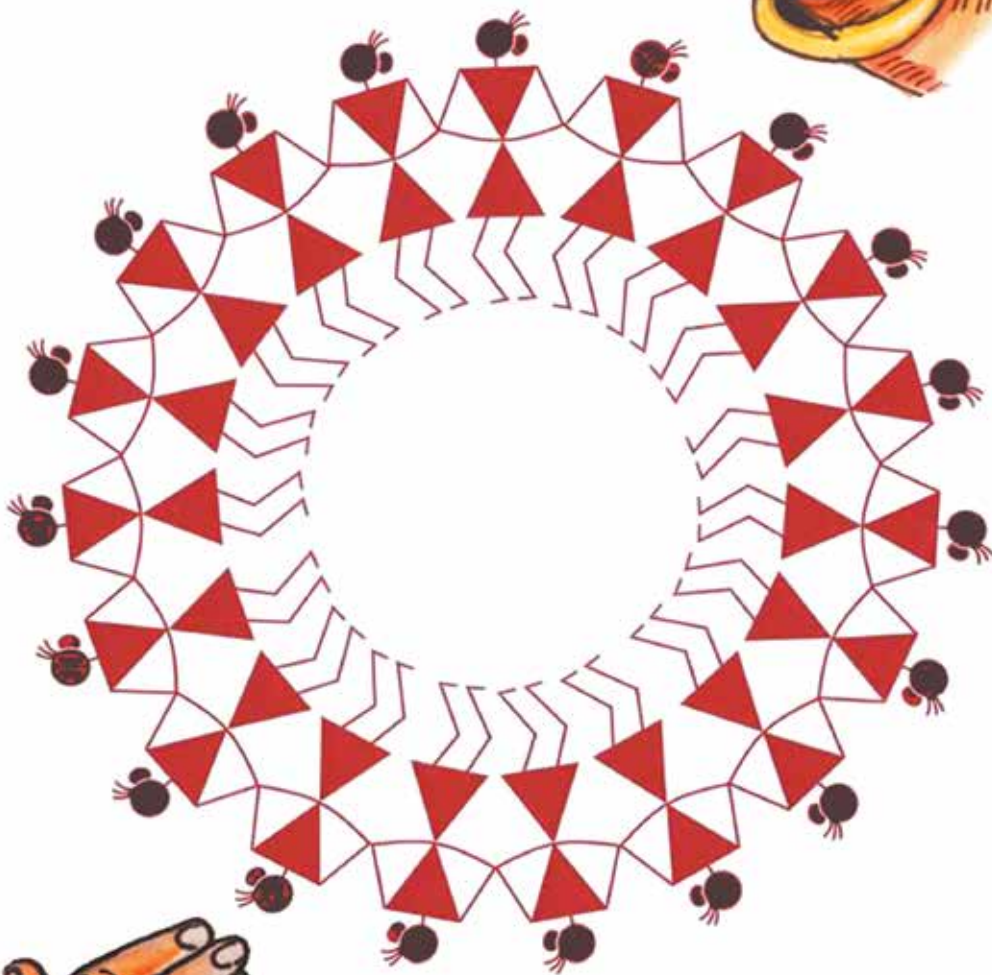
তাল	মাত্রা	বিভাগ/খন্ড	সম	কাল
কেহারওয়া				
দাদরা				

- শিক্ষার্থীদের খেলাটি কীভাবে খেলতে হয় তা বুঝিয়ে দেবেন।
- তালের সাথে হাততালি দিয়ে গানগুলি অনুশীলন করাবেন।
- প্রথম, পৃষ্ঠায় থাকা কিউআর (QR) কোডটি স্ক্যান করে তাল-সূর সহ অনুশীলন করাবেন।

CG -1/2
C - 1.1/2.1
LO-04AE41 /
43



ନୃତ୍ୟକଳା

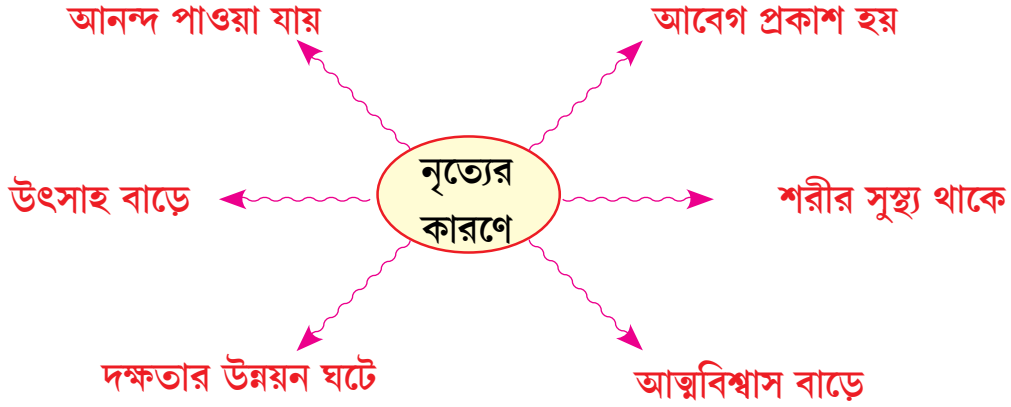




১৪. নৃত্য করো আনন্দে...



বাচ্চারা, আমাদের শরীর শুধু নমনীয়ই নয়, বরং এর মধ্যে বিভিন্ন খেলাধুলা ও নাচের ভঙ্গিমা করার ক্ষমতাও রয়েছে। যেমন- লাফানো, বাঁকানো, মোচড়ানো ইত্যাদি। যখন আমরা এই ভঙ্গিমাগুলির সাথে লয় ও তাল যোগ করি তখন সেগুলি নাচে রূপান্তরিত হয়।



নৃত্য

নৃত্য হলো সঙ্গীত ও তালের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র দেহের সাহায্যে আবেগের প্রকাশ।
বাচ্চারা, আনন্দ প্রকাশ করার জন্যই নৃত্য করা হয়।
নৃত্যের অনেক উপকারিতা আছে।
তুমি কেন নৃত্যকে ভালোবাসো তা লেখো।

- নৃত্যের পরিভাষা এবং এর উপকারিতা ব্যাখ্যা করবেন।
- শ্রেণীকক্ষে মানবজীবনে নৃত্যের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন এবং শিক্ষার্থীদের ১-২টি বাক্য লিখতে উৎসাহিত করুন।

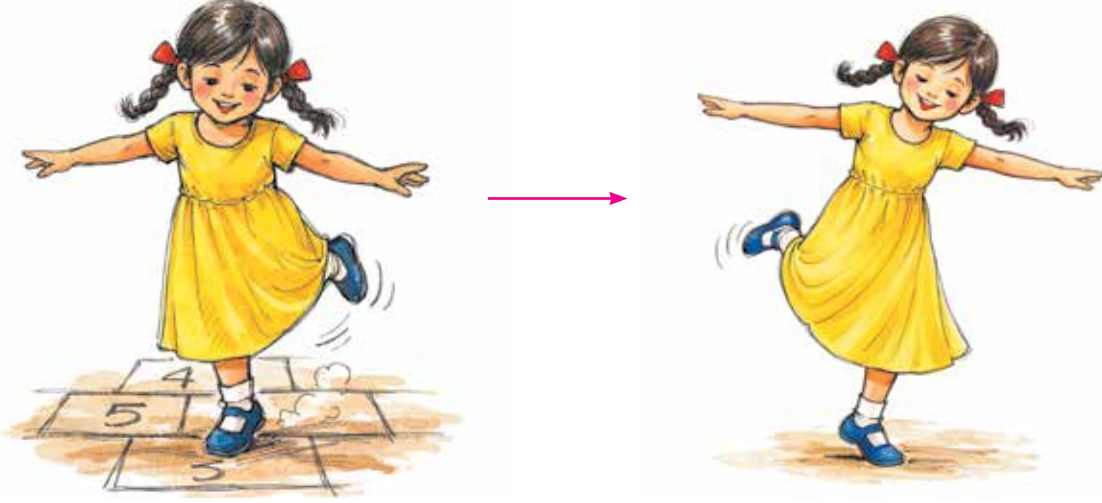
CG - 1
C - 1.1
LO - 04AE54



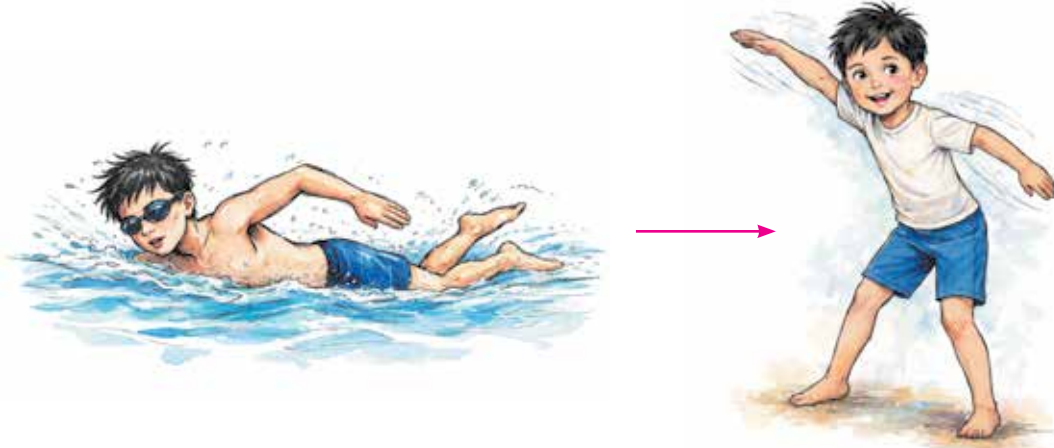
একক নৃত্য করে দেখো

আমরা সবাই খেলা খেলতে ভালোবাসি, তাই না? এই খেলার মধ্যে কীভাবে নাচের স্টেপগুলি লুকিয়ে আছে!

নীচের ভঙ্গিমাগুলি লক্ষ্য করো এবং সেগুলি চেষ্টা করে দেখো!



(বাম-ডানে লাফিয়ে লংগডী খেলা থেকে তৈরী নৃত্যের মুদ্রাটি তোমরা চেষ্টা করবে।)



(সাঁতার কাটার ভঙ্গি থেকে সৃষ্ট নৃত্যভঙ্গি বাম ও ডান উভয় দিকেই অনুশীলন করে দেখো।)

বাম্ভাৰা, তোমাদের কি এটা ভালো লেগেছে? তাহলে এসো, এরকমই কিছু খেলা খুঁজে বের করি এবং কল্পনা করে দেখি কীভাবে সেগুলিকে নৃত্যের মুদ্রায় রূপান্তরিত করা যায় আর দেখি ব্যাপারটা কীভাবে কাজ করে।

- শিক্ষার্থীদের কার্যকলাপে দেওয়া ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলুন এবং কাজটি করতে উৎসাহিত করুন।
- শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কার্যকলাপ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আলোচনা এবং হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে উৎসাহিত করবেন।

CG - 1
C - 1.1
LO - 04AE54

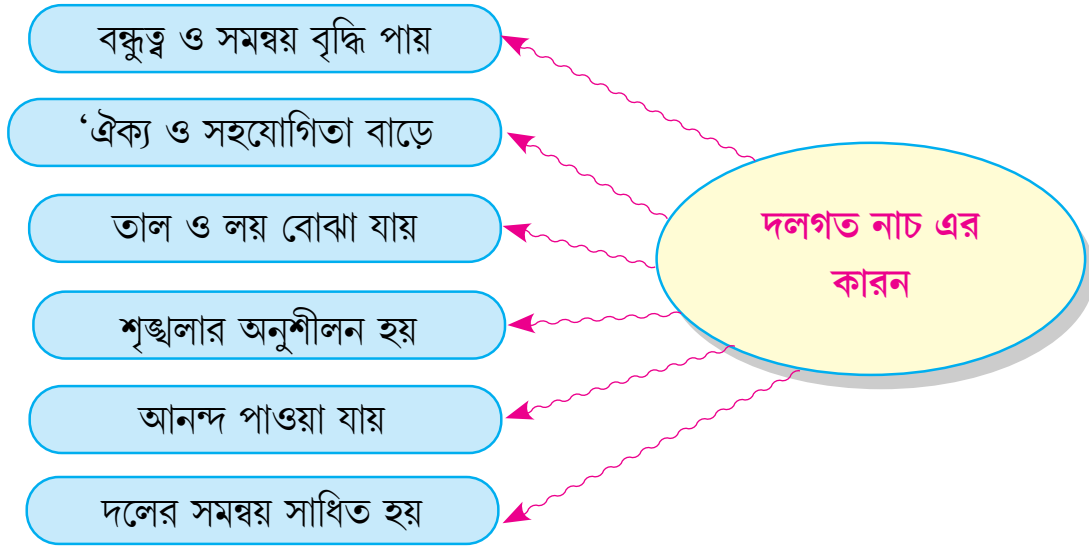
এসো, দেখি-শিখি-নাচি

এখন পর্যন্ত আমরা একা একা কিছু নৃত্যের মুদ্রা শিখেছি, কিন্তু আমরা সবাই যদি আমাদের বন্ধুদের সাথে একসাথে নৃত্য করতাস, তাহলে কি আরও বেশি আনন্দ হতো না?

যখন আমরা দলবদ্ধভাবে নৃত্য করি, তখন আমরা একে অপরের সাথে তাল মিলিয়ে চলি, একযোগে গতিবিধি করি এবং আনন্দের সাথে নৃত্য করি। এটি আমাদের এক ভিন্ন শক্তি জোগায়। এখন আমরা এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানব।

যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একই তাল ও লয়ে নৃত্য পরিবেশন করে তখন তাকে ‘দলগত নৃত্য’ বলা হয়।

দেখি, দলবদ্ধ নৃত্যের উপকারিতাগুলি কী কী।



দলীয় নৃত্যের মধ্যে লোকনৃত্য অন্তর্ভুক্ত। উৎসব ও উদযাপনে সবাই একত্রিত হয়ে নৃত্য করে। এভাবেই লোকনৃত্যের রূপ নেয়।

প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া কিউআর (QR) কোডের থেকে পরিচিত নৃত্যের ভিডিওটি দেখো। নৃত্যটি পর্যবেক্ষণ, অনুকরণ, অনুশীলন এবং এর মুদ্রাগুলি পরিবেশন করো।

- পরিচিত কোনো নৃত্যের ভিডিও দেখিয়ে তা অনুকরণ, অনুশীলন এবং পরিবেশন করার জন্য উৎসাহিত করবেন।

CG - 1

C - 1.1, 1.2

LO-04AE54/

55



এসো, সবাই একসাথে নৃত্য করি!

প্রদত্ত দলীয় নৃত্যের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং নিজে নৃত্যটি পরিবেশন করার চেষ্টা করো।

১. ধনগর নৃত্য

ধনগর নৃত্য মহারাষ্ট্রের ধনগর সম্প্রদায়ের একটি ‘পারম্পরিক লোকনৃত্য। এই নৃত্যটি প্রধানত উৎসব, যাত্রা এবং উদযাপনের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। ঢোল, ডফ এবং তুরহীর তালের সাথে উৎসাহিত হয়ে এই নৃত্য করা হয়।



ধনগর নৃত্য গতিবিধি ১



ধনগর নৃত্য গতিবিধি ২

২. লেজিম

লেজিম মহারাষ্ট্রের একটি ‘পারম্পরিক লোকনৃত্য। হাতে লেজিম ধরে তালবদ্ধ গতিবিধি, লাফঝাঁপ এবং সঙ্গীতের তালে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়।



লেজিম গতিবিধি ১



লেজিম গতিবিধি ২

- শিশুদের লেজিম ও ধনগর নৃত্যের প্রদর্শনী দেখাবেন।

CG - 1
C - 1.1, 1.2
LO-04AE54
/55

৩. লাবণী

লাবণী মহারাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকনৃত্য। এই নৃত্যটি প্রধানত ঢোলের তালে পরিবেশিত হয়। লাবণীতে অভিনয়, মুখের অভিব্যক্তি এবং ভাবপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ।



লাবণী গতিবিধি ১



লাবণী গতিবিধি ২

৪. ওয়ারলি নৃত্য

ওয়ারলি নৃত্য ওয়ারলি উপজাতি সম্প্রদায়ের একটি ‘পারম্পরিক লোকনৃত্য। এই নৃত্য উৎসব, বিবাহ এবং আনন্দের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। এই নৃত্যের মাধ্যমে প্রকৃতি, ঐক্য এবং সম্মিলিত জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। সরলতা এবং উদ্দীপনা হলো ওয়ারলি নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।



ওয়ারলি গতিবিধি ১



ওয়ারলি গতিবিধি ২

প্রথম পৃষ্ঠায় কিউআর কোডে দেওয়া উপরের নাচগুলির ভিডিও দেখো। ভিডিওতে দেওয়া নাচটি পর্যবেক্ষণ করো এবং এর মুদ্রা অনুকরণ, অনুশীলন ও পরিবেশন করো!

আমার কৃতি

শ্রেণীকে বিভিন্ন দলে ভাগ করো এবং প্রতিটি দলকে একটি লোকনৃত্য অনুশীলন করে শ্রেণীর সামনে উপস্থাপন করতে বলবেন।

- ছবিগুলির উপর ভিত্তি করে তাদের নাচের মুদ্রাগুলি করতে সাহায্য করুন।
- পরিচিত নাচের ভিডিও দেখান এবং সেগুলি অনুকরণ ও পরিবেশন করার অনুশীলন করাবেন।

CG - 1

C - 1.1, 1.2

LO-04AE54/

55

১৫. নৃত্যময় জীবন...

গতিবিধির মধ্য দিয়ে নৃত্য

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ধরনের গতিবিধি করি। যেমন- হাঁটা, দৌড়ানো, ঝুঁকে পড়া, লাফানো, হাত নাড়ানো। এই দৈনন্দিন গতিবিধিগুলি নৃত্যে ব্যবহৃত হয়, তবে সেগুলি করা হয় লয়, তাল এবং আবেগের সাথে। তাই এই দৈনন্দিন গতিবিধিগুলিকেই নৃত্যের ভঙ্গির মতো দেখায়। এসো, এই ধরনের কিছু গতিবিধি করে দেখি এবং এর মাধ্যমে নৃত্যের আনন্দ উপভোগ করি।

নৃত্য আমাদের চার পাশে!

নীচের ধাপগুলি দেখে নাও এবং নিজেই চেষ্টা করে দেখো!



করে দেখো!

শ্রীতে দৈনন্দিন জীবনের এই ধরনের অন্যান্য গতিবিধি নিয়ে আলোচনা করো এবং গীতের আলোকে সেই কার্যকলাপগুলির তুলনা করো।

- শিক্ষার্থীদেরকে প্রদত্ত নির্দেশনাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ দেখতে বলুন এবং সেগুলি সরাসরি করতে উৎসাহিত করবেন।
- শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কার্যকলাপ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আলোচনা এবং হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে উৎসাহিত করুন।

CG - 4

C - 4.1

04AE56/59/61

• হস্ত মুদ্রা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানানভাবে হাত ও আঙুল ব্যবহার করি। এই সব গতিবিধি মধ্যেই নৃত্য লুকিয়ে আছে। এসো, এমনই কিছু নৃত্যরীতি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

এসো, হাতের মুদ্রার ভাষায় কথা বলি!

ছকে দেওয়া হাতের ইশারাগুলি আমরা আমরা দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে ব্যবহার করি, তা শ্রেণীতে আলোচনা করো। অঙ্গভঙ্গিগুলির একটি সরাসরি প্রদর্শনী করে দেখাও এবং প্রদত্ত স্থানে সেগুলির একটি সূচী লেখো।

১. অলপদ্ব হস্তমুদ্রা



২. সূচী হস্তমুদ্রা



৩. শিখর হস্তমুদ্রা



- ছকে দেওয়া হাতের মুদ্রাগুলি দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে ব্যবহৃত হয়, তা নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের ও গুলি করতে উৎসাহিত করবেন।

CG - 4
C - 4.1
04AE56/59/61



এসো, জোড়া মেলাই!

এখন পর্যন্ত আমরা কিছু হাতের মুদ্রা দেখেছি। এরপর, কিছু ছবি দেওয়া আছে, কল্পনা করো সেগুলি কী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এবার এর বিপরীতটা করা যাক এবং দেওয়া হাতের ইশারাগুলি থেকে তোমাকে দেওয়া ছবিগুলি পর্যন্ত একটি রেখা টেনে মিলিয়ে নাও।

১.



২.



৩.



৪.



৫.



- সঠিক জোড়া মেলাতে সাহায্য করবেন।

CG - 4
C - 4.1
04AE59/61

প্রকৃতিতে নৃত্যের গতিবিধি

প্রকৃতিতে অনেক সুন্দর গতিবিধি দেখা যায়। বাতাসে গাছের পাতা ও ফুল দোলে, বৃষ্টি পড়ে, নদী বয়ে চলে। এই গতিবিধিগুলির মধ্যে লয়, ছন্দ, গতি ও সৌন্দর্য রয়েছে। নৃত্যের গতিবিধিও লয়বদ্ধ ও সুন্দর। সুতরাং, প্রকৃতির গতিবিধি থেকেই নৃত্যের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।

প্রকৃতিতে খোঁজো নৃত্য!

নীচের ছবিগুলিতে থাকা অঙ্গভঙ্গিগুলি শনাক্ত করো এবং নাচের ভঙ্গিতে সেগুলি করার চেষ্টা করো।

১.



২.



৩.



- নীচের ছবিগুলিতে থাকা অঙ্গভঙ্গিগুলি শনাক্ত করো এবং সেগুলি নাচের ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে বলবেন।

CG - 4

C - 4.1

LO- 04AE59,
04AE61



৪.



৫.



আলোচনা করো!

প্রকৃতিতে দেখা যায় এমন অন্যান্য গতিবিধি এবং সেই গতিবিধিগুলির নৃত্যভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করো। সেগুলির বর্ণনা দাও এবং তুলনা করো।

আমার কৃতি

১. প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের (নদী, ফুল, পাখি, গাছ, রঙধনু) সুন্দর ছবি আঁকো। তোমার শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটির গতিবিধি দেখানোর চেষ্টা করো। শ্রেণীতে তোমার অঙ্গভঙ্গিগুলি উপস্থাপন করো এবং তোমার বন্ধুদের উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করো।
২. পাঠ্যবই থেকে তোমার প্রিয় প্রকৃতির গানের সাথে নাচ পরিবেশন করো।

- প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রকৃত গতিবিধি এবং সেই কার্যকলাপগুলির নৃত্যশৈলী নিয়ে আলোচনা, বর্ণনা, তুলনা ও অনুশীলন করতে বলবেন।
- ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতি-ভিত্তিক গান বেছে নিতে এবং সেগুলির সাথে নৃত্য পরিবেশন করতে উৎসাহিত করো।

CG-4
C-4.1
04AE59/61



১৬. নৃত্যের সাথী...



নৃত্য করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অনুশঙ্গ থাকা খুব জরুরি। তা ছাড়া নৃত্য উপভোগ করা যায় না।

তাহলে এসো, জেনে নেওয়া যাক- নৃত্যের সাথী কারা।

অ) তাল

গীত ও নৃত্যের সময় যে নিয়মিত ছন্দ (ঠেকা) শোনা যায় এবং যা গতিবিধিকে গতি ও দিকনির্দেশনা দেয়, তাকে তাল বলে।

তাল শুধু নৃত্যকে লয়বদ্ধ ও সুন্দরই করে না, বরং এটি একটি নির্দিষ্ট গতিতে নৃত্য পরিবেশন করার সুযোগও করে দেয়।

এসো, দাদরা তাল খেলা খেলি!

তোমরা কি পুকুরে বা বাগানে খেলাধুলা করো না? এসো, একই খেলায় তালের আনন্দ উপভোগ দেখি।

পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ার সময় হাততালি দিয়ে বলুন ‘ধা’ ধিন ‘না’। বাগানে ঝাঁপ দেওয়ার সময় কোমরে হাত রেখে বলুন ‘ধা’ তু ‘না’। একইভাবে, ছন্দের কথাগুলি বলতে বলতে তোমার পছন্দের নাচের মুদ্রাগুলি করো।

পুকুরে - ঝাঁপ দেওয়ার সময়			সময় হাততালি দেওয়া।		
ধা	ধী	না	ধা	তী	না
১	২	৩	৪	৫	৬

তালের পার্থক্য পরিচয়!

তালের ঠেকা অনুযায়ী নৃত্যের চাল পরিবর্তন হয়। কীভাবে তা হয়, তা বোঝার জন্য গত বছর শেখা কাহারবা তাল এবং এই বছর শেখা দাদরা তালের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করো। এর জন্য, প্রথম পৃষ্ঠায় থাকা কাহারবা ও দাদরা ছন্দের ভিডিও কিউআর কোডের সাহায্যে দেখো এবং এদের মধ্যে পার্থক্য বোঝো।

- শ্রেণীকে কাহারবা ও দাদরা ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে বলুন এবং ভিডিও দেখান।
- শিক্ষার্থীদের ছন্দের কারণে সৃষ্ট গতির পার্থক্য ব্যাখ্যা করবেন।
- কিউআর কোড ব্যবহার করে উপরের খেলা এবং তালের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

CG - 2
C - 2.2
04AE57

ব) বাদ্য

এসো, নৃত্যে বাদ্যের ব্যবহার সংক্ষেপে বুঝে নিই।
বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর জন্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।
কিছু চাল বৃত্তাকার ও সাবলীল হয়। এই চালগুলি সুমধুর সঙ্গীতের তালে পরিবেশিত হয়।
এক্ষেত্রে বাঁশি বা বেহালার মতো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

বাঁশি



বেহালা



বাঁশি বা বেহালা দিয়ে তৈরী সঙ্গীতের অডিও শোনো এবং চোখ বন্ধ করে সঙ্গীতের তালে
তালে স্বাধীনভাবে গতিবিধি করার চেষ্টা করো।

কিছু চাল ছন্দ ও তালের সাথে সম্পাদিত হয়।

এই সময়ে তবলা বা মৃদঙ্গের মতো তালবাদ্য বাজানো হয়। পায়ের চালে এই গতিবিধিগুলির
সাথে এক নির্দিষ্ট লয় দেখতে পাওয়া যায়।

মৃদঙ্গ



তবলা



- শ্রেণীকক্ষে সাবলীল ও তালবদ্ধ গতিবিধি অনুশীলনের সুযোগ দিন।
- সাবলীল গতিবিধি সহজ করার জন্য, বাঁশি বা বেহালার সুর শুনো, চোখ বন্ধ করে এবং অবাধে গতিবিধি করতে দিন।

CG - 3
C - 3.1
LO-04AE58/59 /
60

তুমি কি জান?

যন্ত্রের প্রকারভেদ

প্রধানত ৪ প্রকারের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে –

- ততবাদ্য - তারের মাধ্যমে শব্দ উৎপন্ন হয়। যেমন- বীণা, সেতার, তাম্বুরা, সারঙ্গি।
 - তালবাদ্য - টোকা দিয়ে বাজানো হয়। যেমন- তবলা, ঢোল, মৃদঙ্গম, নাগরা।
 - বায়ুবাদ্য অথবা সুষিরবাদ্য - ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়। যেমন- বাঁশি, সানাই, শঙ্খ, হারমোনিয়ম।
 - ঘনবাদ্য - দুটি ধাতুকে একসাথে আঘাত করে বাজানো হয়। উদাহরণস্বরূপ তাল, করতাল, ঘণ্টা, ইত্যাদি।
- এই বাদ্যযন্ত্রগুলি সঙ্গীতে তাল ও মধুরতা প্রদান করে।

নৃত্যের জন্য গান ও বাদ্যযন্ত্রের নির্বাচন

এসো, নৃত্যের তথ্য প্রাপ্ত করি!

তুমি তোমার পছন্দের একটি কবিতার উপর ভিত্তি করে একটি নৃত্য পরিবেশনা তৈরী করতে চাও। এর জন্য, তোমার পাঠ্যবইয়ের কবিতাগুলি থেকে একটি কবিতা-গান বেছে নাও। এই গানটির সাথে নাচের জন্য তোমরা কী কী অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করতে পারো, তা শ্রেণীতে আলোচনা করো। এছাড়াও, এই গানটির সাথে কী কী নাচের মুদ্রা করা যায়, তা নিয়ে ভাবো এবং সেগুলি অনুশীলন করো।

- একটি নৃত্য রচনা করার জন্য, পাঠ্যবইয়ের কবিতাগুলি থেকে একটি গান বেছে নিতে বলবেন। সেই গানের সাথে নৃত্যটি পরিবেশন করার জন্য বাদ্যযন্ত্র নির্বাচন এবং নাচের মুদ্রা পরিকল্পনা করতে তাদের নির্দেশনা দেবেন।

CG-3
C-3.1
LO-04AE58
/59



আমার কৃতি

• মজার নাম!

বাদ্যযন্ত্রগুলির নাম খুঁজে বের করো এবং সেগুলির স্বরলিপি তৈরী করো।

শিংগা (তুতারী), দফ (তাল), বাঁশি (বাঁসুরী), করতাল (ঝাঁঝ), তবলা, দফ, মৃদঙ্গ, বীণা, ঢোল, তাম্রা)

বাঁ	সু	রী	তা	শা	ত
তু	মা	রী	বী	নী	ব
তো	তা	ম্	প	ঝাঁ	লা
র	ল	রী	দ	ঝা	টা
ড	ফ	লী	স	ঙ্গ	ল

• করে দেখেসো

একটি সরল বাদ্য তৈরী করো অথবা বাড়ি থেকে নিয়ে এসো (যেমন- মাটির পাত্র, বালি ভরা বাঁশের কাটি, স্টিলের গ্লাস ও চামচ, ডমরু, ঢোলক, ইত্যাদি)।

এরপর দাদরা (ধা, ধি, না, ধা, তু, না) তালটি বেছে নাও। প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটি করে স্বরবাদ্য বেছে নিয়ে সেটি বাজাবে।

প্রথমে এক এক করে বাজানোর চেষ্টা করো তারপর একসাথে তালটা বাজানোর চেষ্টা করো।

- শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ করে সহজ বাদ্যযন্ত্র তৈরী করতে নির্দেশনা দেবেন। এটি তাদের মধ্যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সমন্বয় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবেন।

CG - 3
C - 3.1
LO-04AE58/
59



১৭. পারম্পরিক নৃত্য...



নৃত্য ও নৃত্যের গীত

গান ও কবিতায় শব্দের পাশাপাশি অনুভূতি, ভাবনা এবং সুন্দর চিত্রকল্প থাকে। আমরা নৃত্যভঙ্গির মাধ্যমে এই অনুভূতি ও ভাবনাগুলি প্রকাশ করতে পারি।

এসো, নাচের প্রক্রিয়াটি বুঝি!

১. তোমার পছন্দের একটি কবিতা বেছে নাও এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ো।
২. কবিতাটির অর্থ, এর ভাব ও প্রেক্ষাপট অনুধাবন করো।
৩. প্রতিটি শব্দের জন্য গতিবিধি করার প্রয়োজন নেই, প্রতীকী অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কবিতার ভাব প্রকাশ করো।
৪. অঙ্গভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি ও শারীরিক গতিবিধি ব্যবহার করো।
৫. কবিতার ছন্দ ও আবেগ মাথায় রেখে নৃত্যটি পরিবেশন করো!



পড়ো



ভাবে



নৃত্য করো

- নৃত্যের প্রক্রিয়াটি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন।
- প্রদত্ত নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করতে শিক্ষার্থীদের পথ দেখান।

CG - 3

C - 3.2

LO-04AE60



এসো, কবিতার তালে নৃত্য করি।

তোমার পছন্দের একটি গানের সাথে একটি নৃত্য তৈরী করার জন্য আলোচনার মাধ্যমে নৃত্যের মুদ্রা নির্বাচন করো। নির্বাচিত মুদ্রাগুলি অনুশীলন করো এবং আসল নৃত্যটি পরিবেশন করো।

স্বর্গাত আকাশগঙ্গা,
গঙ্গেলা সোনেরী ঘাট
ঘাটলা পায়্যার্যা শম্ভর,
ঝালা আনন্দ আলী বহার ॥ ধূ ॥

ঘাটাশী লাঝীলা এক,
এক স্বর্গীয় কল্পতরু
তরুলা ফাঁদ্যা শম্ভর,
ঝালা আনন্দ আলী বহার ॥১॥

তরুচ্যা ফাঁদীবর,
ফুলে ফুলতী নক্ষত্রাটী
ফুলালা পাকল্যা শম্ভর,
ঝালা আনন্দ আলী বহার ॥২॥

সুটল বার জোরাত,
ফুলে বিখুরলী পাণ্যাত
তরঙ্গ উঠলে শম্ভর,
ঝালা আনন্দ আলী বহার ॥৩॥

গঙ্গেলা আলা পূর,
অহো পুরাচ পাণী চঢ়ল
বুডাল্যা পায়্যা শম্ভর,
ঝালা আনন্দ আলী বহার ॥৪॥

- রত্নাকর মতকরী



- বিভিন্ন পংক্তির উপর নৃত্য পরিবেশনের ভঙ্গি কল্পনা করে শিক্ষার্থীদের নৃত্য রচনা তৈরীতে অনুপ্রাণিত করবেন।

CG - 3
C - 3.2
Lo-04AE60

নৃত্য ও সংস্কৃতি

মহারাষ্ট্রে অনেক পারম্পরিক নৃত্যশৈলী প্রচলিত আছে। এই নৃত্যগুলিতে সেই অঞ্চলের জীবনধারা, পোশাক এবং সঙ্গীত সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। যেমন- লাবণী, কোলি নৃত্য, তাপা নৃত্য, লেজিম, ওয়াঘ্যা মুরলি, পাওয়ারা নৃত্য, ওয়ারকারী নৃত্য ইত্যাদি।



তাপা নৃত্য



লেজিম নৃত্য

এসো, নৃত্য নিয়ে আলোচনা করা যাক!

তোমার এলাকায় প্রচলিত কোনো নৃত্য বা লোকনৃত্য খুঁজে বের করো। শ্রেণীতে এটি নিয়ে আলোচনা করো। এছাড়াও, তোমার বন্ধুদের সাথে ৪-৫টি সহজ নৃত্যে মুদ্রা অনুশীলন করো।

নৃত্যের একটি চিত্রাঙ্কন করো!

একটি ওয়ারলি চিত্রকলার রেফারেন্সে, তোমার কল্পনা অনুযায়ী ওয়ারলি নৃত্যের একটি ছবি আঁকো।

- ছাত্রছাত্রীদের ওয়ারলি ছবিগুলিতে দেখানো নৃত্যের ভঙ্গিগুলি, যেমন--- বৃত্তাকারে ঘোরা এবং বৃত্তাকারে নৃত্য, করতে বলবেন।

CG - 4

C - 4.2

LO-04AE62

এসো শিখি - এসো নৃত্য করি!

উপলব্ধ সাংস্কৃতিক বা পারম্পরিক নৃত্যগুলি পর্যবেক্ষণ করো, সেগুলির অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করো, অনুশীলন করো এবং পরিবেশন করো!

আমার কৃতি

চিত্র দেখে প্রশ্নগুলির উত্তর খোজো।



- ১) ছবিতে কোন নৃত্যশৈলী দেখা যাচ্ছে?
- ২) এই নৃত্যে কী কী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়?
- ৩) দাঁড়িয়ে নৃত্যটি কীভাবে পরিবেশন করা হয়?
- ৪) সাজপোশাকটি কী?

- পরিচিত সাংস্কৃতিক বা ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের (যেমন- ওয়ারকারী নৃত্য) ভিডিও দেখান এবং অনুকরণ, অনুশীলন ও পরিবেশনে উৎসাহিত করুন। শিশুদের এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে এবং সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করুন।

CG - 4
C - 4.2
LO-04AE62



১৮. শিল্পকলা সংস্কৃতি...



আমাদের সংস্কৃতি ও পরম্পরা বিজ্ঞানের সাথে মিশে আছে এবং এর মাধ্যমে আমরা আনন্দময় জীবন যাপনের অনুপ্রেরণা পাই। নির্দিষ্ট ঋতু অনুযায়ী আসা উৎসব, উদযাপন ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিটি ঋতুতে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী খাদ্য, পোশাক এবং বিভিন্ন শিল্পের উদ্ভাবন দেখতে পাই। এই সংস্কৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে সকল মানুষ একত্রিত হয়। আমাদের আগ্রহগুলি সংযুক্ত হয় এবং আমরা একসাথে আনন্দ উপভোগ করি। বিভিন্ন শিল্প ও শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

উৎসব ও উদযাপন উপলক্ষে নৃত্য, নাটক, সজ্জা, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রও প্রদর্শন করা হয়।

আমাদের উৎসব- আমাদের উৎসব

তোমার এলাকার উৎসব ও উদযাপনগুলির একটি তালিকা তৈরী করো। সেগুলির মধ্যে যেকোনো একটি সম্পর্কে ছবি, ফটোগ্রাফ ও সংবাদপত্রের কাটিং সহ আরও তথ্য সংগ্রহ করে তালিকাটি সাজাও।

প্রসঙ্গ শনাক্ত করো এবং লেখো

নীচের ছবিগুলি থেকে ঘটনাগুলি শনাক্ত করো এবং সেই উৎসবগুলি সম্পর্কে তথ্য লেখো।



তোমার এলাকায় উদযাপিত উৎসবগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং দলবদ্ধভাবে শিল্পকলাগুলি উপস্থাপন করো।

- আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন লোকশিল্প, উৎসব, ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা ও খাদ্য সংস্কৃতির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যগুলি নানা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন।

CG -4

C- 4.1/4.2

LO-

04AE20/21/39/
38



দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বস্তু এতে ব্যবহৃত হয়। সর্ব ক্ষেত্রের শিল্পীরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে শিল্পীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সময় আমরা বিভিন্ন শিল্পীদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই।



মৃৎশিল্পী



ওয়ারলি চিত্রকর



নর্তকী



ভারুড শিল্পী



বাসুদেব



রূপসজ্জাশিল্পী



গায়িকা

- তোমার এলাকায় পালিত উৎসবগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং গ্রুপে সেই শিল্পকর্ম ও অনুষ্ঠানগুলি উপস্থাপন করো।

CG-4
C-4.2
LO-
04AE39/52

ক্ষেত্র পরিদর্শন :

স্থানীয় শিল্প সংস্কৃতি বোঝার জন্য ক্ষেত্র পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরেজমিন ক্ষেত্র বলতে বোঝায় কোনো স্থানে গিয়ে সেখানকার শিল্প, শিল্পী এবং ঐতিহ্য স্বচক্ষে দেখা। এই ধরনের পরিদর্শনের মাধ্যমে তোমার এলাকার শিল্পীদের কাজ কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ- তুমি সরাসরি দেখতে পারো মৃৎশিল্পী, চিত্রশিল্পী বা কারুশিল্পীরা কীভাবে কাজ করে। শিল্পীরা কীভাবে মাটি, রঙ, কাপড় বা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে সুন্দর জিনিস তৈরী করে, তা তুমি বুঝতে পারবে।

ক্ষেত্র পরিদর্শনের সময় করণীয় সতর্কতা

কোনো শিল্পীর কর্মশালা বা স্থানীয় প্রদর্শনী পরিদর্শনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মেনে চলো।

- পর্যবেক্ষণ : শিল্পী কীভাবে তাঁর হাত বা সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, তা নীরবে পর্যবেক্ষণ করো।
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা : তোমার সন্দেহগুলি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করো।
- তথ্য সংগ্রহ - তুমি যা দেখো এবং যে তথ্য পাও, তা একটি নোটবুকে লিখে রাখো।
- পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা : অনুমতি ছাড়া পরিদর্শন স্থলের কোনো বস্তু স্পর্শ করো না এবং সেখানে ময়লা ফেলবে না।
- কৃতজ্ঞতা : ক্ষেত্র পরিদর্শন শেষে শিল্পীকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলবে না।

সাক্ষাৎকার :

এলাকার উৎসবগুলিতে পরিবেশিত বিভিন্ন শিল্পকলা পর্যবেক্ষণ করো। বাসুদেব, পিঙ্গলা, নন্দীবাইওয়ালা, চিত্রকর, ভাস্কর, গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, কুমোর, কাঠমিস্ত্রি, ফুলসজ্জাকারী, নৃত্যশিল্পী এবং চিত্রকরদের মতো কয়েকজন শিল্পীর সাক্ষাৎকার নাও এবং তাঁদের শিল্পকলা সম্পর্কে জানো। এর জন্য শ্রেণীকক্ষে সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন তৈরী করো।

আমার কৃতি

- ১) তোমার প্রিয় উৎসব বা উদযাপনের একটি ছবি আঁকো এবং এর শৈল্পিক উপাদানগুলি সম্পর্কে তথ্য লেখো।
- ২) এলাকার শৈল্পিক আকর্ষণগুলি পরিদর্শন করো এবং সে সম্পর্কে তথ্য লেখো।
- ৩) তোমার এলাকার একজন শিল্পীর সাথে দেখা করো, তাঁর শিল্প ও কাজ সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নাও এবং তাঁর কাজ নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখো।
- ৪) স্থানীয় শিল্পীদের কাছ থেকে তাঁদের প্রিয় শিল্পমাধ্যম বিষয়ক চিত্র, ছবি, সংবাদপত্রের কাটিং ও তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রকল্প তৈরী করো।

- স্থানীয় শিল্পকলা ও ঐতিহ্য নিয়ে দলগত আলোচনাকে উৎসাহিত করবেন শিক্ষীদের এবং সাক্ষাৎকার নিতে উৎসাহ দেবেন।

CG -4

C- 4.2

LO-

04AE21/38/39

Notes

This image shows a full page of a document template. It consists of a solid light blue background with horizontal dashed lines spaced evenly apart, providing a guide for writing or drawing. The lines are thin and light blue, matching the background color. There are no margins, text, or other markings on the page.

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে ছোঁয় অথবা এমনভাবে স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকো না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।
২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।
৩. তুমি **POCSO e-box**/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

যখন কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে। তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।



এই বোতামটি চাপো।

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরনের সমস্যাজড়িত ছেলে / মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো। এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।



চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এবং এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত হয়।



এক উদ্বৃত্ত সমাজের দিকে।
Towards a new dawn



মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণে.

কলাশিক্ষণ ইয়ত্তা চৌথী (বংগালী মাধ্যম)

₹ 72.00

